মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০০০

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৩য় বর্ষঃ	৬ষ্ঠ সংখ্যা
যিলক্বদ	১৪২০ হিঃ
ফাল্গুন	১৪০৬ বাং
মার্চ	২০০০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ(বাসা)৭৬০৫২৫

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস- ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
আন্দোলন অফিস - ফোনঃ ৯৩৩৮৮৫৯।
যুবসংঘ অফিস - ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- প্রবন্ধ ঃ
  - মাসায়েল কুরবানী ০৯
    –সাঈদুর রহমান
  - কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল ১৩
    –অনুবাদঃ মুযযাম্মিল আলী
  - দাড়ি কামানো হারাম ১৭
    –অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
- ছাহাবা চরিতঃ
  - হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) ২২
    –মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- কবিতা ২৬
  - ঈদ এলো ঈদ
  - শ্রেষ্ঠ ধর্ম
- সোনামণিদের পাতা ২৭
- স্বদেশ–বিদেশ ৩০
- মুসলিম জাহান ৩৪
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৩৫
- সংগঠন সংবাদ ৩৬
- তাবলীগী ইজতেমা ২০০০–য়ে প্রদত্ত বক্তৃতা সমূহের সার সংক্ষেপ ৪০
- প্রশ্নোত্তর ৪৮

http://islaminonesite.wordpress.com

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

قُوْمُوْا إِلى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ

'এগিয়ে চল তোমরা জান্নাতের পানে, যার প্রশস্ততা আসমান এবং যমীনে পরিব্যপ্ত' (মুসলিম)।

[বদর যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ]

সম্পাদকীয়

হজ্জঃ বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতীকঃ

বছর ঘুরে আবার ফিরে এসেছে পবিত্র হজ্জ। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলমান এবছর হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা নগরীতে সমবেত হয়েছেন। 'হজ্জ' ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের অন্যতম। এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা বা সংকল্প করা। শরীয়তের পরিভাষায় 'ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে বায়তুল্লাহ শরীফে গমনের ইচ্ছা করাকে হজ্জ বলে' (মু'জাম)। অন্য অর্থে 'নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করাকে হজ্জ বলে' (আল-ক্বামূসুল ফিক্বহী)।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে হজ্জ সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ মহাসম্মেলন। বিশ্ব শান্তির বারতা বহন করে আসছে সুপ্রাচীন কাল থেকে। এই মহাসম্মেলন স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির এবং সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টির দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে দেয়। তাওহীদি পতাকাতলে সমবেত হওয়ার এমন নযীর সাধারণত অন্য কোন ধর্মে পরিলক্ষিত হয় না। একই ঐক্যতান এবং একই উদ্দেশ্যে মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি এই একনিষ্ঠ প্রয়াস সমগ্র বিশ্বকে অভিভূত করে তোলে। আল্লাহ বলেন, 'হে মানব সম্প্রদায় আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হ'তে। অতঃপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। যেন তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হ'তে পার' (হুজুরাত ১৩)। কুরআন মজীদের এই ঘোষণা অনুরণিত হয় হজ্জ-এর মধ্যে। একই সময়ে, একই নিয়মে, একই উদ্দেশ্যে, একই উচ্চারণে, দুনিয়ার নানা বর্ণের নানা দেশের শ্বেতশুভ্রবসনে আবৃত লাখ লাখ হাজী একই অনুভবে আপ্লুত হয়ে যখন উচ্চারণ করেন 'লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারীকা লাকা' তখন তামাম দুনিয়ার মানুষের ভাষা যেন এক হয়ে যায়। বিশ্ব মানবতার এই মহাসম্মেলন যেন বিশ্ব মানবাত্মাকে ঐক্য ও সংহতির পথ প্রদর্শন করে এবং শান্তি ও সমৃদ্ধ দুনিয়া গড়ার প্রেরণায় উদ্ভাসিত করে।

ইসলামে হজ্জ-এর গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অপরিসীম। সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, 'মানুষের উপর আল্লাহ্র এ অধিকার যে, বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর যে শক্তি-সামর্থ্য রাখে, সে যেন হজ্জ আদায় করে' (আলে ইমরান ৯৭)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জ -এর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পরিত্যাগ করল, সে ইহুদী অথবা নাছারা হয়ে মৃত্যুবরণ করুক তাতে (ইসলামের) কিছুই যায় আসেনা' *(শায়খ বিন বায, মাসায়েলুল হজ্জ ওয়াল ওমরাহ পৃঃ ২)*।

সারা বিশ্বের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের বন্ধন রচনায় হজ্জ-এর তাৎপর্য অপরিসীম। আরাফাতের ময়দানে এই ভ্রাতৃপ্রেম খুলে দেয় এক নতুন দিগন্ত। বিদায় হজ্জ-এর ঐতিহাসিক ভাষণে বিশ্ববাসীকে লক্ষ করে মহানবী (ছাঃ) বলেছিলেন, 'হে জনগণ! অনারবের উপরে আরবের কোন প্রাধান্য নেই, আরবের উপর অনারবের কোন প্রাধান্য নেই, লালের উপরে কালোর এবং কালোর উপরে লালের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই 'তাক্বওয়া' ব্যতীত। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে অধিক তাক্বওয়াশীল' *(মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১১ পৃঃ)*। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে একটি সম মর্যাদা সম্পন্ন বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর রূপরেখা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে মহানবী (ছাঃ)-এর এ ভাষণে।

পবিত্র হজ্জ -এর অন্যতম অংশ হচ্ছে কুরবানী। আরবী 'কুরবান' (قربان) শব্দটি ফারসী বা উর্দুতে 'কুরবানী' রূপে পরিচিত। যার অর্থ নৈকট্য। আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি হাছিলের জন্য আত্মোৎসর্গ করাই হচ্ছে কুরবানী। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে মহান আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করে আত্মসমর্পনের যে নযীর স্থাপন করেছিলেন, বর্ষপরম্পরায় তারই স্মৃতিচারণ হচ্ছে এই কুরবানী। আমাদের উচিত তাঁর আদর্শ এবং ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র বিধান সমূহ মনে প্রাণে গ্রহণ করা।

পরিশেষে বলতে হয়, হজ্জ পালন একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই হ'তে হবে। হাজী হব, মালামাল খরীদ করব ইত্যাকার জাতীয় সামান্যতম চিন্তা-চেতনা হজ্জ পালনের পরিপন্থী। সেই সাথে হজ্জ হ'তে হবে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত। অন্যথা হজ্জ এর উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। আল্লাহপাক আমাদেরকে **ছহীহ ভাবে হজ্জব্রত** পালনের তাওফীক দিন-আমীন!!

ঈদুল আযহার এই পবিত্র ক্ষণে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন দাতা ভাইদের ঈদের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। -সম্পাদক।

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে কুরআন

ইসলামী খেলাফত

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَعَدَاللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ ۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

১. অনুবাদঃ তোমাদের মধ্যকার ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন এই মর্মে যে, (১) তাদেরকে তিনি অবশ্য অবশ্য পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন। যেমন তিনি পূর্ববর্তীদেরকে দান করেছিলেন (২) তিনি অবশ্য অবশ্য তাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যার উপরে তিনি রাযী হয়েছেন মুমিনদের জন্য (৩) এবং তিনি অবশ্য অবশ্য তাদেরকে ভীতির পরিবর্তে শান্তি দান করবেন। তারা যেন আমার ইবাদত করে এবং আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করে। যারা এর পরে কুফরী করবে (অর্থাৎ খেলাফত প্রাপ্তির উক্ত নে'মতের না-শোকরী করবে), তারা ফাসেক' (নূর ৫৫)। তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'তে পার (৫৬)।

২. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) লা ইয়াস্তাখলিফান্নহুম (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ) অবশ্য অবশ্য তিনি তাদেরকে খেলাফত দান করবেন'। استخلفه اى جعله خليفة 'সে তাকে তার স্থলে প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে'। خَلَفَ خَلْفًا و خِلاَفَةً অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত হওয়া। বাব نَصَرَ يَنْصُرُ এখানে মাদ্দাহ الخلافة অর্থঃ ইমারত, ইমামত, শাসন কর্তৃত্ব। لَيَسْتَخْلِفَنَّ ছীগা واحد مذكر غائب বাহাছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله در فعل مستقبل معروف বাব استفعال এই ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার শুরুতে لام تاكيد ও শেষে نون تاكيد হওয়ায় এই ক্রিয়ার অর্থে দু'বার 'অবশ্য' হবে। সেমতে ক্রিয়াপদটির অর্থ দাঁড়াবে, 'অবশ্য অবশ্য তিনি শাসন ক্ষমতা দান করবেন'।

অত্র আয়াতে পরপর তিনবার একই ছীগা ও একই মর্মে তিনটি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে, যথাক্রমে لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ ، لَيُبَدِّلَنَّهُمْ সবগুলি ক্রিয়াপদের অর্থে 'অবশ্য' 'অবশ্য' কথাটি যোগ হবে।

(২) লা ইয়ুমাক্কিনান্না (لَيُمَكِّنَنَّ) 'অবশ্য অবশ্য তিনি প্রতিষ্ঠা দান করবেন'। تمكّن عند الناس اى علا شانه، مَكَّنَ المكان اى استقرّ فيه، مَكَّنَ له فى الشئ اى جعل له عليه سلطانا অর্থ শক্তি দেওয়া, ক্ষমতাশালী করা ইত্যাদি।

(৩) ইরতাযা (ارْتَضٰى) 'তিনি রাযী হয়েছেন'। ارتضاه اى ارتضى لخدمته او لصحبته কারু খেদমত বা সংসর্গে রাযী হয়ে যাওয়া। اِرْتَضَى بر وزن اِجْتَنَبَ ছীগা واحد مذكر غائب বাহাছ اثبات فعل ماضى বাব افتعال معروف।

৩. শানে নুযূলঃ

রবী' বিন আনাস আবুল 'আ-লিয়াহ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ মক্কায় দশ বছর গোপনে দাওয়াতী কাজে অতিবাহিত করেন। এই সময় তাঁরা সর্বদা ভয়ের মধ্যে থাকতেন। তাদেরকে লড়াইয়ের অনুমতি দেওয়া হয়নি। বরং কাফির-মুশরিকদের অত্যাচারে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাঁরা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু এখানেও তাদেরকে সর্বদা অস্ত্র সাথে নিয়ে দিবারাত্রি অতিবাহিত করতে হ'ত এবং সর্বদা জানমালের ক্ষয়ক্ষতির ভয় ও ত্রাসের মধ্যে থাকতে হ'ত। একদিন জনৈক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা যুগ যুগ ধরে এইরূপ ভয়ের মধ্যে কাটাব? এমন দিন কি আসবে না যেদিন আমরা নিরাপদ হ'ব ও অস্ত্র ত্যাগ করব? তখন এই আয়াত নাযিল হয়। যেখানে তাদেরকে আরব-আজমের উপরে খেলাফত প্রদানের নিশ্চিত ওয়াদা করা হয়। যেমন ইতিপূর্বে খেলাফত দান করা হয়েছিল হযরত দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ)-কে সমগ্র পৃথিবীর উপর এবং বনু ইসরাঈলকে মিসর, শাম প্রভৃতি অঞ্চলের উপরে'। এভাবে ভীতির বদলে নিরাপত্তা এবং অস্থিতির বদলে স্থিতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত

http://islaminonesite.wordpress.com

হয়। মুসলমানগণ পৃথিবীতে চালকের স্থান দখল করে। একদিন যারা মযলূম ছিলেন, আজ তারা শক্তিশালী হন। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।[১]

৪. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ পাক অত্র আয়াতে মুসলমানদেরকে তিনটি বিষয়ে ওয়াদা দান করেছেন। যেখানে শেষের দু'টিকে প্রথমটির বাস্তব ফল বলা যেতে পারে। (১) পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা প্রদান করা (২) ইসলামকে বিজয়ী দ্বীন হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান করা (৩) ভীতির বদলে শান্তি দান করা।

আল্লাহ্‌র এই ওয়াদা খেলাফতে রাশেদাহ্‌র ত্রিশ বছরের শাসনকালে পূর্ণতা লাভ করেছে বলে অধিকাংশ মুফাসসির মত প্রকাশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পুণ্য হাতে মক্কা, খায়বর, বাহরায়েন, হাযারামাউত, ইয়ামন ও সমগ্র আরব উপত্যকা বিজিত হয়। এমনকি হিজরের অগ্নি উপাসক ও দক্ষিণ সিরিয়ার মূতা সহ কতিপয় এলাকা থেকে তিনি জিযিয়া কর আদায় করেন। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস, মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকাস, ওমানের শাসকবর্গ ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী প্রমুখ তৎকালীন পৃথিবীর সেরা ক্ষমতাগর্বী রাজন্যবর্গ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে সম্মানসূচক উপঢৌকনাদি প্রেরণ করেন (ইবনু কাছীর)। তাঁর ওফাতের পরে ১ম খলীফা আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করেন। ইরাকের বছরা ও সিরিয়ার দামেস্ক তাঁর আমলেই বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কিছু কিছু এলাকা ইসলামী খেলাফতের অধীনে চলে আসে। আবুবকর (রাঃ)-এর মাত্র আড়াই বছরের খেলাফত কাল শেষে তাঁরই মনোনয়নক্রমে ওমর ফারূক (রাঃ) পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত হন। তিনি খলীফা হয়ে শাসন ব্যবস্থা এমন সুবিন্যস্ত করেন যে, নবীগণের পরে পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃংখল শাসন ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। ওমর (রাঃ)-এর দশ বছরের খেলাফতকালে সিরিয়া ও ইরাক পুরোপুরি বিজিত হয়। সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ তাঁর করতলগত হয়। তাঁর হাতে তৎকালীন পৃথিবীর দুই পরাশক্তি রোম সম্রাট 'কায়ছার' ও পারস্য সম্রাট 'কিসরা'-র সাম্রাজ্য সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। সিরিয়া, জর্ডান, ফ্যালেষ্টাইন ও মিসরের বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিয়ে গঠিত বাইজান্টাইন বা রোমান সাম্রাজ্য পূর্ণভাবে দখলীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত আলজেরিয়া, ফিলিস্তীন, আর্মেনিয়া, সাইলিসিয়া এবং আফ্রিকার বার্কা, ত্রিপোলী প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামী খেলাফত প্রসারিত হয়।

ওমর (রাঃ)-এর পরে ওছমান (রাঃ) খলীফা হন। তাঁর ১২ বছরের খেলাফতকালে ইসলামী হুকুমতের সীমানা আরও প্রসার লাভ করে। মুসলিম সেনাবাহিনী একদিকে যেমন কিরমান, মাকরান, সিজিস্তান, হিরাট, কাবুল, গযনী প্রভৃতি এলাকা দখল করে। অন্যদিকে তেমনি আর্মেনিয়া, তাবারিস্তান ও তিফলিশ অধিকার করে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বতীর এবং উত্তরে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত পদানত করে। এই সময় নবগঠিত নৌবাহিনীর সাহায্যে সাইপ্রাস দ্বীপ দখলীভূত হয়। এইভাবে ওছমান (রাঃ)-এর শাসনকালে ইসলামী খেলাফত শুধু প্রাচ্যেই বিস্তৃতি লাভ করেনি বরং পাশ্চাত্যেও বিস্তৃতি লাভ করে। আলী (রাঃ)-এর ছয় বছরের খেলাফত কাল মূলতঃ গৃহযুদ্ধেই অতিবাহিত হয়।

অতঃপর উমাইয়া, আব্বাসীয় ও ওছমানীয় খেলাফত কালে বলা চলে যে, সমগ্র এশিয়া মহাদেশ এবং ইউরোপের স্পেন ও বলকান অঞ্চলের কিছু অংশে ইসলামী খেলাফত সম্প্রসারিত হয়। যা ১৯২৪ সালে তুরস্কের সুলতান ২য় আবদুল হামীদের পতনের ফলে বিলুপ্ত হয়। ইসলামের চিরশত্রু ইহুদী-খৃষ্টানদের চালান করা মতবাদ তথাকথিত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মিথ্যামোহে ভুলে তুরস্কের মুসলমানরা নিজেদের হাতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত খেলাফতকে ধ্বংস করে। পৃথিবী থেকে ইসলামী খেলাফতের বিধ্বস্তি শেষে ইতিমধ্যে ৮৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অথচ এখনও মুসলমান জেগে ওঠেনি। বরং আজও তারা মুসলিম ইমারত ও খেলাফতকে হত্যাকারী তথাকথিত গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের ধোঁকাবাজির মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

আলোচ্য আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুওয়াতের যথার্থতার অন্যতম প্রমাণ। আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খেলাফতে রাশেদাহ্‌র স্বর্ণযুগে নবুওয়াতের আদলে খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় ইসলামী খেলাফত সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর ৫৫টি দেশে মুসলমানদের শাসন কায়েম রয়েছে। যদিও ইসলামী শাসন ও আইন বিধান অধিকাংশ দেশেই নেই।

আয়াতটি কেবলমাত্র খেলাফতে রাশেদাহ বা ছাহাবায়ে কেরামের যামানার জন্য খাছ নয়। বরং সকল যুগের মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য 'আম। সর্বযুগে পৃথিবীর সর্বত্র বা যেকোন প্রান্তে মুসলমানগণ এই শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَيَبْقَى على ظهر الأرض بيتُ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إلا أدخله الله كلمةَ الاسلام، بعز عزيزٍ وذُلٍّ ذليلٍ، إمَّا يعزُّهُم اللهُ فيجعلُهم من أهلها، أويُذِلُّهم فيدينون لها، .قلت: فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كلهُّ لله – 'ভূপৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা ঝুঁপড়িও থাকবে না, যেখানে ইসলামের কলেমা প্রবেশ করবে না। হয় তারা ইসলাম কবুল করে সম্মানিত হবে, নয় কবুল না করে অসম্মানিত হবে ও ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হবে। এইভাবে আল্লাহ্‌র দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করবে'।[২] অত্র হাদীছ ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রসারের সাথে সাথে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক বিজয়ের ইঙ্গিত বহন করে।

১. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/৩১২-১৩; মুখতাছার তাফসীরে বাগাভী ২/৬৫০।*

২. *আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত-আলবানী হা/৪২ 'ঈমান' অধ্যায়।*

http://islaminonesite.wordpress.com

আদী বিন হাতেম (রাঃ) একটি প্রতিনিধি দল নিয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে আগমন করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি 'হীরা' নামক স্থানটি চেন? তিনি বললেন, না। তবে নাম শুনেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فوالذى نفسى بيده لَيُتِمَّنَّ اللّهُ هذَ الأمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظعينةُ من الحيرة حتى تطوفَ بالبيت فى غير جوار... 'যার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে আমি বলছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তাঁর এই শাসনকে পূর্ণতা দান করবেন। এমনকি অবস্থা এমন শান্তিময় হবে যে, হীরা থেকে একজন গৃহবধু একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় মক্কায় আসবে ও বায়তুল্লাহ্র ত্বাওয়াফ শেষে পুনরায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিরাপদে ফিরে যাবে। কিসরা বিন হুরমুযের ধনভাণ্ডার বিজিত হবে এবং তা বিতরণ করা হবে এত বেশী পরিমানে যে, অবশেষে নেওয়ার লোক পাওয়া যাবে না। 'আদী বলেন, হীরা থেকে নিঃসঙ্গ কুলবধূকে একাকী এসে বায়তুল্লাহ্র যেয়ারত করতে দেখেছি এবং কিসরা বিন হুরমুযের সিংহাসন ও ধন-ভাণ্ডার বিজয়ে আমি নিজেই শরীক ছিলাম। এখন বাকী রইল তৃতীয়টি। সেটা নিশ্চয়ই বাস্তবতা লাভ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটার কথা বলেছেন (অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম জয়লাভ করা)।[৩]

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, واللّه لَيُتِمَّنَّ اللّهُ هذا الأمرَ حتى يسيرَ الراكبُ من صنعاءَ إلى حضر موت – 'আল্লাহ্র কসম নিশ্চয়ই এই (ইসলামী) শাসন পূর্ণতা লাভ করবে। এমনকি ছান'আ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত একজন সওয়ারী একাকী ভ্রমণ করবে। কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত সে কাউকে ভয় পাবেনা। তবে ভয় পাবে তার ছাগল পালের উপরে নেকড়ের আক্রমনের। কিন্তু তোমরা খুব ব্যস্ততা প্রকাশ করছ'।[৪]

অন্য এক ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إن اللّه زوى لى الأرض فرأيت مشارقها و مغاربها وسيبلغ مُلْكُ أمتى ما زُوِىَ لِىْ منها 'আল্লাহ পাক আমাকে সমগ্র পৃথিবীকে একত্রিত করে দেখালেন। আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখলাম। সত্বর আমার উম্মতের শাসন ঐ সমস্ত এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যতদূর পর্যন্ত এলাকা আমাকে দেখানো হয়েছে'। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আমরা এখন সেই যুগ অতিবাহিত করছি, যার ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য কথা বলেন।[৫]

৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/৩১৩ পৃঃ।
৪. মুসলিম, কুরতুবী ১২/২৯৯ পৃঃ।
৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/৩১২, কুরতুবী ১২/২৯৮।

ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের ধারাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, تكونُ النبوةُ فيكم ماشاءَ اللّهُ ان تكونَ ثم يرفعُها اللّهُ إذا شاء أن يرفَعَها، ثم تكونُ خلافةً على منهاجِ النبوة فتكونُ ما شاء اللّه أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء اللّهُ أن تكونَ ثم يرفعها إذا شاء اللّه أن يرفعها، ثم تكونُ مَلِكاً جبرياً فتكونُ ما شاء اللّهُ أن تكونَ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافةً على منهاج النبوة ثم سكت – 'তোমাদের মধ্যে (১) নবুওয়াত থাকবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করেন। অতঃপর তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর (২) নবুওয়াতের তরীকায় খেলাফত কায়েম হবে। আল্লাহ পাক যতদিন ইচ্ছা তা রেখে দেবেন। অতঃপর উঠিয়ে নেবেন।[৬] অতঃপর (৩) অত্যাচারী রাজাদের আগমন ঘটবে। আল্লাহ পাক স্বীয় ইচ্ছামত তাদেরকে বহাল রাখবেন। তারপর উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর (৪) জবর দখলকারী শাসকদের যুগ শুরু হবে। আল্লাহ পাক স্বীয় ইচ্ছামত তাদেরকে বহাল রাখবেন। অতঃপর উঠিয়ে নেবেন। এরপরে (৫) নবুওয়াতের তরীকায় পুনরায় খেলাফত কায়েম হবে। এই পর্যন্ত বলার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) চুপ হ'য়ে গেলেন'।[৭]

উপরোক্ত হাদীছের আলোকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বিশ্বব্যাপী এখন নামে ও বেনামে ৪র্থ যামানা অর্থাৎ জবর দখলকারী শাসকদের যামানা চলছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মীয় স্বৈরাচার এবং গণতন্ত্রের নামে দলীয় স্বৈরাচার ও নেতৃত্বের লড়াই এখন ঘরে ঘরে ও অফিসের চার দেওয়ালের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচার এখন সন্ত্রাসীদের লালনকারী দলনেতা ও শক্তিমানদের একচ্ছত্র অধিকারে। জাহেলী যুগের গোত্রদ্বন্দ্ব এখন নগ্ন রাজনৈতিক দলীয় দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী যালেমদের জয়জয়কার চলছে। মাযলূম মানবতা সর্বত্র ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানবতা আজ ব্যাকুল হ'য়ে চেয়ে আছে এক সর্বব্যাপী রেনেসাঁর দিকে। পূর্ণাঙ্গ সমাজ বিপ্লবের দিকে, একটি নির্ভেজাল আদর্শ ও তার নির্ভেজাল অনুসারীদের দিকে। সে আদর্শ আর কিছুই নয়। সে হ'ল ইসলাম। প্রচলিত 'পপুলার' ইসলাম নয়, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক 'পিওর' ইসলাম। সেই ইসলামের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হ'লেই তবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে

৬. আবূদাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ প্রভৃতির বর্ণনায় এই খেলাফতের মেয়াদ স্পষ্টভাবেই চার খলীফার আমলে ত্রিশ বছর বলে উল্লেখিত হয়েছে, যা ১১হিঃ হ'তে ৪১ হিঃ সনের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। আলবানী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৪৫৯।
৭. আহমাদ, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

কাংখিত ও কল্যাণময় ইসলামী খেলাফত। আলোচ্য আয়াতে সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য যার ওয়াদা করা হয়েছে।

ইসলামী খেলাফতের প্রয়োজনীয়তাঃ

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন আদর্শ, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে বিশ্বমানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছে। যার মধ্যে সকল যুগের সকল মানুষের সত্যিকারের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ইসলাম মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য সুস্পষ্ট ও স্থায়ী মঙ্গলের পথনির্দেশ দান করেছে। কতগুলি ব্যক্তিগত নীতি-আদর্শ ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিধিবিধানসহ তার ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি ব্যবহারিক বিষয়েও ইসলাম চিরস্থায়ী হেদায়াত পেশ করেছে। এক্ষণে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা একারণে যে, যাতে পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে ইসলামী বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করা সহজ হয়।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুসলমান তার ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবনে স্বাধীন থাকলেও বৈষয়িক জীবনে অনৈসলামী আইনে শাসিত হয়। সূদ-ঘুষের পুঁজিবাদী অর্থনীতি কিংবা সমাজবাদের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ অনুসরণের ফলে মুমিনের রূযী হারাম রূযীতে পরিণত হয়। অথচ হারামখোর হ'ল জাহান্নামী। অন্যদিকে দেশের আদালতগুলিতে ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা না থাকায় সমাজে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা, অবিচার, অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা ব্যাপকতা লাভ করে। এ সকল কারণে একজন মুমিনকে সর্বদা নিজ দেশে ও বিশ্বব্যাপী ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় তৎপর থাকতে হয়। কারণ ইসলামী খেলাফত শুধু মুসলমানের জন্য নয়, বরং খেলাফতের অধীনে বসবাসরত সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে মঙ্গলময়। ইসলামকে যেমন কোন একটি দল বা সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট হিসাবে গণ্য করা ঠিক নয়, ইসলামী খেলাফতকেও তেমনি নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের জন্য গণ্য করা ঠিক নয়। বরং আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত বিধান সার্বজনীন। যা সকলের জন্য মঙ্গলজনক ও সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য।

মুলূকিয়াত, জমহূরিয়াত ও খেলাফতঃ

রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও খেলাফত তিনটি পরিভাষার মধ্যে তিনটি আদর্শের প্রতিফলন রয়েছে। রাজতন্ত্রে রাজার ইচ্ছা-অনিচ্ছাই চূড়ান্ত। তাঁর হাতেই থাকে সার্বভৌমত্বের চাবিকাঠি। গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছাই-অনিচ্ছাই চূড়ান্ত। জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। খেলাফতে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানই চূড়ান্ত। আল্লাহ্‌ই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস।

রাজতন্ত্রে রাজা নিজ বাহুবলে রাজ্য জয় করেন ও নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী রাজ্য শাসন ও পরিচালনা করেন। রাজা সৎ, যোগ্য ও সুশাসক হ'লে রাজ্যে সুখ-শান্তি বিরাজ করে। এমনকি রাজা ইসলামপন্থী হ'লে তাঁর দ্বারা ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা লাভ করাও অসম্ভব কিছু নয়। বিগত দিনে এমনকি বর্তমান বিশ্বেও এর নযীর বিদ্যমান রয়েছে। এর বিপরীতটা হ'লে বিপরীত হওয়াই স্বাভাবিক। যদিও বর্তমান বিশ্বে কোন রাজাই একক ইচ্ছায় দেশ চালান না। সর্বত্রই রয়েছে একটা নির্বাচিত অথবা মনোনীত মন্ত্রণাপরিষদ। যাই-ই হৌক না কেন সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক যেহেতু রাজা বা রাণীরূপে একজন ব্যক্তির হাতে থাকে, সেকারণ এই শাসন ব্যবস্থা আদর্শিক ভাবে ইসলামের সাথে সংঘর্ষশীল।

গণতন্ত্রে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দেশ শাসন করে। সংখ্যালঘু দল বা দলগুলি বিরোধী দল হিসাবে গণ্য হয়। তাদের সম্মিলিতভাবে প্রাপ্ত ভোট যদি সংখ্যাগুরু দলের প্রাপ্ত ভোটের চাইতে বেশীও হয়, তথাপি তারা দেশ শাসনের অনুমতি পায় না। ফলে গণতন্ত্রের নামে অধিকাংশ দেশেই চলে সংখ্যালঘুর শাসন। জনগণের নামে সেখানে চলে দলীয় শাসন। একটি দলের কিংবা দলনেতা বা নেত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেই জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে প্রতিনিয়ত মিথ্যাচার করা হয়। তাছাড়া প্রতি চার, পাঁচ বা ছয় বছর অন্তর নেতৃত্বের পরিবর্তনের ফলে এইসব দেশে অযোগ্য ও অদক্ষ নেতৃত্বের বিস্তার ঘটে। যার প্রত্যক্ষ ফলভোগ করে সাধারণ জনগণ। এই সব দেশে সরকারী দল ও বিরোধী দলের লড়াই-সংঘর্ষ, হরতাল, সন্ত্রাস প্রতি পক্ষকে জব্দ করার মানসিকতা সর্বদা বিরাজ করে। ফলে সম্মানিতগণ অসম্মানিত হন। যোগ্য ব্যক্তিগণ অবমূল্যায়িত হন। দলীয়করণ প্রকট রূপ ধারণ করে। নির্দলীয় বা অপর দলীয় গুণী ও যোগ্য ব্যক্তির খেদমত থেকে প্রশাসন ও জনগণ বঞ্চিত হয়। ভোটারদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বক্তা ও রাজনৈতিক নেতাদের কদর বেশী হওয়ার কারণে প্রচারবিমুখ যোগ্য, গুণী ও আল্লাহভীরু সৎ লোকদের উপস্থিতি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে খুবই কম দেখা যায়। ফলে সৎ ও আল্লাহভীরু যোগ্য নেতৃত্ব থেকে দেশ বঞ্চিত হয়। সর্বোপরি জনমতের কোন স্থিরতা না থাকায় এবং সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থে বা বুঝের কমবেশীর কারণে ঘণ ঘণ জনমতের পরিবর্তন হওয়ায় গণতান্ত্রিক সংবিধান কখনোই জনকল্যাণের স্থায়ী কোন বিধান নয়। তাছাড়া গণতন্ত্রে জনগণের অংশীদারিত্বের কথা বলা হ'লেও কেবল ভোটের সময় ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে জনমতের কোনরূপ তোয়াক্কা করা হয় না। ফলে অসন্তুষ্ট জনগণ হরতাল, মিছিল, অনশন, গালি-গালাজ, হত্যা, লুণ্ঠন ও ভাঙচুরের পথ বেছে নেয়। এইভাবে গণতন্ত্র অবশেষে ঝগড়াতন্ত্র ও বন্দুকতন্ত্রে পরিণত হয়। যার পরিণাম ফল প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশেই এখন লোকেরা হাঁড়ে হাঁড়ে উপলব্ধি করছে। বর্তমানে ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ভোটকেন্দ্র দখলের জন্য সশস্ত্র ক্যাডার ও ভাড়াটিয়া মস্তানদের কদর বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে ব্যাপক ঘুষ ও কালোটাকার ছড়াছড়ি। ফলে বর্তমান যুগে গণতন্ত্র জনমত প্রতিফলনের বাহন নয়। বরং এটা সন্ত্রাসী

http://islaminonesite.wordpress.com

ও কালো টাকার মালিকদের নেতৃত্বে বসানোর বাহনে পরিণত হয়েছে মাত্র।

'খেলাফত' হ'ল আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী পরিচালনার জন্য আল্লাহ নির্ধারিত পথে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের শাসনব্যবস্থার নাম। এই শাসনব্যবস্থায় আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। আল্লাহ্‌র বিধান চূড়ান্ত ও চিরন্তন। খলীফা বা আমীর ও তাঁর মজলিসে শূরা এবং পূরা প্রশাসনযন্ত্র আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের বাস্তবায়নকারী মাত্র।

পার্থক্যঃ

(১) রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র দু'টিই মানবরচিত মতবাদ। পক্ষান্তরে 'খেলাফত' আল্লাহ্‌র অনুমোদিত একটি শাসন বিধানের নাম।

(২) রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে এক বা একাধিক মানুষের হাতেই থাকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকানা। পক্ষান্তরে খেলাফতে আল্লাহই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। বান্দা মালিকের প্রতিনিধি মাত্র।

(৩) রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে মানব রচিত বিধান অনুযায়ী দেশ শাসিত হয়। পক্ষান্তরে খেলাফতে আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী দেশ শাসিত হয়।

(৪) রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে মানুষ মানুষের গোলামী করে। পক্ষান্তরে খেলাফতে মানুষ কেবল আল্লাহ্‌র গোলামী করে।

(৫) রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে প্রণীত আইন সদা পরিবর্তনশীল। পক্ষান্তরে খেলাফতে অনুসৃত আল্লাহ্‌র আইন অপরিবর্তনীয়।

(৬) রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে হালাল-হারামের মালিক জনগণ। পক্ষান্তরে খেলাফতে উক্ত মালিকানা স্রেফ আল্লাহ্‌র হাতে।

(৭) রাজতন্ত্রে রাজা এবং গণতন্ত্রে দলনেতা সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। পক্ষান্তরে খলীফা বা আমীরের ক্ষমতা আল্লাহ্‌র আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রিত।

(৮) রাজতন্ত্রে রাজার নাবালক এমনকি অযোগ্য পুত্র-কন্যাগণ রাজা হ'তে পারেন। অনুরূপভাবে গণতন্ত্রে দলীয় প্রভাবে অযোগ্য, অসৎ ও অদক্ষ লোক নেতা নির্বাচিত হ'তে পারে। কিন্তু ইসলামী খেলাফতে সৎ ও যোগ্য নির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমে শরীয়ত নির্ধারিত শর্তাদি পুরণ সাপেক্ষে সৎ ও আল্লাহভীরু যোগ্য ব্যক্তিই কেবল খলীফা বা আমীর নির্বাচিত হ'তে পারেন।

(৯) রাজা কারুর নিকটে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন। দলীয় প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী নিজ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতীয় সংসদে জওয়াব দিহিতার নামে হাততালি কুড়ান ও বিরোধী দলের বাক্যবাণে আরও স্বেচ্ছাচারী ও প্রতিশোধকামী হয়ে ওঠেন। পক্ষান্তরে খলীফা বা আমীর আল্লাহভীরু শূরা সদস্যদের নিকটে পরামর্শ আহ্বান করেন। তাঁরাও ইসলামী আদব রক্ষা করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে 'হক' পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

(১০) রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে ব্যক্তি ইচ্ছা বা দলীয় ইচ্ছাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। পক্ষান্তরে খেলাফতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই প্রধান বিষয়। এমনকি কুরআন বা হাদীছের দলীল থাকলে আমীর শূরা সদস্যদের পরামর্শকে অগ্রাহ্য করতে পারেন। যেমন আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) উসামাকে জিহাদে প্রেরণ ও যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সময় করেছিলেন।

(১১) সর্বোপরি গণতন্ত্রে 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত' হওয়ার ফলে সংখ্যালঘুর রায় সঠিক হ'লেও তা বিবেচনায় আনা হয় না। পক্ষান্তরে ইসলামে সংখ্যা কখনো সত্য ও মিথ্যার সম্পদ নয়। বরং অহি-র বিধানই চূড়ান্ত। সেকারণ এখানে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু সবারই বৈধ স্বার্থ রক্ষিত হয়।

'খেলাফত' প্রতিষ্ঠার উপায়

ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপায় হ'ল দু'টিঃ **দাওয়াত** ও **জিহাদ**। প্রথমোক্তটির মাধ্যমে 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠার পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে হবে। তাদের চিন্তাধারায় বিপ্লব আনতে হবে। কথা ও কলমসহ যাবতীয় আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজ দেশ ও বিশ্বব্যাপী ইসলামী দাওয়াত পেশ করতে হবে। যেন ইসলামী খেলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে মানব জাতির সকল স্তরে স্পষ্ট ধারণা ও চেতনা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়টির জন্য ব্যাপক বস্তুগত প্রস্তুতি অর্জন করতে হবে। ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে প্রথমে সীসাঢালা সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করতে হবে। এটাই হবে জিহাদের সর্বপ্রধান হাতিয়ার। সমাজের প্রতিটি স্তরে গ্রামে ও মহল্লায় যখন একদল সচেতন আল্লাহভীরু ও যোগ্য মুজাহিদ তৈরী হয়ে যাবেন এবং স্রেফ আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবেন। তখন সংখ্যায় যত নগণ্যই হৌক না কেন, আল্লাহ্‌র সাহায্যে তারাই জয়লাভ করবেন। এভাবে সাংগঠনিক শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে এমনকি তিনজন মুমিন একস্থানে থাকলেও তাদেরকে একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য হাদীছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ইমারতের মাধ্যমে সুশৃংখলভাবে দেশব্যাপী দাওয়াতী ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এই ধরণের জিহাদী ইমারতের পথ বেয়েই একদিন 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

সূরায়ে নূর-এর আলোচ্য 'আয়াতে ইস্তিখলাফে' 'ঈমান' ও 'আমলে ছালেহ'-কে 'খেলাফত' প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে নিরংকুশভাবে ও শিরক বিমুক্ত ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রকে ত্বাগূতের আনুগত্যমুক্ত করে ধর্মীয় ও বৈষয়িক সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অধীন করলেই তবে পৃথিবীতে যেমন আল্লাহ্‌র রহমতে খেলাফত লাভ হবে, আখেরাতেও তেমনি জান্নাত লাভের যোগ্য হিসাবে আল্লাহ্‌র নিকটে বিবেচিত হওয়া যাবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

আয়াতের শেষে খেলাফত লাভকে গুরুত্বপূর্ণ নে'মত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং যে ব্যক্তি এই নে'মত লাভের পরেও তার না-শুকরী করে, তাকে ফাসেক বলা হয়েছে। পরের আয়াতে ছালাত কায়েমের মাধ্যমে জাতির নৈতিক শক্তি, যাকাত কায়েমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শক্তি এবং সর্বক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অটুট রাখার মাধ্যমে আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহকে তাই তাদের হারানো খেলাফত পুনরুদ্ধারে সর্বদা সচেষ্ট থাকা যরূরী। নইলে সারা জীবন ইহুদী-খৃষ্টান ও কুফরী শক্তির গোলামী করেই মানবেতর জীবন কাটাতে হবে।

সংশয় নিরসনঃ

'জিহাদ' বলতে অনেকে কেবল সশস্ত্র যুদ্ধ বুঝাতে চান। অথচ হাদীছে জান, মাল ও যবান দ্বারা জিহাদ করতে বলা হয়েছে।[৮] প্রথম যুগে ইসলামকে সমূলে উৎখাত করার জন্য যখনই কুফরী শক্তি অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখনই ইসলামের ইতিহাসে বদর, ওহোদ, খন্দকের জিহাদী ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। নইলে ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনের প্রথম ১৪ বছর স্রেফ দাওয়াতের মধ্যেই কেটেছে। আজও যদি কুফরী শক্তি অস্ত্র নিয়ে ইসলামী দেশের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর উপরে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ 'ফরযে আয়েন' হবে। যেভাবে আগফানিস্তানে কুফরী শক্তিকে মুকাবিলা করা হয়েছে। যেভাবে মুকাবিলা করা হচ্ছে বর্তমানে কাশ্মীর, চেচনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে।

কিন্তু শান্ত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গী তৎপরতা চালানো, বিদ্রোহ করা বা বিদ্রোহের উস্কানী দেওয়া, অনিয়ম তান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং যালেম সরকারের যুলমকে বরদাশত করতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। তাদের পাওনা তাদের দিতে বলা হয়েছে এবং নিজেদের পাওনা আল্লাহ্র কাছে চাইতে বলা হয়েছে। যদি সরকার ইসলাম বিরোধী আইন মানতে চাপ সৃষ্টি করে, তবে তা মানা যাবে না। কোন মুসলমান যখন অমুসলিম দেশে বসবাস করবে, তখন সে দেশের সরকারের কাছ থেকে নিজেদের ধর্মীয় অধিকার আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে চেষ্টা করবে। না পারলে ছবর করবে ও আল্লাহ্র নিকটে এর বদলা কামনা করবে। পক্ষান্তরে মুসলিম দেশে বাস করেও কোন মুসলিম সরকার যদি ইসলামী বিধান মোতাবেক দেশ শাসন না করে, তবে উক্ত সরকারকে যেমন সৎ পরামর্শ দিতে হবে ও নছীহত করতে হবে, তেমনি সাধারণ জনগণকে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার পক্ষে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করে তুলতে হবে।

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি জাহেলী মতবাদের সঙ্গে আপোষ করে ইসলামী খেলাফত কায়েমের দুঃস্বপ্ন বরং ইসলামকে অপূর্ণ ভাবার শামিল। ১৯৭০ সালে ভুট্টোর পাকিস্তান পিপল্স পার্টির শ্লোগান ছিলঃ ইসলাম আমাদের দ্বীন, সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি, গণতন্ত্র আমাদের রাজনীতি এবং জনগণ আমাদের শক্তির উৎস'। এই শ্লোগানের চারটি অংশই ছিল পরস্পরে সংঘর্ষশীল। কেননা সকল মুসলমান এতে একমত যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। অতএব রাজনীতি ও অর্থনীতির জন্য মুসলমানকে অন্য মতাদর্শের তাবেদারী করার দরকার নেই।

অনুরূপভাবে আজকেও যদি কেউ মুখে স্বীকার করেন যে, আমরা কুরআন-সুন্নাহ চাই, 'সব সমস্যার সমাধান ইসলাম দেবে সমাধান' অথচ রাজনীতির ময়দানে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কিংবা জাতীয়তাবাদের অনুসরণ করি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের অনুসরণ করি, তাহ'লে কিভাবে নিজেদেরকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অনুসারী দাবী করতে পারি? অনুরূপভাবে শুধু ছালাত-ছিয়াম ও যাকাত আদায়ের সময় 'আহলেহাদীছ' হব, আর জীবনের অন্য সকল দিক ও বিভাগে পাশ্চাত্যের জাহেলী মতবাদ সমূহের অন্ধ অনুসরণ করব, তাহ'লে কিভাবে নিজেকে পূর্ণাঙ্গ 'আহলেহাদীছ' বলব? বাতিলের সাথে আপোষ করে বাতিল উৎখাত করা যায় না। বরং বাতিলের মোকাবিলা করেই বাতিল উৎখাত করতে হয়।

মনে রাখতে হবে যে, আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা মানুষ। আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। আমাদের সকলের জন্য নির্ধারিত বাসস্থান পৃথিবী নামক এই ছোট্ট গ্রহ। একে সুন্দর করে আবাদ করার বিধিবিধান হ'ল আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান 'ইসলাম'। যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। উক্ত বিধান বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব হ'ল মুসলমানের। আর মুসলমানের মধ্যে প্রধান দায়িত্ব হ'ল আহলেহাদীছদের। যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান মানতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। 'মানুষ' আমাদের প্রথম পরিচয়। 'মুসলিম' আমাদের ধর্মীয় পরিচয়। 'আহলেহাদীছ' আমাদের বৈশিষ্ট্যগত পরিচয়।

বিষহারা সর্পের কিংবা শক্তিহারা সিংহের যেমন কোন মূল্য নেই, বৈশিষ্ট্যহারা মুসলমান বা আহলেহাদীছের তেমনি কোন মূল্য নেই। ইসলামী আন্দোলনের নামে দলতন্ত্র ও মাযহাবী তাকলীদের সঙ্গে আপোষ করলে ১২৫৮ সালে বাগদাদের ফেলে আসা মর্মান্তিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হওয়া বিচিত্র নয়। অতএব প্রগতির নামে বিজাতীয় মতবাদসমূহের তাকলীদ ও ধর্মের নামে মাযহাবী তাকলীদের মায়ামোহ ছেড়ে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগকে ঢেলে সাজানোর জিহাদী আন্দোলনে সকলের শরীক হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

[আগামীতে নেতৃত্ব নির্বাচনের ইসলামী পদ্ধতি বিষয়ে দরস আসবে ইনশাআল্লাহ- সম্পাদক]

৮. আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৮২১।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্র ব ন্ধ

মাসায়েলে কুরবানী

-সাঈদুর রহমান*

আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পশু কুরবানীর প্রথা মানুষ সৃষ্টির আদি কাল থেকেই চলে আসছে। সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র কাবীল ও হাবীল -এর দেওয়া কুরবানী থেকেই কুরবানীর ইতিহাসের গোড়া পত্তন হয়েছে।[১]

আল্লাহ বলেন,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ-

'প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা উক্ত পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে এজন্য যে, তিনি চতুষ্পদ জন্তু থেকে তাদের জন্য রিযিক নির্ধারণ করেছেন' (হজ্জ ৩৪)। তবে সেই সব কুরবানীর নিয়ম-পদ্ধতি আমাদের জানানো হয়নি। বর্তমানে মুসলিম সমাজে যে কুরবানীর বিধান চালু রয়েছে, তা মূলতঃ ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী দেওয়ার অনুসরণে সুন্নাত হিসাবে চালু করা হয়েছে।[২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় মাদানী জীবনের দশ বছর নিয়মিত কুরবানী করেছেন।[৩] তিনি বলেন, مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا 'যে ব্যক্তির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।[৪] তবে এটি ওয়াজিব নয়। বরং সুন্নাত। লোকেরা যাতে একে ওয়াজিব ভেবে না নেয় সেজন্য হযরত আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) অনেক সময় কুরবানী করতেন না।[৫]

কয়েক হাযার বছর পূর্বে মক্কা নগরীর জন মানব শূন্য 'মিনা' প্রান্তরে আল্লাহ্‌র দুই আত্মনিবেদিত বান্দা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) আত্মসমর্পনের যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, বর্ষপরম্পরায় তারই স্মৃতিচারণ হচ্ছে 'ঈদুল আযহা' বা কুরবানীর ঈদ।

প্রতি বছর যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ মুসলিম উম্মাহ ইবরাহীমী সুন্নাত পালনার্থে আল্লাহ্‌র রাহে পশু কুরবানী করে থাকে। আল্লাহপাক তাঁর এই অনুগত বান্দাকে জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই নানাভাবে পরীক্ষা করেন। সকল পরীক্ষাতেই তিনি পূর্ণ সফলতা লাভ করেন। অবশেষে তিনি জীবনের শেষ ও চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হন। অনেক কামনা-বাসনা ও দো'আ-প্রার্থনার পর ৮৬ বৎসর বয়সে পাওয়া প্রাণপ্রতিম একমাত্র পুত্র ইসমাঈলকে 'কুরবানী' করার জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হন। এই স্বপ্ন তাঁকে পরপর তিনদিন দেখানো হয়।[৬]

এ কথা স্বীকৃত যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্নও 'অহি'। তাই এ স্বপ্নের অর্থ ছিল, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার নির্দেশ প্রদান। এ নির্দেশটি সরাসরি কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও নাযিল করা যেত। কিন্তু স্বপ্নে দেখানোর তাৎপর্য হ'ল, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আনুগত্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাওয়া। স্বপ্নের মাধ্যমে প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিন্ন অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল, কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র আদেশের সামনে মাথা নত করে দেন।[৭] আত্মসমর্পণকারী ইবরাহীম এই কাঠোর পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। তিনি পুত্র ইসমাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا بُنَيَّ إِنِّيْ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى-

'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবহ করছি। দেখ এ বিষয়ে তোমার মতামত কি' (ছাফ্‌ফাত ১০২)।

নবী রাসূলগণের স্বপ্নাদেশ নিদ্রাপুরীর কল্পনা বিলাস নয়। এ আদেশ অহি-র অন্তর্ভুক্ত। পুত্র ইসমাঈল তখন তার পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। ভাল-মন্দ বিবেচনা করার মত শক্তির উন্মেষ হয়েছিল বলেই পিতা তাঁর মত জানতে চাইলেন। তাফসীরবিদগণের মতে সে সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি সাবালক হয়ে গিয়েছিলেন।[৮] তিনি ইচ্ছা করলে পালিয়ে যেতে পারতেন। ইবরাহীমের নাগালের বাইরে চলে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র এসব কিছুই করলেন না।

---

* গ্রাজুয়েট, কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সঊদী আরব ও উপাধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসায়েলে কুরবানী (রাজশাহীঃ দি বেঙ্গল প্রেস ১৯৯৫), পৃঃ ৩।
২. মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ৩; গৃহীতঃ নায়ল ৬/২২৮।
৩. তিরমিযী, মিশকাত, আলবানী হা/১৪৭৫।
৪. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, নায়ল ৬/২২৭ পৃঃ।
৫. ইবনু কাছীর ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৩৪; কুরতুবী ১৫/১০৮।
৬. মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মহিউদ্দীন খান, (মদীনা মোনাওয়ারাঃ খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদণ প্রকল্প ১৪১৩ হিঃ) পৃঃ ১১৫১।
৭. ঐ, পৃঃ ১১৫১। ৮. ঐ, পৃঃ ১১৫১।

http://islaminonesite.wordpress.com

বরং তৎক্ষণাৎ জওয়াব দিলেন,

يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ-

'পিতঃ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ছবরকারীদের মধ্যে পাবেন' (ছাফ্ফাত ১০২)।

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর অতুলনীয় বিনয় ও আত্মনিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায়। সাথে সাথে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, এহেন কচি বয়সেই আল্লাহপাক তাঁকে কি পরিমাণ মেধা ও জ্ঞান দান করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সামনে আল্লাহ্র কোন নির্দেশের বরাত দেননি। বরং একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলেন মাত্র। কিন্তু কিশোর ইসমাঈল বুঝে নিলেন যে, এ স্বপ্ন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র একটি নির্দেশ। অতএব তিনি জওয়াবে স্বপ্নের পরিবর্তে নির্দেশের কথা বললেন।

'ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ছবরকারীদের মধ্যে পাবেন' এ বাক্যে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর চূড়ান্ত আদব ও বিনয় পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলে বিষয়টি আল্লাহ্র কাছে সমর্পন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি এ কথাও বলতে পারতেন, 'ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ছবরকারী পাবেন'। কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি বললেন, 'ছবরকারীদের মধ্যে পাবেন'। এতে এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ ছবর ও সহনশীলতা একা আমারই কৃতিত্ব নয়। বরং পৃথিবীতে আরো অনেক ছবরকারী হয়েছেন। ইনশাআল্লাহ আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। এভাবে তিনি উপরোক্ত বাক্যে অহংকার ও অহমিকার নাম গন্ধটুকু পর্যন্ত খতম করে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ও বশ্যতা প্রকাশ করেছেন।[৯]

আত্মনিবেদনের এ কি চমৎকার দৃশ্য! জনমানবহীন 'মিনা' প্রান্তরে ৯৯ বছরের বৃদ্ধ ইবরাহীম স্বীয় কিশোর পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আল্লাহ্র নির্দেশ পালনার্থে এবং তাঁরই অনুরাগ ও প্রেমলাভ করার দুর্নিবার আগ্রহে পুত্রকে কুরবানীর মেষের মতই কঠিন হস্তে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন। আর কণ্ঠনালীকে ছেদন করার জন্য বার্ধ্যক্যের শেষ শক্তি একত্রিত করে শানিত ছুরি তুলে ধরলেন।

পুত্র ইসমাঈলও শাহাদাতের উদগ্র বাসনা নিয়ে নিজের কণ্ঠকে বৃদ্ধ পিতার তীক্ষ্ণ ছুরির নীচে সঁপে দিলেন। এ এক অভাবনীয় দৃশ্য! পৃথিবীর জন্ম থেকে এমন দৃশ্য কেউ অবলোকন করেনি। এ দৃশ্য দেখে পৃথিবী যেন থমকে দাঁড়ায়। পৃথিবীর সকল সৃষ্টি যেন অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে এ চরম পরীক্ষার দিকে। সকল সৃষ্টিই যেন নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে যায় এ দৃশ্য অবলোকনে। কিন্তু না। চরম আত্মত্যাগী ইবরাহীম (আঃ) এ কঠিন ও চূড়ান্ত পরীক্ষায়ও কৃতকার্য হ'লেন। মহান আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে ঘোষণা হ'ল-

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَؤُا الْمُبِيْنُ، وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ-

'তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি এর পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্য এক মহান পশু' (ছাফ্ফাত ১০৪, ১০৭)।

বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভক্ত ইবরাহীমের প্রতি সদয় হ'লেন। রক্তের পরিবর্তে তিনি পশুর রক্ত কবুল করে নিলেন। আর ইবরাহীমের পরবর্তী সন্তানগণের জন্য কুরবানীর সুন্নাতকে জারি করে রাখলেন।

আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পনের এই মহান স্মৃতিকে চিরজাগ্রত করার জন্যই ১০ই যিলহজ্জকে আল্লাহ চিরস্মরণীয় করেছেন। জন্ম থেকে জীবনের ৯৯ টি বছর ধরে একের পর এক পরীক্ষা করে যখন আল্লাহ ইবরাহীমের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তখন তাঁর এই মহান কীর্তিকে পৃথিবীর সকল মুসলমানের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দিলেন নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে-

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ-

'আমি তার জন্যে এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি' (ছাফ্ফাত ১০৮)।

আজও আমরা সেই ইবরাহীমী সুন্নাতের অনুসরণেই প্রতি বছর যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে কুরবানী করে থাকি। ক্বিয়ামত উষার উদয় কাল পর্যন্ত এই আত্মত্যাগের ধারাবাহিকতা অবিরাম গতিতে চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ।

কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল

(ক) ফাযায়েলঃ

তিরমিযীর অন্যতম ভাষ্যকার ইবনুল আরাবী বলেন, কুরবানীর ফযীলত বর্ণনায় কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া

৯. ঐ, পৃঃ ১১৫২।

http://islaminonesite.wordpress.com

যায়না।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[১১]

(খ) মাসায়েলঃ

১. কুরবানীর পশু আট প্রকারের হবে। যেমন- (১) ভেড়া বা দুম্বা (২) ছাগল (৩) গরু (৪) উট, প্রত্যেকটির নর ও মাদি।[১২]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, উপরোক্ত আট প্রকারের পশুর মধ্যে কুরবানী সীমাবদ্ধ। উক্ত পশুগুলি ছাড়া আর কোন পশু রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কুরবানীর ব্যাপারে প্রমাণিত নেই।[১৩]

২. কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া আবশ্যক। স্পষ্ট খোড়াঁ, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী, জীর্ণশীর্ণ পশু এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা জন্তুর দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ নয়।[১৪] এসবের চেয়ে নিম্নস্তরের কোন দোষ যেমন- অর্ধেক লেজ কাটা ইত্যাদি থাকলে তার দ্বারাও কুরবানী হবে না। তবে নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে।[১৫]

৩. মুসিন্নাহ* দ্বারা পশু কুরবানী করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার।[১৬] জমহুর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য উত্তম হিসাবে গণ্য করেছেন।[১৭]

৪. নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানীর জন্য একটি পশুই যথেষ্ট। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিং ওয়ালা সুন্দর সাদাকালো দুম্বা আনতে বললেন ..... অতঃপর দো'আ পড়লেন,

بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد و من أمة محمد-

'বিসমিল্লাহ' হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর। মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তাঁর পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তাঁর উম্মতের পক্ষ হ'তে। অতঃপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন।[১৮]

বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন,

يايها الناس إن على كل أهل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة-

'হে জনমণ্ডলী! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়েছে।[১৯]

রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরিবার পিছু একটি করে ছাগল কুরবানীর রেওয়াজ ছিল।[২০]

৫. সফর অবস্থায় একটি কুরবানীতে ৭ বা ১০ জন শরীক হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- (ক) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ্র রাসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা ৭ জনে একটি গরু ও ১০ জনে একটি উটে শরীক হলাম।[২১] (খ) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ্র রাসূলের সাথে হজ্জ ও ওমরার সফরে ছিলাম। ..... তখন আমরা একটি গরু ও উটে ৭ জন করে শরীক হয়েছিলাম।[২২]

জমহুর বিদ্বানদের মতে হজ্জের হাদ্ই-র ন্যায় কুরবানীতেও শরীক হওয়া চলবে।[২৩] তবে মুক্বীম অবস্থায় মদীনায় আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম ভাগে কুরবানী করেছেন বলে কোন প্রমাণ পওয়া যায় না।[২৪] অতএব প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে ছাগল হৌক, গরু হৌক একটি পশু কুরবানী করাই সুন্নাতের অনুকূল বলে অনুমিত হয়।

৬. রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যারা

---

১০. মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ৪; গৃহীতঃ মির'আৎ ২/৩৬৩ পৃঃ।
১১. মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ৪; গৃহীতঃ নায়ল ৬/২২৭।
১২. ঐ, পৃঃ ৫; গৃহীতঃ সূরা আন'আম ১৪৪-৪৫; মুখতাছার যাদুল মা'আদ, (লাহোরঃ তাবি) পৃঃ ১১০।
১৩. কুরবানী ও আইনী বিবরণী, পৃঃ ৫৫; গৃহীতঃ যাদুল মা'আদ ১/২৪৫ পৃঃ।
১৪. মিশকাত, হা/১৪৬৫, ৬৩, ৬৪; তুহফা, ৫/৯০ পৃঃ।
১৫. মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ৬, গৃহীত; মির'আৎ ২/৩৬৩; ফিকহুস সুন্নাহ (জেদ্দাঃ ১৯৮৪) ১/৭৩৮ পৃঃ।
**. দুধের দাঁত পড়ে যে পশুর নতুন দাঁত উদ্গত হয়েছে, তাকে 'মুসিন্নাহ' বলে।*
দ্রঃ ঈদে কুরবান, পৃঃ ৪৫; গৃহীতঃ লিসানুল আরব ১৭/৮৫ পৃঃ।
১৬. মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ৭; গৃহীতঃ মুসলিম, নাসাঈ তা'লীকাত সহ (লাহোরঃ তাবি) ২/১৯৬।
১৭. তদেব, গৃহীতঃ মির'আৎ ২/৩৫৩।
১৮. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪।
১৯. মিশকাত হা/১৪৭৮।
২০. মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ৭-৮; গৃহীতঃ ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৬; ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; মির'আৎ ২/৩৬৭ পৃঃ।
২১. মিশকাত হা/১৪৬৯, সনদ ছহীহ।
২২. মুসলিম (বৈরুতঃ ১৯৮৩) হা/১৩১৮।
২৩. মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ৮; গৃহীতঃ মির'আৎ ২/৩৫৫।
২৪. ঐ, পৃঃ ৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা থেকে বিরত থাকে।[২৫]

৭. গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে কুরবানী করতে হয়।[২৬]

৮. উষ্ট্রকে দাঁড়ানো অবস্থায় নহর* করতে হয়।[২৭]

৯. যবেহ করার সময় নিম্নোক্ত দো'আ সমূহ পড়তে হয়।-

(১) (بسم الله الله اكبر) বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার

(২) بسم الله تقبل منى ومن أهل بيتى বিসমিল্লা-হি তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী।

'হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে'।

উপরোক্ত দো'আ গুলোর সাথে অন্য দো'আও রয়েছে। দো'আ ভুলে গেলে বা ভুল হবার আশংকা থাকলে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[২৮]

১০. ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। কুরবানী করলে তাকে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[২৯]

১১. কুরবানীর গোস্ত খাওয়ার ব্যাপারে মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, فكلوا وادخروا وتصدقوا 'তোমরা খাও, জমা রাখ এবং ছাদাক্বা কর'। এ হাদীছের উপর ভিত্তি করে উলামাগণ কুরবানীর গোস্ত তিন ভাগে ভাগ করা মোস্তাহাব বলেছেন। অর্থাৎ এক ভাগ খাওয়ার জন্য, এক ভাগ দান করার জন্য এবং এক ভাগ জমা রাখার জন্য।[৩০] কুরবানীর গোস্ত যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[৩১]

১২. কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা বাছা বাবদ কুরবানীর গোস্ত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[৩২]

১৩. কুরবানী দাতা সকাল হ'তে কুরবানীর আগ পর্যন্ত কিছুই খাবেন না।[৩৩] কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা ইফতার করবেন।[৩৪]

১৪. আরাফার দিন ফজর থেকে মিনার শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ দিনের শেষ পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে ও অন্যান্য সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। অবশ্য কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট হ'ল ১০, ১১, ১২ই যিলহজ্জ তিন দিন।[৩৫]

উপসংহারঃ

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আত্মত্যাগের এই অনুপম দৃষ্টান্তকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যই ১০ই যিলহজ্জকে কুরবানীর উৎসবে পরিণত করা হয়েছে। সেদিনের তার এই আত্মত্যাগ থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমাদেরকেও মহান প্রতিপালকের দরবারে আত্মত্যাগী ও আত্মসমর্পনকারী হিসাবে তুলে ধরতে হবে এবং সর্বোপরি তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ-

'কুরবানীর পশুর গোশত আর রক্ত আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছে না, তোমাদের হৃদয়ের তাক্বওয়াই কেবল তার নিকটে পৌঁছে থাকে' (হজ্জ ৩৭)।

অতএব আসুন! ইবরাহীমী ত্যাগের দৃষ্টান্তগুলি মনে রেখে তাক্বওয়া ও পরহেযগারী অর্জন করে আমরাও বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির মাধ্যমে আমাদের পরকালীন জীবনকে সুখময় করে তুলি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!!

---

২৫. ঐ, পৃঃ ৪-৫, গৃহীতঃ মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯।
২৬. ঐ, পৃঃ ১০; গৃহীতঃ সুবুলুস সালাম ৪/১৭৭; মির'আৎ ২/৩৫১।
* তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি অথবা বর্শা উটের গলদেশে বক্ষের দিকে বিশেষ স্থানে খোঁচা মারতে হয়। যাতে রক্তপাতের ফলে নিস্তেজ হয়ে সে ভূমিতে পতিত হয়। নহর করার পর যবেহ করার কোন প্রয়োজন নেই।
২৭. ফিকহুস সুন্নাহ ১/৫৩৩-৩৪।
২৮. ঐ, গৃহীতঃ মুগনী (বৈরুতঃ তাবি)১১/১১৭।
২৯. ঐ, গৃহীতঃ মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, নায়ল ৬/২৪৯।
৩০. বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী সুবুলুস সালাম (দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ ১৯৮৮) ৪/১৭৯, বাবুল আযাহী।
৩১. মুসলিম, ফিকহুন ইসলামী ৩/৬৩২ টীকা।
৩২. মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ১২, গৃহীতঃ মুগনী ১১/১১০।
৩৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৪০।
৩৪. বায়হাক্বী; মির'আৎ ২/৩৩৮।
৩৫. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৪৭৩।

রাজশাহী থাই এ্যালুমিনিয়াম এ্যান্ড গ্লাস সেন্টার।

এজেন্টঃ কাই বাংলাদেশ এ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড

(দেশী-বিদেশী এ্যালুমিনিয়াম এবং কাঁচ খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা)

- এ্যালুমিনিয়াম জানালা, দরজা, পার্টিশান।
- ফল্‌সসিলিং, অল-সোকেস, কাউন্টার।
- মোজাইক কাঁচ, বেসিনের কাঁচ, লুকিং গ্লাস।
- এ্যালুমিনিয়ামের যাবতীয় ফিটিং।
- পর্দার রেল ইত্যাদি প্রস্তুতকারী ও বিক্রেতা।

বিল সিমলা, গ্রেটাররোড, রাজশাহী।

http://islaminonesite.wordpress.com

কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল

মূল (আরবী)ঃ আলী খাশান
অনুবাদঃ মুযযাম্মিল আলী*

(শেষ কিস্তি)

সন্দেহ ও তার জবাবঃ

গোঁড়া মাযহাবীদের কয়েকটি সন্দেহের মধ্যে একটি সন্দেহ হ'ল- হাদীছ মানসূখ হওয়ার আশংকা। কিন্তু একটি প্রশ্ন তাদের এ সন্দেহকে দ্রুত অপনোদন করে দেয়। তা হ'ল- যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, আচ্ছা বলুনতো! এই মানসূখ (রহিত) হাদীছের নাসেখটি (রহিতকারী) কোথায়?

তারা যা বলে সে বিষয়ে যদি একটু ভেবে দেখত! কেননা তাদের কথার অর্থ তো এই দাঁড়াচ্ছে যে, আমাদের সামনে যেসব হাদীছ বর্তমান রয়েছে, এর অধিকাংশই মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। কারণ, প্রত্যেক মাযহাবের মুক্বাল্লিদগণ মানসূখ হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে এমন অনেক হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন যেগুলো দ্বারা অপর মাযহাবের অনুসারীরা দলীল পেশ করে থাকে। (মজার কথা হচ্ছে) তারা সে সব হাদীছের নাসেখ (মানসূখকারী) উল্লেখ করে না।

প্রিয় পাঠক! ভেবে দেখুন, আসলে ব্যাপারটা কি? আল্লাহর জন্যই ইমাম শাফেঈ (রঃ)-এর সকল সৌন্দর্য নিবেদিত, যিনি তাদের এ কথা এবং তাদের এ ধারণার অনিষ্টতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়ে তাঁর 'আর-রিসালাহ' নামক গ্রন্থের 'নাসেখ-মানসূখ' অধ্যায়ে এ জাতীয় সন্দেহের উপযুক্ত জবাব দান করেছেন। এ অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকলেরই তা অধ্যয়ন করা উচিত।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের অবস্থা এমন যে, অপর সুন্নাত (হাদীছ) ব্যতীত অন্য কিছু তাকে মানসূখ করতে পারেনা। আল্লাহ তা'আলা যদি রাসূল (ছাঃ) প্রবর্তিত কোন সুন্নাতের বিপরীতে কোন নতুন সুন্নাতের প্রবর্তন করেন, তবে রাসূল (ছাঃ) স্বভাবতই সে ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক তাকে দেয় নতুন সুন্নাতের প্রবর্তন করবেন। যাতে তিনি এ নতুন সুন্নাত প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণকে বিষয়টি পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হন যে, তাঁর নিকট ইতিপূর্বে আগত সুন্নাতের বিপরীতে নাসিখ বা রহিতকারী সুন্নাত রয়েছে। আর রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছেও এ ধরণের নাসেখ-মানসূখ বিদ্যমান।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কুরআনের এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াত মানসূখ হ'তে পারে, এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি। কারণ কুরআনের সমতুল্য অন্য কিছু নেই। অনুরূপ সুন্নাহ দ্বারা সুন্নাহ মানসূখ হ'তে কোন বাধা থাকবে কেন?

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ কর্তৃক মানুষের উপর রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশের অনুসরণ করা ফরয হওয়ার ব্যাপারে আমি ইতিপূর্বে যা বর্ণনা করেছি, তাতে একথার প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সুন্নাতের অনুসরণ করল, সে যেন আল্লাহ্‌র কিতাবের অনুসরণ করল। আর আমরাতো একমাত্র আল্লাহ্‌র কিতাব অতঃপর তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ব্যতীত এমন কোন কিছুর সংবাদ পাইনা, যার অনুসরণ করা আল্লাহ প্রকাশ্য 'নছ' দ্বারা তাঁর সৃষ্টির প্রতি যরূরী করে দিয়েছেন।

অতএব, সুন্নাতের অবস্থা যখন এই দাঁড়াল, যেমনটি আমি বর্ণনা করলাম যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যকার কোন সৃষ্টির কথার সাথে এর কোন সাদৃশ্য নেই। সুতরাং এটাকে এর সমতুল্য অন্য কিছু ব্যতীত মানসূখ করতে পারে না। আর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ব্যতীত অন্য কিছুই এর সমতুল্য নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের (ছাঃ) জন্য যে মর্যাদা দিয়েছেন সে মর্যাদাতো অপর কোন ব্যক্তিকে দেননি। বরং তিনি তাঁর সৃষ্টিকূলের উপর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা ফরয করে দিয়েছেন। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টিকূল তাঁরই অনুগত। আর অনুসরণকারীর উপর যা কিছুর অনুসরণ ফরয করা হয়েছে, তার পক্ষে এর বিরোধিতা করার কোন অধিকার নেই। অনুরূপভাবে তিনি এই সুন্নাতের অংশবিশেষ মানসূখ করারও অধিকার রাখেন না।

যদি সেই প্রশ্নকারী বলেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর এমন কোন সুন্নাত আছে কি, যা মানসূখ হয়ে গেছে, অথচ এর রহিতকারী সুন্নাতের বর্ণনা আসেনি?

এ জাতীয় প্রশ্নের জবাবে আমি বলব, না। এ ধরণের কোন সুন্নাত থাকার সম্ভাবনা নেই। মানসূখ ও ফরযটা বহাল থাকবে আর নাসিখটা পরিত্যাক্ত হবে এমন হ'তে পারে না। যদি এমন হ'ত, তবে সমস্ত সুন্নাতই মানুষের হাতছাড়া হয়ে যেত এই বলে যে, হয়ত বা তা রহিত হয়ে গেছে। অথচ নিয়ম হ'ল- কোন একটি ফরযের স্থলে অপর একটি ফরয প্রতিষ্ঠিত না করে সে ফরযকে মানসূখ করা হয় না। যেমন 'বায়তুল মাক্বদিস'-এর ক্বিবলাকে মানসূখ করে এর স্থলে 'কা'বা শরীফ'কে ক্বিবলা করা হ'ল। প্রকৃতপক্ষে কিতাব ও সুন্নাতের প্রতিটি মানসূখই এমন। (অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাতের কোন হুকুম মানসূখ হ'লে এর স্থলে অপর একটি হুকুম প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে)।

'আর-রিসালাহ' গ্রন্থের সম্পাদক আল্লামা আহমাদ শাকির বলেন, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করা অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে যেসব

* সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

http://islaminonesite.wordpress.com

দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, কোন অনুসরণকারীর প্রতি যা অনুসরণ করা ফরয করা হয়েছে এবং সেগুলোর বিরোধিতা করার কোন অধিকার না থাকার ব্যাপারে যা বলেছেন এবং যে ব্যক্তির উপর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করা অপরিহার্য তারপক্ষে এর বিরোধিতা করার যোগ্যতা না থাকার ব্যাপারে যা কিছু বলেছেন, সেসব কথাগুলোর প্রতি তাক্বলীদ পন্থীদের দৃষ্টি দেয়া উচিত। তাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিদের তাক্বলীদ করতে গিয়ে ছহীহ হাদীছের বিরোধিতা করার সময় নিজেদের ওযর পেশ করে তারা যে বলেন, 'হ'তে পারে এইসব হাদীছ মানসূখ হয়ে গেছে অথবা অন্যান্য সুন্নাতের সাথে এগুলোর বিরোধ রয়েছে' এ কথা বলার ক্ষেত্রেও তাদের সাবধান হওয়া উচিত। বস্তুতঃ ইমাম শাফেঈ (রঃ) জ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের মাঝে এর অশুভ প্রভাব প্রতিফলিত হওয়ার ব্যাপারেই আশংকাবোধ করেছিলেন। কেননা এমন চিন্তাধারা বাস্তবে সঠিক বলে প্রমাণিত হ'লে সুন্নাহ সমূহ মানুষের হাতছাড়া হয়ে যেত।

বর্তমান যুগে তাক্বলীদের অশুভ প্রভাবে যা সংঘঠিত হচ্ছে, সেদিকেও তাক্বলীদ পন্থীদের নযর দেয়া উচিত। ইউরোপ থেকে ধার করা ইসলামের দলীল বহির্ভূত এমন সব কায়দা-কানূন প্রবর্তন করা হয়েছে যে, অবস্থা দৃশ্যে মনে হয় মুসলমানদের বিবেক-বুদ্ধি যেন অচিরেই তা হজম করে ফেলবে। তারা পারস্পরিক লেন-দেন ও যাবতীয় বিষয়ে নিজেদের ধর্মের কায়দা-কানূনের উপর সেগুলোকে স্থান দিবে। এমনকি আশংকা হয় যে, তারা এভাবে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। তাক্বলীদের অশুভ প্রভাবের ফল এটাও যে, কিছু সংখ্যক লোক নিজেদেরকে ধর্মীয় মুজাদ্দিদ হিসাবে ভাবতে লাগল এবং নিজেদেরকে সুন্নাত মানসূখকারীর স্থানে অধিষ্ঠিত করে বসল। অতঃপর তাদের বুদ্ধি ও চিন্তার আলোকে মানুষের জন্য যা উপযোগী মনে করল সে অনুযায়ী কুরআনের তা'বীল করতে আরম্ভ করল। তাদের এ অবস্থা দেখে আমার আশংকা হয় যে, তারা একবাক্যে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ই আমাদের একমাত্র সহায় ও শক্তি।

সমসাময়িক কতিপয় ব্যক্তিবর্গের অবস্থান

কিছু সংখ্যক সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ বিশেষতঃ যারা জনস্বার্থ ও আইন প্রণয়নের কাজে জড়িত, তারা হুকুম সমূহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ক্ষেত্রে বাতিলের দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা প্রত্যেক সমস্যাতে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করেন না। মাযহাব সমূহের উক্তিগুলোর মধ্য থেকে যা উপকার সাধনে সক্ষম বলে তারা মনে করেন, কেবল সে উক্তিটাকে কোন প্রকার দলীলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই বেছে নেন। তারা ভাবেন যে, তারা উত্তম কাজ করলেন এবং একাজের মাধ্যমেই মাযহাবী গোঁড়ামী থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। অথচ তারা বুঝতে পারেননা যে, এতে তারা খেয়াল-খুশীর অনুসরণকারী হচ্ছেন এবং এমন মারাত্মক ভুলের মাঝে নিমজ্জিত হচ্ছেন, যা মাযহাবী গোঁড়ামীর ভুলের চেয়েও অধিক মারাত্মক। কেননা তারাতো নিজেদের ধারণা বা শরীয়তের দেয়া শিথিলতার অনুসরণের আলোকে যা উপযুক্ত ভেবে থাকেন, তারই অনুসরণ করে হুকুমের ভিত্তি স্থাপন করেন। অর্থাৎ কোন দলীলের অনুসরণ না করে তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে হুকুমের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাদের প্রবৃত্তি যা চায়, তারই তাক্বলীদ করেন।

অথচ তাদের কর্তব্য ছিল তাক্বলীদ পরিহার করে সমস্যার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুমের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া। তাদের আরো কর্তব্য ছিল, সর্বপ্রকার মাযহাব পরিত্যাগ করে প্রমাণ ভিত্তিক আল্লাহ ও রাসূলের একমাত্র দ্বীন গ্রহণ করা। তাদের জন্য তো ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলাম ত্যাগ করা এবং তথাকথিত জনস্বার্থের অনুসরণ করা বৈধ নয়। কুরআন, সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ ক্বিয়াসের দলীলের ভিত্তিতে ইমামদের বিভিন্ন কথার মধ্যে একটিকে অগ্রাধিকার প্রদানে যখন তারা সক্ষম নয়, তখন তাদের আল্লাহ্র বিধানকে তথাকথিত জনস্বার্থের অনুগামী করাও উচিত নয়। কেননা এতে প্রবৃত্তি ও বাতিল রায়ের অনুসরণ করা হয়।

আল্লামা সুহনূন (আল-মালিকী) বলেন, অনেক মাসআলা আমার জানা আছে, যার মধ্যে এমনও কিছু বিষয় আছে যেগুলোতে আট জন ইমামের আট ধরণের অভিমত রয়েছে। সুতরাং এ জাতীয় সমস্যায় হাদীছ না দেখে তড়িঘড়ি করে জবাব দেয়া আমার পক্ষে কি করে সম্ভব হ'তে পারে? আর জবাব দিতে দেরী করার কারণে আমি সমালোচিতইবা হব কেন?[১] কাজেই প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে কেবলমাত্র দলীলের অনুসরণ করেই বিবদমান উক্তিগুলোর মধ্যে কোনটি সর্বাধিক ছহীহ তা না জানা পর্যন্ত জবাব দানে তড়িঘড়ি করা যাবে না।

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম তাঁর 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন' গ্রন্থে যে মতামত দলীল বিরোধী হয় অথবা গৃহীত হওয়ার পক্ষে কোন দলীল প্রমাণ পাওয়া যায় না, এমন ধরণের মতামত দ্বারা ফৎওয়া প্রদান করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একটি অধ্যায়ই রচনা করেছেন।[২] তিনি তাতে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর তারা যদি আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহ'লে আপনি জেনে রাখবেন তারাতো কেবল নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্র হিদায়াত অমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে হ'তে পারে? আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না' (ক্বাছাছ ৫০)। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অনুসরণের বিষয়টিকে মোট দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এখানে তৃতীয় কোন ভাগ নেই। হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করতে হবে নতুবা প্রবৃত্তির

১. ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬।
২. ঐ, পৃঃ ৪৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

অনুসরণ করতে হবে। আর রাসূল (ছাঃ) যা কিছু নিয়ে আসেননি, তা-তো প্রবৃত্তিরই অন্তর্গত।

আল্লাহ বলেন, 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সত্যের দ্বারা সুবিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। কেননা তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। যারা আল্লাহ্র পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কেননা তারা বিচার দিবসকে ভুলে যায়' (ছাদ ২৬১)। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিচারের পন্থাকে সত্য এবং প্রবৃত্তির অনুসরণের মাঝে ভাগ করে দিয়েছেন। সত্য হচ্ছে সেই ঐশী বাণী, যা আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। আর প্রবৃত্তি হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'অতঃপর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর, সুতরাং আপনি এর অনুসরণ করুন, অজ্ঞদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আল্লাহ্র মোকাবেলায় এরা আপনার কোনই উপকার সাধন করতে পারবে না। সীমালংঘনকারীরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ হ'লেন মুত্তাক্বীদের অভিভাবক' (জাছিয়া ১৭-১৮)। এ আয়াত দু'টিতে আল্লাহ তা'আলা যে শরীয়তের উপর তাঁর নবী (ছাঃ)-কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও তাঁর প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছেন এবং যা পালন করার জন্য রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতদের নির্দেশ করেছেন, সেই শরীয়তের অনুসরণ করা আর অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন। অতঃপর প্রথমটি অনুসরণের নির্দেশ করেছেন এবং দ্বিতীয়টির অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তা ব্যতীত অন্য কোন অভিভাবকের অনুসরণ কর না, তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক' (আ'রাফ ৩)।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে কেবল মাত্র তার-ই অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ করেছেন। আর জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এ ব্যতীত অন্য কিছুর অনুসরণ করল, বস্তুতঃ সে অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করল।

ইবনুল ক্বাইয়িম তাঁর 'ই'লাম' গ্রন্থে আরো বলেন, মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা সম্মিলিতভাবে অথবা একক্ভাবে রাসূল (ছাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছুকে বিচারক নিয়োগ করল, তারা প্রকৃতপক্ষে তাগূতকেই বিচারক নিযুক্ত করল এবং তার নিকটই পরস্পরের ফায়ছালার দায়িত্ব অর্পন করল। আর তাগূত হ'ল সেই সব উপাস্য, (অনুসরণীয় ও মান্যকর ব্যক্তিবর্গ) যাদের দ্বারা বান্দা তার নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে। সুতরাং প্রত্যেক জাতির তাগূত হ'ল সে-ই যার নিকট তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত ফায়ছালার জন্য গমন করে অথবা আল্লাহ ব্যতীত তারা যার উপাসনা করে অথবা আল্লাহ্র দেয়া সজ্ঞান বিশ্বাস ছাড়াই তারা যার অনুসরণ করে কিংবা তারা যার আনুগত্য করে এমন সব ক্ষেত্রে যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র আনুগত্য কি-না তা তারা জানেনা...।[৩]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এসব লোকদের ব্যাপারে সংবাদ দেন যে, যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে দিকে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে এসো, তখন তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেয় না। আর-তারা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুম ব্যতীত অন্যের হুকুমের প্রতি সন্তুষ্ট থেকে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি প্রদানে ভীতি প্রদর্শন করে বলেছেন যে, রাসূল (ছাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা থেকে তাদের বিমুখ থাকা, গায়রুল্লাহ্কে বিচারক মানা ও তার নিকট বিচার প্রার্থনা করার কারণে যখন তাদের বিচার-বুদ্ধি, ধর্মবিশ্বাস, চক্ষু ও সম্পদে বিপদ পতিত হয়, (যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি জেনে রাখুন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কোন কোন অপরাধের কারণে শাস্তি দিতে চান (মায়েদাহ ৪৯) তখন তারা এই বলে ওযর পেশ করে যে, তারাতো আসলে কল্যাণ সাধন ও সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছিল। অর্থাৎ এমন কাজের দ্বারা সামঞ্জস্য বিধান চেয়েছিল, যা উভয় দলকেই সন্তুষ্ট করে দেয় এবং উভয়ের মাঝে একটি সমঝোতার সৃষ্টি হয়। যেমনটি করে থাকেন সেই ব্যক্তি, যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর বিধান এবং এর বিপরীত বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে আইনের প্রয়াস পান এবং মনে করেন যে, তিনি এর দ্বারা একটি উত্তম কাজ করেছেন এবং সমাজ সংস্কারক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। অথচ ঈমানের দাবী হচ্ছে, রাসূল (ছাঃ) যে শিক্ষা এনেছেন তার মধ্যে এবং তার বিপরীত বিধানের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা। এ দু'য়ের মাঝে কোন সমঝোতা বিধান নয়। আল্লাহ্ই সব ক্ষমতার মালিক।

ইবনুল ক্বাইয়িম আরো বলেন, একজন মুফতী ও একজন বিচারকের দু'ধরনের উপলব্ধি ও মেধা অর্জন করা ব্যতীত সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার করা সম্ভব নয়। প্রথম প্রকার হ'ল, বাস্তব ঘটনা উপলব্ধি করা, সে বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করা এবং আসলে কি ঘটনা ঘটেছে তা পারিপার্শ্বিক আকার-ইঙ্গিত ও নিদর্শন দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করে প্রকৃত ঘটনা বের করা। যাতে আসল ঘটনার পরিপূর্ণ জ্ঞান তার আয়ত্বে আনা সম্ভব হয়।[৪]

দ্বিতীয় প্রকার হ'ল বাস্তবে কি করনীয় তা উপলব্ধি করা। আর তা হচ্ছে যে নির্দেশ আল্লাহ তাঁর কিতাবে অথবা রাসূলের যবানীতে তার হাদীছে দিয়েছেন তা জানা।

৩. ঐ, পৃঃ ৫৩।
৪. ঐ, পৃঃ ৯৪।

http://islaminonesite.wordpress.com

অতঃপর বিচারকের কাজ হবে এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা। যিনি এ কাজে তার সমস্ত শক্তি ও প্রয়াস প্রয়োগ করবেন তিনি দু'টি বা একটি নেকী থেকে বঞ্চিত হবেন না। প্রকৃত জ্ঞানী তো তিনি, যিনি বাস্তব ঘটনাকে অনুধাবন করেন এবং এ সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীছের নির্দেশকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যেমনভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সাক্ষী তাঁর পশ্চাত দিকের জামা ছিন্ন হওয়ায় তার নিষ্কলুষতা ও সততা অনুধাবন করে প্রকৃত ঘটনায় উপনীত হ'তে পেরেছিলেন। হযরত সুলায়মান (আঃ) 'আমাকে একটি ছুরি দাও, যাতে তোমাদের মাঝে আমি সন্তানটি ভাগ করে দিতে পারি' এ কথার দ্বারা সন্তানের প্রকৃত মা কে? জানতে পেরেছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) হাতিবের গোপন চিঠি বহনকারীনী মহিলা ধরা পড়ে চিঠির কথা অস্বীকার করলে 'তুমি চিঠিটা বের করে দাও, নইলে তোমাকে বিবস্ত্র করে ছাড়ব' এ কথা দ্বারা তার নিকট থেকে গোপন চিঠি বের করেছিলেন।

যিনি এরূপ প্রখর বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন না হয়ে মামলার নিষ্পত্তি অন্য পন্থা অবলম্বন করে করে করতে যাবেন, তিনি মানুষের অধিকার নষ্ট করবেন। বিচারকের সুষ্ঠু ন্যায়-বিচারের জন্য আল্লাহ্র প্রেরিত মহানবী (ছাঃ)-এর শরীয়তের সঙ্গে মামলা সম্পৃক্ত করে দিবেন। সুতরাং সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাক্বলীদ কত ভয়াবহ ও অসার।

আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের অন্তরে সরল ও সঠিক পথের ইলহাম দান করেন। আমরা যেন রাসূল (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে পারি। আমাদেরকে যেন সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা সেই সুন্নাতকে হাতে-দাঁতে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। যেভাবে আঁকড়ে ধরার জন্য রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অচিরেই বহু মত ও পথ দেখতে পাবে, এমতাবস্থায় তোমাদের একান্ত কর্তব্য হবে আমার সুন্নাত ও আমার হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। আর সাবধান! ধর্মের মাঝে নতুন কিছু আবিষ্কার করা থেকে তোমরা সতর্ক থাকবে। কেননা ধর্মে প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বস্তু মাত্রই বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।[৫]

অতএব মুসলিম ভাই সকল! চিন্তা করুন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরুন! আর সুন্নাতের বিপরীত কথা ও আমল বর্জন করুন।

/সমাপ্ত/

৫. আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ।

অংকন টেক্সটাইল

সুতি প্রিন্ট, জামদানী, কাতান, কুমিল্লা সিল্ক, টাংগাইল, টু পিস, থ্রি পিস ইত্যাদি খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

জামাল সুপার মার্কেট
দ্বিতীয় তলা
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রকাশনাকে জানাই
আন্তরিক শুভেচ্ছা
মুক্তি ক্লিনিক
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

http://islaminonesite.wordpress.com

দাড়ি কামানো হারাম

মূলঃ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল-'আছেমী আল-হাম্বলী

*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আবদুল মালেক**

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি একক। যাঁর কোন শরীক নেই। করুণা ও শান্তি বর্ষিত হৌক তাঁর উপর, যাঁর পর কোন নবী নেই।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁদের ছহীহ গ্রন্থে এবং অন্যান্যরা আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ، وَفِّرُوا اللُّحى وَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ –

'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর। দাড়ি পূর্ণরূপে রাখ এবং গোঁফ খুব ছোট করে ছাঁট'।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে আরও বর্ণনা করেন, أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللُّحى

'তোমরা গোঁফ খুব ছোট করে ছাঁট এবং দাড়ি পূর্ণরূপে ছেড়ে দাও'।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللُّحى – 'তোমরা গোঁফ যথাসাধ্য ছোট করে ছাঁট এবং দাড়ি পূর্ণরূপে ছেড়ে দাও'।

দুই গণ্ডদেশ ও চিবুকের উপর যে লোম গজায় তাকে দাড়ি বলা হয়। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, وَفِّرُوْا (ওয়াফফিরূ) শব্দটির "ف" বর্ণে তাশদীদ। উহা تَوْفِيْر (তাওফীরুন) থেকে নির্গত। تَوْفِيْرٌ অর্থ اَلْإِبْقَاءُ (আল-ইবক্বাউ) বা বিদ্যমান রাখা। অর্থাৎ তোমরা উহা পূর্ণরূপে রেখে দাও। আর إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ (ই'ফাউল লিহইয়াতি)-এর অর্থ تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا 'দাড়িকে যথাবস্থায় ছেড়ে দেয়া'।

মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, إِنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ يُعْفُوْنَ شَوَارِبَهُمْ وَ يُحْفُوْنَ لُحَاهُمْ فَخَالِفُوْهُمْ فَأَعْفُوا اللُّحى وَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ –

'নিশ্চয়ই মুশরিকরা তাদের গোঁফ পূর্ণরূপে রেখে দেয় এবং দাড়ি যথাসাধ্য ছোট করে ছাঁটে। সুতরাং তোমরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে দাড়ি পূর্ণরূপে রাখ এবং গোঁফ খুব ছোট করে ছাঁট'। হাদীছটি বায্‌যার হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, خَالِفُوا الْمَجُوْسَ। 'তোমরা অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধাচরণ কর'।

অগ্নিপূজকরা দাড়ি ছেঁটে ফেলে এবং গোঁফ লম্বা বা দীর্ঘায়িত করে।

ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে ইবনে হিব্বানের বর্ণনায় এসেছে,

ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمَجُوْسَ فَقَالَ إِنَّهُمْ يُوَفِّرُوْنَ سِبَالَهُمْ وَ يَحْلِقُوْنَ لِحَاهُمْ فَخَالِفُوْهُمْ –

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অগ্নিপূজকদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তারা তাদের গোঁফ পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয় এবং দাড়ি কামিয়ে ফেলে। সুতরাং তোমরা তাদের বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন কর'।

ইবনে ওমর (রাঃ) এ জন্য তাঁর গোঁফ যথাসাধ্য ছোট করে ছেঁটে রাখতেন।

ইমাম ইবনে হিব্বান আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مِنْ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ إِعْفَاءُ اللُّحى، فَإِنَّ الْمَجُوْسَ تُعْفِيْ شَوَارِبَهَا وَ تُحْفِيْ لِحَاهَا فَخَالِفُوْهُمْ خُذُوْا شَوَارِبَكُمْ وَ أَعْفُوْا لِحَاكُمْ –

'গোঁফ কাটা ও দাড়ি পূর্ণরূপে রাখা ইসলামের স্বভাবভুক্ত। অগ্নিপূজকরা তাদের গোঁফ পূর্ণরূপে রাখে এবং দাড়ি খুব ছোট করে ছেঁটে ফেলে। সুতরাং তোমরা তাদের বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন কর। তোমরা তোমাদের গোঁফ কাট এবং দাড়ি পূর্ণরূপে ছেড়ে দাও'।

ছহীহ মুসলিম শরীফে ইবনে ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

أُمِرْنَا بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ –

'আমাদিগকে গোঁফ যথাসাধ্য ছোট করে ছাঁটতে ও দাড়ি পূর্ণরূপে রেখে দিতে আদেশ করা হয়েছে'।

ছহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন,

* শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

http://islaminonesite.wordpress.com

جُزُّوْا الشَّوَارِبَ وَ أَرْخُوا اللُّحى –

'তোমরা গোঁফ কাট এবং দাড়ি লম্বা কর'।

جُزُّوْا (জুয্যু) শব্দের অর্থ قُصُّوْا অর্থাৎ তোমরা কাঁচি ইত্যাদি দ্বারা কাট এবং أَرْخُوْا (আরখূ) শব্দের অর্থ أَطِيْلُوْا (আত্বীলূ) তোমরা লম্বা কর, দীর্ঘায়িত কর। এই হাদীছটি কেউ কেউ أَرْخُوْا এর স্থলে أَرْجُوْا শব্দে বর্ণনা করেছেন। أَرْجُوْا (আরজূ) শব্দের অর্থ أُتْرُكُوْا (উতরুকূ) 'তোমরা ছেড়ে দাও'।

যে সকল বর্ণনায় قُصُّوْا (কুছ্ছূ) শব্দ আছে তা إِحْفَاءُ (ইহফা)-এর পরিপন্থী নয়। কেননা إِحْفَاءُ এর বর্ণনা বুখারী-মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে এবং তা গোঁফ কাটার মর্মার্থ পরিষ্কার করে দিয়েছে। অর্থাৎ গোঁফ যথাসাধ্য খুব ছোট করে ছাঁটতে হবে। অতএব قُصُّوْا (কুছ্ছূ) -এর অর্থও 'ছোট করে ছাঁটা' গ্রহণ করতে হবে। আর দাড়ি সম্বন্ধে এক বর্ণনায় এসেছে أَوْفُوا اللُّحى অর্থাৎ أُتْرُكُوْهَا وَافِيَةً 'তোমরা উহা সম্পূর্ণ ছেড়ে দাও'।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন, দাড়ি কামানো হারাম। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেছেন, দাড়ি কামানো, তুলে ফেলা ও ছাঁটা জায়েয নয়। আবু মুহাম্মাদ ইবনু হাযম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, গোঁফ ছাটা ও দাড়ি পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়া ফরয বলে আলিমগণ ইজমা করেছেন। তিনি প্রমাণ স্বরূপ ইবনে ওমর (রাঃ) ও যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) বর্ণিত দু'টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যথা-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللُّحى – 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর, গোঁফ খুব ছোট কর এবং দাড়ি পূর্ণমাত্রায় রাখ'।

مَنْ لَّمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا –

'যে ব্যক্তি তার গোঁফ কাটে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'। ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে ছহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। اَلْفُرُوْعُ (আল-ফুরূ') গ্রন্থে আছে, আমাদের আলেমদের মতে হাদীছের এই ভাষা হারামকে নির্দেশ করে। أَلْإِقْنَاعُ (আল-ইক্বনা) গ্রন্থে আছে, দাড়ি কামানো হারাম।

ত্বাবরাণী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ مَثَّلَ بِالشَّعْرِ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَلَاقٌ

'যে ব্যক্তি লোম দ্বারা চেহারা বিকৃত করে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তার কল্যাণমূলক কোনই অংশ নেই'।

আল্লামা যামাখশারী বলেছেন, مَثَّلَ (মাছ্ছালা) অর্থ صَيَّرَهُ مُثْلَةً 'সে উহাকে বিকৃত করেছে'। অর্থাৎ গণ্ডদেশ থেকে লোম তুলে ফেলেছে অথবা মুণ্ডন করেছে, কিংবা কালো রঙ দ্বারা রঞ্জিত করেছে।

নেহায়া গ্রন্থে আছে, مَثَّلَ بِالشَّعْرِ অর্থ خَلَقَهُ مِنَ الْخُدُوْدِ 'সে গণ্ডদেশ থেকে লোম কামিয়ে ফেলেছে'। অর্থাৎ লোম বা চুল তুলে ফেলা অথবা কালো রঙ দ্বারা রঞ্জিত করা বলেও কথিত আছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَعْفُوا اللُّحى وَجُزُّوا الشَّوَارِبَ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارى– 'তোমরা দাড়ি পূর্ণরূপে রাখ এবং গোঁফ কাট। ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য বজায় রেখ না'।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বায্যার উদ্ধৃত একটি মারফূ' হাদীছে এসেছে, لَا تَشَبَّهُوْا بِالْأَعَاجِمِ، أَعْفُوا اللُّحى 'তোমরা অনারবদের কাজের সাথে সাদৃশ্য রেখ না। দাড়ি পূর্ণরূপে রাখ'।

আবুদাঊদ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির (রীতি-আদর্শের) সাথে সাদৃশ্য বজায় রেখে চলে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়'।

আমর বিন শু'আইব -এর মাধ্যমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্র ধরে আবুদাঊদ (রহঃ) আরেকটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَ لَا بِالنَّصَارى 'যে আমাদের ছাড়া অন্যদের রীতি-আদর্শের সাথে সাদৃশ্য রাখে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য রেখ না এবং খৃষ্টানদের সাথেও না'।

এসব হাদীছের প্রেক্ষিতে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন, তাদের (অমুসলিমদের রীতি-নীতির) বিরুদ্ধাচরণ শরীয়ত প্রণেতার একটি কাঙ্খিত বিষয়। কেননা, কারো রীতি-আদর্শের সাথে বাহ্যিক সাদৃশ্য রেখে চললে, মানুষের মনের ভেতরে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, ভালবাসা

http://islaminonesite.wordpress.com

ও মৈত্রী গড়ে ওঠে। আর এই অভ্যন্তরীন ভালবাসাই মূলতঃ বাহ্যিক সাদৃশ্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতা প্রসূত সত্য।

তিনি আরও বলেছেন, আমাদের শরীয়তভুক্ত নয় এমন বিষয়সমূহে তাদের সাথে সাদৃশ্য রাখা শরীয়তী দলীলের বিচারে ক্ষেত্র বিশেষে হারাম থেকে নিয়ে কবীরা গুনাহ। এমনকি কখনও কুফরের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তিনি আরও বলেন, কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা সাধারণভাবে কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণের নির্দেশ প্রদান করে ও তাদের সাথে সাদৃশ্য রাখার নিষেধের কথা বলে। (কেননা এরূপ সাদৃশ্য হ'তে মুসলিম সমাজে অমুসলিমদের কৃষ্টি-আদর্শ ঢুকে পড়ে এবং মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করার ন্যায় অপরিসীম সুক্ষ্ম ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়)। আর যে বিষয় অপরিসীম সুক্ষ্ম ক্ষতির ধারণাকেন্দ্র বলে বিবেচিত, শরীয়তের হারাম সম্পর্কিত বিধান তার সঙ্গে যুক্ত ও আবর্তিত হয়।

সুতরাং বাহ্যিক ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করে চলাই চারিত্রিক দোষাবলী ও নিন্দনীয় কাজে তাদের অনুকরণের মাধ্যমে পরিণত হয়। এমনকি খোদ আক্বীদা-বিশ্বাসের উপরও এর বেপরোয়া প্রভাব পড়ে। সাদৃশ্য থেকে সৃষ্ট এই ক্ষতি কখনও কখনও বাহ্যিকভাবে ধরা পড়েনা। ধরা পড়লেও আবার সময় বিশেষে উহাকে দূর করা কষ্টসাধ্য, এমনকি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আর যা কিছুই এভাবে ফাসাদের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, শরীয়ত প্রণেতা তাকেই হারাম ঘোষণা করেছেন।

ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে,

مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوْتَ حُشِرَ مَعَهُمْ –

'যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গে আমৃত্যু সাদৃশ্য বজায় রাখবে, সে তাদের সাথেই হাশর ময়দানে উত্থিত হবে'।

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلاَ بِالنَّصَارى فَإِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَ تَسْلِيْمَ النَّصَارى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ – 'যে আমাদের ছাড়া অন্যদের (আদর্শ) অনুকরণ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদীদের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখ না। খৃষ্টানদের সাথেও না। কেননা, ইহুদীদের সালাম আঙ্গুলের ইশারার সাহায্যে প্রদান করা হয় এবং খৃষ্টানদের সালাম হস্ততালুর সাহায্যে দেয়া হয়।

ইমাম ত্বাবারাণী এতদসঙ্গে আরেকটু যুক্ত করেছেন,

وَ لاَ تَقُصُّوا النَّوَاصِيَ وَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللُّحى –

'আর তোমরা মাথার অগ্রভাগের চুল কেট না এবং গোঁফ খুব ছোট করে কাট ও দাড়ি পূর্ণরূপে ছেড়ে দাও'।

যিম্মিদের সাথে হযরত ওমর (রাঃ) যে সব শর্ত স্থির করেছিলেন তন্মধ্যে একটি ছিল যে, তারা তাদের মাথার অগ্রভাগের চুল মুণ্ডিয়ে ফেলবে, যাতে মুসলমানদের থেকে তাদের সহজেই পৃথক করা যায়। সুতরাং কোন মুসলমান আজও মাথার অগ্রভাগের চুল মুণ্ডন করলে সে তাদের সদৃশ হয়ে যাবে।

বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهى عَنِ الْقَزَعِ – 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাথার কিছু অংশ রেখে কিছু অংশ ন্যাড়া করতে নিষেধ করেছেন'।

মাথা কামানো প্রসঙ্গে ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِحْلِقْهُ كُلَّهُ أَوْ دَعْهُ 'হয় মাথা সম্পূর্ণ কামিয়ে ফেল নয় কামানো বাদ দাও' (আবুদাঊদ)।

যে সম্পূর্ণ মাথা ন্যাড়া করে না তার জন্য মাথার পিছন অংশ ন্যাড়া করা নিস্প্রয়োজনে জায়েয হবে না। কারণ, এটি অগ্নিপূজকদের কাজ। আর যে ব্যক্তি অন্য জাতির আমলের অনুকরণ করে সে তাদের একজন হয়ে যায়। ইবনু আসা-কির ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

حَلْقُ الْقَفَا مِنْ غَيْرِ حِجَامَةٍ مَجُوْسِيَةٌ

'শিঙ্গা লাগানো ব্যতীত এমনিতে মাথার পিছন দিক মুণ্ডন করা অগ্নিপূজকদের প্রতীক'।

অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং অমুসলিমদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করে বলেছেন, وَلاَ تَتَّبِعُوْا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَ ضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ – 'আর তোমরা এমন জাতির প্রবৃত্তির অনুসরণ করোনা যারা আগেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সোজা রাস্তা থেকে দূরে সরে গেছে' (মায়েদাহ ৭৭)।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন,

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِيْنَ –

'আর আপনার নিকট নিশ্চিত জ্ঞান আসার পরও যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন, তাহ'লে আপনি যালিমদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবেন' (বাক্বারাহ ১৪৫)।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, তাদের

http://islaminonesite.wordpress.com

অনুসরণের অর্থ হচ্ছে- যে সব কাজ তাদের ধর্মের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত সেগুলোর অনুসরণ করা। আর তাদের ধর্মীয় বিষয়ের অনুসরণে তাদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করা হয়।

ইবনু আবি শায়বা বর্ণনা করেছেন, জনৈক অগ্নিপূজক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসে। তার দাড়ি কামানো ও গোঁফ লম্বা ছিল। তা দেখে নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, এটা কি? সে বলল, এটা আমাদের ধর্ম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, وَلَكِنْ فِيْ دِيْنِنَا أَنْ نُحْفِيَ الشَّوَارِبَ وَ أَنْ نُعْفِيَ اللِّحْيَةَ 'কিন্তু আমাদের দ্বীনের বিধান হ'ল গোঁফ খুব ছোট করে ছাঁটা এবং দাড়ি পূর্ণরূপে রাখা'।

হারিছ বিন আবু উসামা ইয়াহইয়া বিন কাছীর হ'তে বর্ণনা করেছেন, লম্বা গোঁফ ও মুণ্ডিত শ্মশ্রুধারী এক অনারব মসজিদে নববীতে আগমণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দেখে বললেন, তোমাকে এ কাজ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে বলল, আমার প্রভু আমাকে এটা করতে আদেশ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أُوَفِّرَ لِحْيَتِيْ وَأُحْفِيَ شَارِبِيْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে দাড়ি পুরোপুরি লম্বা রাখতে এবং গোঁফ যথাসাধ্য ছোট করে ছাঁটতে আদেশ দিয়েছেন'।

ইবনু জারীর যায়েদ বিন হাবীব থেকে কিসরার দুই দূতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তারা দু'জন মুণ্ডিত দাড়ি ও লম্বা গোঁফ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছিল। তিনি তাদের প্রতি তাকাতে ঘৃণাবোধ করছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমাদের উপর ধ্বংস নেমে আসুক, কে তোমাদেরকে এ কাজ করতে আদেশ দিয়েছে? তারা বলল, আমাদের মালিক আদেশ দিয়েছেন। মালিক বলতে তারা কিসরাকে বুঝাচ্ছিল। তাদের কথার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কিন্তু আমার মালিক (আল্লাহ) আমাকে দাড়ি পুরোপুরি লম্বা রাখতে এবং গোঁফ কাটতে আদেশ দিয়েছেন।

ইমাম মুসলিম জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَثِيْرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘন দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন'। ওমর (রাঃ) থেকে তিরমিযী উদ্ধৃত বর্ণনায় كَثُّ اللِّحْيَةِ এসেছে। আরেক বর্ণনায় كَثِيْفَ اللِّحْيَةِ এসেছে। উভয় বর্ণনার অর্থ- তিনি ঘন দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَتْ لِحْيَتُهُ قَدْ مَلَأَتْ مِنْ هٰهُنَا إِلَى هٰهُنَا وَ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَى عَارِضَيْهِ 'তাঁর দাড়ি এখান থেকে এখান পর্যন্ত ভর্তি ছিল। তখন তিনি তাঁর হাত নিজ গণ্ডদ্বয়ের উপর বুলিয়ে দেখালেন'।

কোন কোন আলেম ইবনু ওমরেরর[১] আমলের উপর ভিত্তি করে এক মুষ্ঠির অতিরিক্ত দাড়ি ছেঁটে ফেলার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম তা মাকরূহ গণ্য করেছেন। মাকরূহ হওয়ার মতই বেশী স্পষ্ট ও জোরালো।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, দাড়িকে যথাবস্থায় ছেড়ে দেয়া এবং মোটেও না কাটা হ'ল স্বীকৃত মত।

খত্বীব বাগদাদী আবু সাঈদ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْ طُوْلِ لِحْيَتِهِ 'তোমাদের কেউ যেন তার দাড়ির লম্বা দিক হ'তে না ছাঁটে'।

দুররুল মুখতার গ্রন্থে আছে, এক মুষ্ঠি রেখে অবশিষ্ট দাড়ি ছেঁটে ফেলা পশ্চিমা কিছু লোক ও নারী বেশধারী পুরুষেরা করে থাকে, একে কেউ বৈধ বলেননি।

অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'রাসূল তোমাদেরকে যা করতে নির্দেশ করেন, তোমরা তা পালন কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক' (হাশর ৭)।

অন্যত্র আল্লাহ বরেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَ رَسُوْلَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ وَ لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ هُمْ لاَ يَسْمَعُوْنَ –

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা জেনে শুনে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। আর তোমরা তাদের মত হয়োনা যারা বলে, 'আমরা শুনেছি' অথচ তারা শোনেনা' (আনফাল ২০, ২১)।

সূরা নূরে আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ – 'সুতরাং যারা তাঁর (অর্থাৎ রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সতর্ক থাকা উচিত যে, তারা যে কোন বিপদের সম্মুখীন হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' (নূর ৬৩)।

আল্লাহ আরো বলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيْرًا– 'যার সামনে সঠিক পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূলের

১. *প্রমাণ তাঁর বর্ণনার মধ্যে; তাঁর রায়ের মধ্যে নয়। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা ও কাজ অন্যের কথা ও কাজের তুলনায় অনুসরণের বেশী হকদার ও উপযুক্ত, তা সে যে লোকই হোক না কেন।*

http://islaminonesite.wordpress.com

বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমরা তাকে সেই পথেরই অধিকারী করে দেব, যার পানে সে চলবে এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধীভূত করব। বাসস্থান হিসাবে উহা কত নিকৃষ্ট!' (নিসা ১১৫)।

আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে দাড়ি দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাদের একটি তাসবীহ হ'ল, سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللُّحَى 'সেই সত্ত্বা পবিত্র, যিনি পুরুষকে দাড়ি দ্বারা সুশোভিত করেছেন'। তামহীদ গ্রন্থে এসেছে, দাড়ি কামানো হারাম। নারী বেশধারী পুরুষ ছাড়া কেউ উহা করে না।

সুতরাং দাড়ি পুরুষের সৌন্দর্য ও তার সৃষ্টির পূর্ণতা। এর দ্বারাই আল্লাহ নারী থেকে পুরুষকে আলাদা করেছেন। ইহা পুরুষের পূর্ণতা লাভের স্মারক। প্রথম গজানোর সময় দাড়ি উপড়িয়ে ফেলা অজাত শ্মশ্রুর সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষার চেষ্টা বিধায় ইহা মহা অন্যায় ও পাপ হিসাবে গণ্য। অনুরূপভাবে দাড়ি কামানো, ছাঁটা কিংবা চুন দ্বারা দূরীভূত করা কঠিনতম অন্যায়, প্রকাশ্য অবাধ্যতা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ এবং নিষিদ্ধ বিষয়ে নিপতিত বলে বিবেচিত।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, দুই চোয়ালের লোম তুলে ফেলা বিদ'আত। এখানে ঠোঁটের নীচে যে ছোট দাড়ি গজায় তার বরাবর দু'পাশের লোমকে বুঝানো হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে এসেছিল। সে তার দু'চোয়ালের লোম উপড়িয়ে ফেলত। ফলে তিনি তার সাক্ষ্য রদ করে দেন। ওমর (রাঃ) ও মদীনার কাযী ইবনু আবি লায়লা দাড়ি তুলে ফেলা লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না।

ইমাম আবু শামা বলেছেন, 'নতুন একদল লোক আবির্ভূত হয়েছে, যারা দাড়ি কামিয়ে ফেলে। এদের অবস্থা অগ্নিপূজকদের থেকেও কঠিন। তারা তো দাড়ি ছেঁটে ছোট করে রাখে'। আল্লাহ আবু শামার উপর রহম করুন। তিনি তো তাঁর কালের কথা বলেছেন। কিন্তু বর্তমান কালে যারা দাড়ি কামিয়ে ফেলে, তাদের সংখ্যাধিক্য যদি তিনি দেখতেন তাহ'লে অবস্থাটি কিরূপ হ'ত? আর তাঁর মন্তব্যই বা কি দাঁড়াত? এই দুর্মুখদের হ'লটা কি? আল্লাহ এদের ধ্বংস করুক। এরা উল্টো কোন দিকে ফিরে যাচ্ছে। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছেন অথচ তারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে অগ্নিপূজক ও কাফিরদের অনুসরণ করে চলেছে।

আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমানদের সম্বোধন করে বলেছেন,

أَعْفُوا اللُّحَى 'তোমরা দাড়ি যথাবস্থায় রাখ'।

أَوْفُوا اللُّحَى 'তোমরা দাড়ি পূর্ণ হ'তে দাও'।

أَرْخُوا اللُّحَى 'তোমরা দাড়ি লম্বা কর'।

أَرْجُوا اللِّحَى 'তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও'।

وَفِّرُوا اللُّحَى 'তোমরা দাড়ি পূর্ণরূপে রেখে দাও'।

কিন্তু তারা তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করছে এবং ইচ্ছে করে দাড়ি কামাচ্ছে। তিনি তাদেরকে গোঁফ যথাসাধ্য ছোট করে কাটতে আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তারা গোঁফ লম্বা করে রাখছে। তারা মামলাটাই পাল্টিয়ে দিয়েছে এবং প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র আদেশ লঙ্ঘন করেছে, যেন আল্লাহ বনী আদমের সবচে মর্যাদাশালী ও সুন্দর অঙ্গ চেহারাকে যা দ্বারা সুশ্রী করেছেন তার অবর্তমানে উহা কুশ্রী হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءَ –

'যাকে তার মন্দ কাজ গুলো সুশোভিত করে দেখানো হয়, তারপর সেও সেগুলোকে ভাল মনে করে (সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে মন্দ কাজগুলোকে মন্দই মনে করে?) বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছে সঠিক পথে রাখেন' (ফাত্বির ৮)।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট মনের অন্ধত্ব, পাপাচারের ময়লা, দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও পরকালীন শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ ، وَ لَوْ عَلِمَ اللهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُوْنَ –

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জীব হ'ল মূক ও বধির, যারা কিছুই বোঝে না। আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে কোন মঙ্গল আছে বলে জানতেন তবে তাদেরকে শুনাতেন। আর যদি তাদের শুনাতেন তাহ'লে তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যেত' (আনফাল ২২, ২৩)।

এতটুকু আলোচনাই তার জন্য যথেষ্ট যার বুঝার মত মন আছে কিংবা কান পেতে শোনে আর চোখ দিয়ে দেখে।

مَنْ يَّهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا –

'আল্লাহ যাকে পথ দেখান বস্তুতঃ সে-ই পথ পায় আর যাকে তিনি পথ হারা করেন আপনি কখনই তার জন্য কোন অভিভাক ও দিশারী পাবেন না' (কাহফ ১৭)। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।।

http://islaminonesite.wordpress.com

ছাহাবা চরিত

হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)

*-মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সকল ছাহাবী ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য বুকের তাজা খুন ঝরিয়েছিলেন, বাতিলকে উৎখাতের জন্য জান-মাল নিয়ে শাহাদতের তামান্নায় জিহাদে শরীক হয়েছিলেন, এমনকি যারা ইসলামের জন্য জীবনোৎসর্গ করেছিলেন হযরত হামযাহ বিন আবদুল মুত্ত্বালিব ছিলেন সেসব ছাহাবীদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যেমন তিনি মহানবীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, ইসলাম গ্রহণের পরেও তেমনি তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে অত্যন্ত ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন।

হযরত হামযাহ (রাঃ) ছিলেন এক অকুতোভয় বীর সেনানী। বদর যুদ্ধে যার বীরত্বপূর্ণ রণনিপুণতা প্রত্যক্ষ করে কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল এবং মুসলমানদের বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন এমন এক বাহাদুর সৈনিক, যিনি সমর প্রান্তরে শত্রু সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে সামনে এগিয়ে যেতেন। শত্রু সৈন্যকে হত্যা করে তাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলতেন। ওহোদ যুদ্ধেও শাহাদতের পূর্বে তিনি যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, আজও তা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এই মহান ছাহাবীর জীবন চরিত এ প্রবন্ধে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ তাঁর নাম হামযাহ। পিতার নাম আব্দুল মুত্ত্বালিব। পূর্ণ বংশক্রম হ'ল- হামযাহ ইবনু আবদিল মুত্ত্বালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ। তাঁর মাতা ছিলেন হালাহ বিনতু উহাইব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যাহরাহ।[১] উহাইব ছিলেন নবী মাতা আমিনার চাচা। এদিক দিয়ে হালাহ ছিল আমিনার চাচাত বোন। এ কারণে মহানবী (ছাঃ) ও হামযাহ (রাঃ) খালাত ভাইও ছিলেন। আবু লাহাবের বাঁদী ছাওবিয়া বিশ্বনবী (ছাঃ) ও হামযাহ (রাঃ) কে দুধ পান করিয়েছেন। এ দিক দিয়ে তাঁরা পরস্পরের দুধ ভাই ছিলেন।[২] এছাড়া হযরত হামযাহ (রাঃ) প্রিয়নবীর পিতা আব্দুল্লাহ্‌র বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। এ সূত্রে তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর চাচা হ'তেন।[৩] তাঁর উপনাম ছিল আবু ইয়া'লা ও আবু 'আম্মারাহ।[৪] তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি হচ্ছে সাইয়েদুশ শুহাদা, আসাদুল্লাহ ও আসাদুর রাসূল।[৫]

জন্ম ও শৈশবঃ হযরত হামযার জন্মকাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তারিখ পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন জীবনী লেখক বলেন, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের দু'বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেউ বলেছেন, তিনি মহানবীর চার বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। এ হিসাবে তাঁর জন্ম সাল হবে ৬৬৬ বা ৬৬৮ খৃষ্টাব্দ।

হযরত হামযাহ (রাঃ)-এর শৈশবকাল সম্পর্কেও সুস্পষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, শৈশবকালেই অসি চালনা, তীরন্দাযী ও কুস্তিগীরির প্রতি তার ঝোঁক বেশি ছিল। সাথে সাথে আমোদ ভ্রমণ ও শিকারের প্রতি তাঁর উৎসাহ ছিল প্রবল।[৬]

যুবক বয়সে হযরত হামযাহ (রাঃ)ঃ যৌবনে হযরত হামযাহ (রাঃ) ছিলেন শৌর্য-বীর্য ও সুঠাম দেহের অধিকারী। কুরাইশদের মাঝে একজন বাহাদুর যুবক হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু গোত্র কলহে তিনি খুব কমই অংশ নিতেন। তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটত আমোদ ভ্রমণ ও শিকারে।[৭]

দাম্পত্য জীবনঃ হযরত হামযাহ (রাঃ) কয়েকটি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীদের নাম হ'লঃ (১) বিনতু লামতাহ বিন মালিক। তার পেটে ইয়া'লা এবং 'আমের এ দু'পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। (২) খাওলা বিনতু ক্বায়েস। তার গর্ভে জন্ম নিয়েছিল 'আম্মারাহ। (৩) সালমা বিনতু আমিস। তার পেটে উমামা নাম্নী এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। 'আম্মারা ও 'আমের উভয়েই নিঃসন্তান মারা যান। ইয়া'লার কয়েকটি সন্তান জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু তারা শৈশবেই মৃত্যুবরণ করে। উমামাহ্‌কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সৎ পুত্র আমর বিন আবি সালমাহ মাখযূমীর সাথে বিবাহ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরও কোন সন্তান হয়নি। এমনিভাবে সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযাহ (রাঃ)-এর বংশ ধারা পুত্র ও কন্যা কারোর মাধ্যমেই অব্যাহত থাকেনি।[৮]

ইসলাম গ্রহণঃ হযরত হামযাহ (রাঃ) মহানবী (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির ৬ষ্ঠ বছরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৯] তাঁর

---

* বি,এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তা.বি.), ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৭৮।

২. ইবনু হিশাম আল-মু'আফিরী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ, (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, তা. বি.) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯১, টীকা দ্রঃ।

৩. তালিবুল হাশেমী, বিশ্বনবীর সাহাবী, অনুবাদঃ আবদুল কাদের (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী ১৯৯৪) ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১-১২।

৪. আল-মুনতাযাম, পৃঃ ১৭৮।

৫. বিশ্বনবীর সাহাবী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২। (৬) ঐ, পৃঃ ১২। (৭) ঐ, পৃঃ ১২।

৮। আল-মুনতাযাম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৮; বিশ্বনবীর সাহাবী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬।

৯. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ আল-হাকিম আন-নিসাপূরী, আল-মুস্তাদরাক 'আলাছ ছাহীহাইন, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৪১১/১৯৯০) ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১২;

وقيل كان اسلامه فى السنة الثانية وقيل فى السادسة من المبعث

দ্রঃ আবুল ফাল্লাহ আব্দুল হাই ইবনুল ঈমাদ আল-হাম্বলী, শাযারাতুয যাহাব (কায়রোঃ মাকতাবুল কুদসী, ১৩৫৬ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০-১১।

http://islaminonesite.wordpress.com

ভাইদের মধ্যে হযরত আব্বাস (রাঃ) ছাড়া অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি।[১০]

হযরত হামযাহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। ঘটনাটি হ'ল- একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'দারুল আরক্বাম' থেকে বের হয়ে 'ছাফা' পর্বতের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আবুজেহেলও সে স্থান দিয়ে যাচ্ছিল। মহানবীকে দেখে আবুজেহেলের গাত্রদাহ শুরু হ'ল এবং সে অবলীলাক্রমে রাসূল (ছাঃ)-কে গালি দিতে লাগল। সে রাসূলের সাথে অত্যন্ত ঘৃণ্য আচরণ করল, তাঁকে কষ্ট দিল, এমনকি তাঁকে শারীরিকভাবে নির্যাতনও করল। মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর সাথে কোন কথা বললেন না এবং তার কথারও কোন উত্তর দিলেন না। বরং চুপচাপ চলে গেলেন। অবশেষে আবুজাহালও চলে গেল। বনু তাইমের সরদার আবদুল্লাহ বিন জুদইয়ানের বাঁদী ঐ ঘটনা তার ঘরে বসে অবলোকন করছিল। এমন সময় হযরত হামযাহ (রাঃ) শিকার থেকে ফেরার পথে তার ঘরের সামনে দিয়ে যাছিলেন। তখন ঐ বাঁদী তাঁকে সম্বোধন করে বললঃ 'হে আবু 'আম্মারাহ! তুমি যদি কিছুক্ষণ আগে আসতে, তাহ'লে আমর বিন হিশাম (আবুজেহেল) তোমার ভাতিজা মুহাম্মাদের সাথে কি ধরণের অনাকাংখিত আচরণ করেছে তা স্বচক্ষে দেখতে পেতে। সে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় গালি দিয়েছে এবং গাঁয়েও হাত দিয়েছে। কিন্তু ইবনু আবদিল্লাহ তার কোন উত্তর না দিয়ে অসহায়ভাবে ফিরে গেছেন'।

হযরত হামযাহ এ ঘটনা শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে সরাসরি কা'বা গৃহে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। তথায় আবুজেহেল মজলিস জাঁকিয়ে বসে আত্মগর্ব প্রকাশ করছিল। হযরত হামযাহ সেখানে পৌঁছেই আবুজেহেলের মাথায় ধনুক দ্বারা প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানলেন। ফলে তার মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। অতঃপর তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'তুই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে গালি দিয়েছিস। আমিও তাঁর দ্বীনের উপরে ঈমান এনেছি, সে যা বলে আমিও তাই বলি। তোর যদি সাহস থাকে, তবে আমাকে একটু গালি দিয়ে দেখ। আবুজেহেলকে রক্তাক্ত দেখে তথায় উপস্থিত বনু মাখযূমের কিছু লোক তার সমর্থনে দাঁড়িয়ে গেল এবং হযরত হামযা (রাঃ)-এর উপর হামলা করতে উদ্যত হ'ল। আবুজেহেল তাদেরকে এ বলে বাঁধা দিল যে, আবু 'আম্মারাকে ছেড়ে দাও। আমি তাঁর ভাতিজাকে গালি দিয়েছিলাম। এ জন্য সে রাগান্বিত হয়ে পড়েছে'।[১১]

হযরত হামযাহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেনঃ

حمدت الله حين هدى فؤادى + إلى الإسلام والدين الحنيف،

لدين جاء من رب عزيز + خبير بالعباد بهم لطيف،

اذا تليتْ رسائله علينا + تحدر دمع ذى اللب الحصيف،

رسائل جاء أحمد من هداها + بآيات مبينة الحروف،

'আমি মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যেহেতু তিনি আমার অন্তরকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং একনিষ্ঠ এক দ্বীনের দিকে আমাকে হেদায়াত দান করেছেন। সেটা এমন এক দ্বীন বা ধর্ম যা পরাক্রমশালী প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে। সেই প্রভু স্বীয় বান্দাদের খবর রাখেন এবং তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত দয়ালু। যখন তাঁর গ্রন্থ আমাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয়, তখন কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তির চোখ থেকে অবিরত ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। যে গ্রন্থ আহমাদ নিয়ে এসেছেন এবং যার আয়াত দ্বারা হেদায়াত করেছেন। এর আয়াত সুস্পষ্ট হরফ (অক্ষর) দ্বারা সন্নিবেশিত।[১২]

হযরত হামযাহ (রাঃ) কুরাইশ নেতাদের সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে যখন বাড়ী ফিরলেন, তখন তাঁর মনে সংশয় সৃষ্টি হ'লঃ 'আমি কুরাইশদের নেতা হয়ে বাপ-দাদার ধর্ম থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নতুন দ্বীন গ্রহণ করলাম। এটা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। এর চেয়ে মরে যাওয়াই শ্রেয়'। এই সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ! আমি যে রাস্তা অবলম্বন করেছি তাতে যদি কল্যাণ ও হেদায়াত থাকে তাহ'লে তার সত্যতার স্বীকৃতির কারণে আমার অন্তরে শান্তি দাও। অন্যথায় যে বস্তুর মধ্যে আমি আটকে পড়েছি তা থেকে বের হওয়ার কোন পথ তৈরী করে দাও'। তিনি মানসিক দ্বন্দ্ব ও শয়তানের ঐ কুমন্ত্রণার মাঝে সারা রাত অতিবাহিত করলেন। সকালে রাসূলের দরবারে আসলেন। মহানবীকে বললেন, হে ভাতিজা! আমি এমন একটি বিষয়ের মধ্যে উপনীত হয়েছি, যা থেকে বের হওয়ার কোন পথ আমি খুঁজে পাচ্ছিনা। আবার সেটার উপর যে অটল থাকব কিন্তু তা যে সত্য কি মিথ্যা এটাও আমি জানিনা। একথা শুনে মহানবী (ছাঃ) তাঁকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইসলাম সঠিক হওয়ার ব্যাপারে বুঝালেন, আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন করলেন এবং সত্য গ্রহণের বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর অন্তরে ঈমান দান করলেন। তখন হামযাহ (রাঃ) বলে উঠলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্যবাদী, আপনি আপনার দ্বীন প্রচার করুন। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এটা কোনক্রমেই পসন্দ করবনা যে, আমার

১০. *প্রাগুক্ত।*

১১. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, (কায়রোঃ দারুদ দাইয়ান, ১৪০৮/১৯৮৮), ২য় খণ্ড, ৩য় জুয, পৃঃ ৩২; সীরাতুননাবাবিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৯, ২৯০।*

১২. *আস-সীরাতুন নাবাবিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩, টীকা দ্রঃ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

উপর আসমান ছায়া দান করবে আর আমি আমার প্রথম দ্বীন (পৌত্তলিকতা) -এর উপরে ক্বায়েম থাকব।[১৩]

ইসলাম গ্রহণের পর একদা হযরত হামযাহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জিবরাইল (আঃ)-কে তাঁর স্বীয় আকৃতিতে আমাকে দেখান। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আপনি তাঁকে দেখতে পারবেন না। তিনি বললেন, হ্যাঁ পারব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে এখানেই কিছুক্ষণ বসুন। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) মক্কার কুরাইশরা বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফ করার সময় যে কাঠের উপরে কাপড় রেখে তাওয়াফ করত, সেই কাঠের উপর অবতরণ করলেন। তখন মহানবী (ছাঃ) হামযাকে বললেন, উপরের দিকে তাকান। তিনি (হামযাহ) জিবরাইল (আঃ)-এর দু'পায়ের গোঁড়ালী সবুজ যবরজাদের (পাথর বিশেষ) মত দেখার পর মূর্ছা গেলেন।[১৪]

ইসলামের খেদমতঃ ইসলাম কবুলের পর হযরত হামযাহ (রাঃ) অধিকাংশ সময় আরক্বাম গৃহে রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে কাটাতেন। তিনি অনেক জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। 'সারিয়াতু হামযাহ' সংঘটিত হওয়ার সময় (অর্থাৎ ১ম হিজরীর রামাযান মাসে) ইসলামের সর্বপ্রথম ঝাণ্ডা হযরত হামযাকে প্রদান করা হয়। 'আবওয়া'র যুদ্ধেও মহানবী (ছাঃ) হযরত হামযাকে নেতা ও ঝাণ্ডাবাহী এবং 'যুল আশীরা'র যুদ্ধেও তাঁকে ঝাণ্ডাবাহী নিযুক্ত করেছিলেন। বদর যুদ্ধেও তিনি অংশ নিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। এ যুদ্ধে তাঁর হাতেই শায়বাহ মতান্তরে উৎবাহ সহ অনেক কুরাইশ নেতা ও সৈন্য নিহত হয়েছিল। ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত 'বনু কাইনুকা'র যুদ্ধেও হযরত হামযাহ (রাঃ) অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এ যুদ্ধেও মহানবী তাঁকে ইসলামী বাহিনীর পতাকা অর্পন করেছিলেন। ওহোদ যুদ্ধেও তিনি অংশ নিয়ে শত্রু সৈন্যদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ একের পর এক ভেদ করে তাদের শৃংখলা বিনষ্ট করে দিচ্ছিলেন এবং ছত্রভঙ্গ করছিলেন।[১৫]

শাহাদত বরণঃ হযরত হামযাহ (রাঃ) তৃতীয় হিজরী সনের শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ শনিবার ওহোদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।[১৬] তাঁর শাহাদতের ঘটনা নিম্নরূপঃ

ওহোদ যুদ্ধে হযরত আলী, ত্বালহা, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, আবু দুজানাহ সহ অন্যান্য জানবায মুসলিম বীরদের মত হযরত হামযাহ (রাঃ)ও শত্রু সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন, কাতারের পর কাতার লাশে পরিণত করছিলেন। সেদিন হযরত হামযাহ দু'হাতে তরবারি পরিচালনা করছিলেন।[১৭] এদিকে জুবাইর বিন মুত্বঈমের হাবশী গোলাম ওয়াহশী একটি ছোট বর্শা হাতে নিয়ে একটি গাছ বা পাথরের আড়ালে ওঁৎ পেতে বসেছিল হযরত হামযাকে নাগালে পাওয়ার জন্য। জুবাইর তার চাচা ত্বঈমার হত্যার পরিবর্তে ওয়াহশীকে নিযুক্ত করেছিল হযরত হামযাকে হত্যা করার জন্য। আর এর বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। উল্লেখ্য, বদর যুদ্ধে জুবাইরের চাচা ত্বঈমাহ বিন আদী হযরত হামযার হাতে নিহত হয়েছিল।

এক পর্যায়ে সিবা' (سباع) বিন আব্দিল ওয্যা হযরত হামযার সামনে আসলে তিনি 'হে মহিলাদের খাৎনাকারীর ছেলে! তুমি এখনও আমার সামনে'? একথা বলে তাকে আঘাত করলেন। তার মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তিনি সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এদিকে হযরত হামযার দিকে বর্শা তাক করে বসে থাকা ওয়াহশী সুযোগ বুঝে বর্শা নিক্ষেপ করল। তার নিক্ষিপ্ত বর্শা হযরত হামযার নাভীতে লাগলে তিনি পড়ে যান এবং শাহাদত বরণ করেন।[১৮]

হযরত হামযা (রাঃ)-এর শাহাদতে মুশরিকরা খুব খুশী হ'ল এবং তাদের মহিলারা আনন্দে গান গাইতে লাগল। হিন্দা বিনতে উত্বাহ (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী) মনের আনন্দ প্রকাশের জন্য হামযার (রাঃ) পবিত্র লাশের কান, নাক, ঠোঁট এবং অন্য বর্ণনায় গুপ্তাঙ্গ কেটে ফেলল। এরপর পেট কেটে কলিজা বের করে চিবিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু তা পারল না, উগরে ফেলে দিল। অতঃপর একটা উঁচু স্থানে উঠে উচ্চৈঃস্বরে কতিপয় গৌরব গাঁথা পাঠ করল। যার অর্থ হ'ল, 'আজ আমরা বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়েছি এবং ওয়াহশী আমার অন্তর ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। আমি যতদিন জীবিত থাকব ততদিন তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব'।[১৯]

হযরত হামযাহ (রাঃ)-এর শাহাদতের পরে মহানবী (ছাঃ) তার অবস্থা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হ'লেন এবং হযরত হামযার (রাঃ) বিকৃত লাশ দেখে বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের (কাফেরদের) ৭০ জনের লাশ বিকৃত করব। কিন্তু তখনই সূরা নাহলের ১২৬ নং আয়াত وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به নাযিল হ'লে মহানবী

১৩. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৩য় জুয, পৃঃ ৩২।*
১৪. *আল-মুনতাযাম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৮-৭৯।*
১৫. *বিশ্বনবীর সাহাবী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬-২২।*
১৬. *আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১২।*
১৭. *বিশ্বনবীর সাহাবী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১-২২।*
১৮. *হাফেয যাহাবী, নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু 'আলামিন নুবালা, (জেদ্দাহঃ দারুল আন্দালুস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১/১১৪১) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২-৩৩; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৩য় জুয, পৃঃ ১৯; আল-মুনতাযাম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৯-৮০।*
১৯. *বিশ্বনবীর সাহাবী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২; আল-মুনতাযাম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৮-৭৯।*

http://islaminonesite.wordpress.com

ছবর করলেন এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় করলেন।[২০]

কাফন-দাফনঃ হযরত হামযার শাহাদতের পরে তাঁর বোন ছাফিয়াহ আসলেন। তিনি তাঁর পুত্র যুবাইরকে দু'টি চাঁদর দিয়ে বললেন, এ দু'টি দ্বারা আমার ভাইয়ের কাফন সম্পন্ন কর। কিন্তু হামযাহর (রাঃ) লাশের পাশেই এক আনছারীর লাশ পড়ে থাকতে দেখে আনছারীকে এক চাদরে ও হযরত হামযাহ (রাঃ)-কে এক চাদরে কাফন দেয়া হয়। কিন্তু কাপড় এত ছোট ছিল যে, হযরত হামযার মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে আসত এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়ত। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে দেয়া হয়।[২১] এরপর জানাযা সম্পন্ন হ'লে হযরত হামযাহ (রাঃ)-কে তাঁর ভাগ্নে হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশের সঙ্গে একই কবরে ওহোদের প্রান্তরে (শহীদদের কবরস্থানে) সমাহিত করা হয়।[২২]

চরিত্র ও মর্যাদাঃ হযরত হামযাহ (রাঃ) ছিলেন সৎ ও নেককার ছাহাবী। যার সাক্ষ্য স্বয়ং মহানবী দিয়েছেন। তিনি বলেন, رحمة الله عليك فانك كنت ماعلمت فعولا للخيرات وصولا للرحم

'তোমার উপরে আল্লাহ্র রহমত (করুণা) বর্ষিত হোক। কেননা, আমার জানা মতে তুমি নেক কাজে অগ্রগামী ছিলে এবং আত্মীয়দের প্রতি বেশি খেয়াল রাখতে'।[২৩]

হযরত হামযাহ (রাঃ)-এর চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে সুক্ষ্ম মর্যাদাবোধ, বীরত্ব, জানবাযী, নির্ভীকতা, আত্মীয়তা, রাসূল প্রেম এবং জিহাদ উৎসাহ সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য ছিল।[২৪]

হযরত হামযাহ (রাঃ) তাঁর উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী ও আমলে ছালেহের কারণে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) বলেছেন,

دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فاذا جعفر يطير مع الملائكة واذا حمزة متكى على سرير

'আমি গত রাতে বেহেশতে প্রবেশ করে দেখলাম, জা'ফর ফিরিশতাদের সঙ্গে উড়ছেন আর হামযাহ একটি আসনের উপর ঠেস দিয়ে বসে আছেন'।[২৫]

অন্যত্র বর্ণিত আছে, মহানবী (ছাঃ) হযরত ফাতেমাহ ও ছাফিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ابشرا اتانى جبريل عليه السلام فاخبرنى أن حمزة مكتوب فى اهل السموت حمزة بن عبد المطلب اسد الله واسد رسوله

'তোমরা (দু'জন) সুসংবাদ গ্রহণ কর, জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট এসেছিলেন। তিনি আমাকে এ সংবাদ দিলেন যে, হযরত হামযাহ (রাঃ) আসমানবাসীর নিকটে হামযাহ বিন আব্দিল মুত্ত্বালিব আসাদুল্লাহ ও আসাদুর রাসূল (আল্লাহ ও রাসূলের বাঘ) নামে পরিচিতি লাভ করেছেন'।[২৬]

তাঁর সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ان افضل الخلق يوم يجمعهم الله الرسل وافضل الناس بعد الرسل الشهداء وان افضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب

'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন, যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলগণ। আর মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শহীদগণ এবং শহীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হযরত হামযাহ (রাঃ)'।[২৭]

উপসংহারঃ পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ওহোদ যুদ্ধে ইসলামের খেদমতে যারা নিজেদের জীবন বাজী রেখে জিহাদে শরীক হয়েছিলেন এবং শাহাদতের অমীয় সুধা পান করে ধন্য হয়েছিলেন, হযরত হামযাহ (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম। সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযাহ (রাঃ)-এর এই ঘটনাবহুল জীবনীতে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের ঘুণে ধরা সমাজকে সংস্কার করতে হ'লে হযরত হামযার মত বীর বিক্রমে 'হক' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

অতএব, আসুন! আমরা অহি-র আলোকে নিজেদের সার্বিক জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে হযরত হামযার মত জান-মাল উৎসর্গ করতে ব্রতী হই। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন- আমীন!!

---

২০. আল-মুনতাযাম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৮২-৮৩।
২১. ঐ, ১৮২-৮৩।
২২. বিশ্ব নবীর সাহাবী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪; আল-মুনতাযম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৯।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮২।
২৪. বিশ্বনবীর সাহাবী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭।
২৫. আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭।
২৬. ঐ, পৃঃ ২১৪।
২৭. ঐ, পৃঃ ২১৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

কবিতা

ঈদ এলো ঈদ

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

ঈদ এলো ঈদ নতুন চাঁদে
শোভিত শোভায় নীলা আসমান
উল্লাস বহে প্রতি ঘরে ঘরে
এ ধরা আজিকে ফুল বাগান।
ফিরনি পায়েশ কোর্মা কাবাব
গোস্ত পোলাও জর্দা আর
চাল নেই কারো শূন্য হাঁড়ি
কেউ রাখেনি খবর তার।
ঈদ এলো ঈদ নতুন চাঁদে
মৌ-মৌ-মৌ গন্ধে ভরে
গোমরা মুখে দুস্থ জনে
এই খুশী নেই তাদের তরে।
আমরা যারা ঈদের খুশীর
প্রথম সারির দাবীদার
ভোগ বিলাসের অংশ হ'তে
একটু ছাড়ি হিস্যা তার।
এতীম শিশু অনাথ বালক
একটু খানি খুশীর ঝলক
অন্তরে তার মন্থরেতে
পায় যদি ঠাঁই পাক,
রিক্ত মনের দুঃখ গুলো
যায় দূরে যায় যাক।
তবেই হবে ঈদের দিনের
পূর্ণ পুণ্যের ফযীলত
সফল হবে ছালাত ছিয়াম
মিলবে নবীর শাফা'আত।

***

শ্রেষ্ঠ ধর্ম

মীর মুহাম্মাদ আব্দুন নাছের
অনার্স, ১ম বর্ষ, রসায়ন বিভাগ
দিনাজপুর সরঃ বিশ্বঃ কলেজ।

কুরআনের বাণী ইসলাম সে যে
সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম,
ধর্মের নামে করছ কেন
জাহেলিয়াতের কর্ম?
ইসলাম হ'ল আলোর দিশারী
নেই কোন অমানিশা,
চারিদিকে তুমি খুঁজে ফিরবে
পাবে না কোন দিশা।
ইসলামে তুমি করে বিভক্তি
বিধর্মীদের করছ শক্ত,
ধর্মে দিয়েছ মিথ্যা অপবাদ
তবুও তোমার মিটছে না সাধ?
এরূপে তুমি আর কতকাল
রচবে মিথ্যা বাঁধ?
তাতে করে আরো বাড়বে চেতনা
বাজবে বিজয় নাদ।
ইসলামে যাঁরা সঁপেছে প্রাণ
করেনি জীবন মায়া,
তাদের লাগি অপেক্ষমান
আল্লাহ্‌র আরশ ছায়া।
বর্বর যুগে যারা দিয়েছিল বাঁধা
ইসলাম প্রচারিতে,
মোহ-মায়া জালে আবদ্ধ তারা
কুণ্ঠিত প্রাণ দিতে।
শত ফুৎকারে আজীবন কাল
করতে চাইলে বিলীন,
তেজোদীপ্ত জ্যোতির বিকাশ
নহে বিন্দুবৎ মলিন।
ইসলামে তাই পূর্ণ প্রবেশে
হৃদয় হবে সমুজ্জ্বল,
পরপারে তাই মুক্তি চাইলে
ইসলামে থেকে এগিয়ে চল।

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামণি সংবাদ

কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০০ঃ

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০০ রোজ শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে প্রথম সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে দেশের ২৩টি যেলার পনের শতাধিক সোনামণি (যাদের বয়স অনধিক ১৩ বছর) এবং ৫০০ জনের মত সুধী ও ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার সোনামণি আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও মাইদুল ইসলামের সুললিত কণ্ঠের 'কুরআন তেলাওয়াত' ও 'সোনামণি জাগরণী' পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সোনামণি সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের প্রায় ৫ কোটি ৬০ লক্ষ শিশু-কিশোরের মাঝে সোনামণি সংগঠনের দা'ওয়াত পৌঁছানোর জন্য সকল প্রকার দায়িত্বশীলদের প্রতি অনুরোধ জানান। উপস্থিত সকল সোনামণিকে আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার আহ্বান জানিয়ে এবং আল্লাহ্র শুকরিয়া ও সাহায্য কামনা করে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'সোনামণি' সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আজকের সোনামণি আগামী দিনে জাতির নায়ক। পৃথিবীর তথা বনু আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে সোনামণিদের চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে, ইসলামের বিকশিত প্রতিভা হযরত ওমর, আবুবকর, খালিদ বিন ওয়ালীদ, ত্বারিক বিন যিয়াদ, মাওলানা এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী, মুহাম্মাদ বিন কাসিম, আব্দুল্লাহেল কাফী-এর মত প্রতিভা নিয়ে সোনামণিরা বাংলার সমাজ জীবনের এ জঞ্জাল দূরীভূত করে সুন্দর জীবন গড়বে ইনশাআল্লাহ। তিনি সোনামণিদের দু'টি উপদেশ দেনঃ (১) **জামা'আতে ছালাত আদায়** (২) **তাওহীদ ও সুন্নাতে রাসূলের পথে জীবন অতিবাহিত করা।**

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। তিনি তাঁর বক্তব্যে সোনামণি সংগঠনের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের চারিত্রিক সংশোধন ঘটিয়ে এ দেশকে সোনাময়, স্বপ্নময় করে সোনালী যুগের অবতারণা করার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমাপ্তি লগ্নে ৪টি ধারায় সাংগঠনিকভাবে শিশু-কিশোর, যুবক, মহিলা ও বয়স্কদের মধ্যে দ্বীন ইসলামের সঠিক দা'ওয়াত পৌঁছানোর উদাত্ত আহ্বান জানান।

সম্মেলনে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া শাখার সোনামণিরা 'সংস্করণ' নামে একটি সংলাপ পরিবেশন করে। যা উপস্থিত সুধী মহল কর্তৃক উচ্চা প্রশংসিত হয়। দু'টি দলে মোট ১৪ জন সোনামণি সংলাপে অংশ নেয়। যারা হ'ল-

ক. আগন্তুক দলঃ

(১) দেলোয়ার হোসাইন (দলনেতা, সপ্তম শ্রেণী) (২) শফীকুল ইসলাম (নবম), (৩) শরীফুল ইসলাম (৬ষ্ঠ), (৪) আসাদুজ্জামান (৬ষ্ঠ), (৫) তারেক মাহমূদ (৮ম), (৬) ত্বোহা হোসাইন (৮ম)।

খ. সোনামণি দলঃ

(১) আব্দুল হামীদ (দলনেতা, ৭ম শ্রেণী), (২) মহিদুল ইসলাম (৪র্থ), (৩) আব্দুল্লাহ আল-মামূন (৪র্থ), (৪) দেলোয়ার হোসাইন (৬ষ্ঠ), (৫) আক্বীবুল হাসান (২য়), (৬) হাবীবুর রহমান (হেফয), (৭) ইছহাক্ব (হেফয), (৮) আরীফ সরকার (৫ম)। মুহতারাম আমীরে জামা'আত খুশী হয়ে সংলাপ সদস্যদের ৫০০ টাকা প্রদান করেন। সেই সাথে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার উপাধ্যক্ষ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম ও আব্দুল বারী (গোদাগাড়ী) ও ৫০০ টাকা করে কেন্দ্রীয় পরিচালকের নিকট প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, সম্মেলন শুরুর আগে সকাল ৯টা থেকে সমবেত সোনামণিদের নিয়ে র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সোনামণিদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক দলেরই দলনেতা থাকে। সোনামণিরা র‍্যালী নিয়ে নওদাপাড়া এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় 'আমরা সবাই সোনামণি, রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ মানি 'সোনামণি সম্মেলন, সফল হৌক সফল হৌক' 'সোনামণি করব, মিথ্যে বলা ছাড়ব' 'সোনামণি করব, সত্য কথা বলব' 'সোনামণি করব, জীবনটাকে গড়ব' ইত্যাদি শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলে। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর বাসা থেকে শ্লোগানের মাধ্যমে মঞ্চে নিয়ে যায়।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ-এর পরিচালনায় সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন

http://islaminonesite.wordpress.com

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক ও দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের সহ-সভাপতি হাবীবুর রহমান মীযান ও অর্থ সম্পাদক শাহীদুযযামান প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাঃ

'সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ'-এর উদ্যোগে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০০ সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০০' সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচটি বিষয়ে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত সোনামণিরা অংশগ্রহণ করে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী বাদ এশা তাবলীগী ইজতেমা ২০০০-এর মূল প্যাণ্ডেলে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিজয়ীরা হচ্ছেঃ

ক্বিরাআত (বালক)ঃ ১ম- মাহফূযুর রহমান (বগুড়া), ২য়- খায়রুল ইসলাম (বাঁকাল, সাতক্ষীরা), ৩য়- আব্দুল্লাহ আল-মামূন (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী)।

ক্বিরাআত (বালিকা)ঃ ১ম- তামান্না খাতুন (বগুড়া), ২য়- দুলেনা খাতুন (বাঘা, রাজশাহী), ৩য়- আরীফা খাতুন (মোহনপুর, রাজশাহী)।

হাদীছ (বালক)ঃ ১ম- জামাল হোসাইন (বাঁকাল, সাতক্ষীরা), ২য়-যিয়াউর রহমান (নওদাপাড়া, রাজশাহী), ৩য়- সাহাবুদ্দীন (নওদাপাড়া, রাজশাহী)।

হাদীছ (বালিকা)ঃ ১ম- বিলকিস আরা (হরিষার ডাইং, রাজশাহী), ২য়- আরীফা খাতুন (গোপালপুর, রাজশাহী), ৩য়- শামস ফারহানা (কৃষ্ণপুর, রাজশাহী)।

সোনামণি সংগঠন (বালক)ঃ ১ম- দেলোয়ার হুসাইন (নওদাপাড়া মাদরাসা), ২য়- নে'মতুল্লাহ (ঐ), ৩য়- খায়রুল ইসলাম (ঐ)।

সোনামণি সংগঠন (বালিকা)ঃ ১ম- বিলকিস খাতুন (হরিষার ডাইং, রাজশাহী), ২য়- শারমিন আরা (ঐ), ৩য়- মর্জিনা খাতুন (ঐ)।

সোনামণি সাধারণ জ্ঞান (বালক)ঃ ১ম- আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব (নওদাপাড়া, রাজশাহী), ২য়- দেলোয়ার হুসাইন (রংপুর), ৩য়- আসিফ মিয়াঁদাদ (হাতেমখাঁ, রাজশাহী)।

সোনামণি সাধারণ জ্ঞান (বালিকা)ঃ ১ম- বিলকিস আরা (হরিষার ডাইং, রাজশাহী), ২য়- মেরিনা খাতুন (গোপালপুর, রাজশাহী), ৩য়- শামীমা সুলতানা (হাতেমখাঁ, রাজশাহী)।

সোনামণি জাগরণী (বালক)ঃ ১ম- সাব্বির আহমাদ (বগুড়া), ২য়- আমজাদ আলী (গোপালপুর, রাজশাহী), শাহীনুর আলম (বাঘা, রাজশাহী)।

সোনামণি জাগরণী (বালিকা)ঃ ১ম- দুলেনা খাতুন (বাঘা, রাজশাহী), ২য়- শামীমা খাতুন (হরিষার ডাইং, রাজশাহী)।

যেলা গঠনঃ

(২৮) কুড়িগ্রামঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মামূনুর রশীদ
উপদেষ্টাঃ মাওলানা আকরাম হোসাইন
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ

কর্মপরিষদ সদস্যঃ
১. সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আবু হানিফ
২. সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
৩. সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সোবহান
৪. সহ-পরিচালকঃ মুনছুর আলী।

(২৯) লালমনিরহাটঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মানছুরুর রহমান
উপদেষ্টাঃ মুনতাযির রহমান
পরিচালকঃ এফ.এ.এম. আব্দুল বাতেন

কর্মপরিষদ সদস্যঃ
১. সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
২. সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ জয়নাল আবেদীন
৩. সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আবু শামীম
৪. সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হালিম।

(৩০) কুষ্টিয়া (পূর্ব)ঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আলহাজ মুস্তাক্বীম
উপদেষ্টাঃ আব্দুল মুমিন
পরিচালকঃ হাসিমুদ্দী সরকার

কর্মপরিষদ সদস্যঃ
১. সহ-পরিচালকঃ আমীনুর রহমান
২. সহ-পরিচালকঃ সাখাওয়াত হুসাইন
৩. সহ-পরিচালকঃ রাশেদুল ইসলাম
৪. সহ-পরিচালকঃ ইনামুল হক।

থানা গঠনঃ

(২৫) পুঠিয়া, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবু আব্দুল্লাহ মুস্তফা
উপদেষ্টাঃ অধ্যাপক মহসিন আলী
পরিচালকঃ মাওলানা যিল্লুর রহমান
সহ-পরিচালকঃ (১) মাওলানা আনোয়ার হুসাইন
(২) শাকিরুল মুমিন।

শাখা গঠনঃ

(১৪১) দক্ষিণ দেবীপুর আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ শাখা, দিনাজপুরঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ হারূনুর রশীদ
উপদেষ্টাঃ শামসুল হুসাইন
পরিচালকঃ ফারুখ আহমাদ
সহ-পরিচালকঃ আব্দুল মাওলা
" " ঃ আব্দুল হক

শাখা কর্মপরিষদ সদস্যঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ রফীকুল ইসলাম
২. সাংগঠনিক " ঃ আবু ত্বাহের
৩. প্রচার " ঃ ফয়সাল মিয়া
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার " ঃ মেহেদুল ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ " ঃ মাহফূযুর রহমান।

(১৪২) জলাইডাঙ্গা শাখা, রংপুরঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আব্দুল লতীফ
উপদেষ্টাঃ আবুল আক্কাছ
পরিচালকঃ আখতারুয্যামান
সহ-পরিচালকঃ ফযলুল হক
" " ঃ মাহমূদুল হাসান

শাখা কর্মপরিষদ সদস্যঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আলমগীর হুসাইন
২. সাংগঠনিক " ঃ তওহীদুর রহমান

http://islaminonesite.wordpress.com

৩. প্রচার " ঃ দেলোয়ার হুসাইন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার " ঃ মুহাম্মাদ জিন্নাহ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ " ঃ আশীকুর রহমান।

(১৪৩) বাঁশবাড়ী আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ (বালক) শাখা, পুঠিয়া, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আবু আব্দুল্লাহ মুস্তফা
উপদেষ্টাঃ গিয়াসুদ্দীন
পরিচালকঃ ইখতিয়ার উদ্দীন
সহ-পরিচালকঃ হাফীযুর রহমান
" " ঃ কাওছার আলী
শাখা কর্মপরিষদ সদস্যঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম
২. সাংগঠনিক " ঃ মুহাম্মাদ মিটন খলীফা
৩. প্রচার " ঃ মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার " ঃ মুহাম্মাদ মাসঊদ রানা
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ " ঃ মুহাম্মাদ নাহিদ হাসান।

(১৪৪) বাঁশবাড়ী আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ (বালিকা) শাখা, পুঠিয়া, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আবু আব্দুল্লাহ মুস্তফা
উপদেষ্টাঃ গিয়াসুদ্দীন
পরিচালকঃ ইখতিয়ারুদ্দীন
সহ-পরিচালকঃ হাফীযুর রহমান
" " ঃ কাওছার আলী
শাখা কর্মপরিষদ সদস্যাঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকাঃ যহুরা খাতুন
২. সাংগঠনিক " ঃ শাহনাজ পারভীন
৩. প্রচার " ঃ নূরজাহান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার " ঃ হালীমা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ " ঃ রাযিয়া খাতুন।

(১৪৫) ধোকড়াকুল দাখিল মাদরাসা (বালিকা) শাখা, পুঠিয়া, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আমীরুদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ এনতাজুদ্দীন
পরিচালক ঃ মাওলানা আনোয়ার হুসাইন
সহ-পরিচালক ঃ ক্বারী আশরাফ আলী
" " ঃ মাওলানা আলতাফ হুসাইন।
শাখা কর্মপরিষদ সদস্যাঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ শাকিলা নার্গিস
২. সাংগঠনিক " ঃ নার্গিস আরা
৩. প্রচার " ঃ শাহীনুর খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার " ঃ আছিয়া খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ " ঃ রোযিনা খাতুন।

(১৪৬) খাসখামার (বালক) শাখা, দুর্গাপুর, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আনিছুর রহমান
শাখা কর্মপরিষদ সদস্যঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ইবরাহীম
২. সাংগঠনিক " ঃ মুহাম্মাদ সোহেল রানা
৩. প্রচার " ঃ মুহাম্মাদ নূরুল আলম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার " ঃ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ " ঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।

(১৪৭) খাসখামার (বালিকা) শাখা, দুর্গাপুর, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আনিছুর রহমান
শাখা কর্মপরিষদ সদস্যাঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকাঃ খুরশিদা খাতুন
২. সাংগঠনিক " ঃ জমিরন খাতুন
৩. প্রচার " ঃ ফাতিমা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার " ঃ আফরূযা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ " ঃ ফুলযান খাতুন।

(১৪৮) পাসুন্ডিয়া শাখা, চারঘাট, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আব্দুছ ছামাদ
উপদেষ্টাঃ আব্দুর রহমান
পরিচালকঃ রেহেদ আলী
শাখা কর্মপরিষদ সদস্যঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ সোহেল রানা
২. সাংগঠনিক " ঃ কায়েম আলী
৩. প্রচার " ঃ জাহিদুল ইসলাম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার " ঃ মহিরুদ্দীন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ " ঃ শামীম রেযা।

(১৪৯) নোনামাটিয়াল মধ্যপাড়া (বালক) শাখা, দুর্গাপুর, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আলহাজ মেছের আলী
উপদেষ্টাঃ মাওলানা ওমর আলী
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সহ-পরিচালকঃ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
" " ঃ জাহাঙ্গীর আলম
শাখা কর্মপরিষদ সদস্যঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ সিরাজুল ইসলাম
২. সাংগঠনিক " ঃ রায়হান আলী
৩. প্রচার " ঃ শাহরিয়ার কবীর
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার " ঃ বেলালুদ্দীন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ " ঃ বদিউয্যামান।

(১৫০) নোনামাটিয়াল মধ্যপাড়া (বালিকা) শাখা, দুর্গাপুর, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আলহাজ মেছের আলী
উপদেষ্টাঃ মাওলানা ওমর আলী
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সহ-পরিচালকঃ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
" ঃ জাহাঙ্গীর আলম
শাখা কর্মপরিষদ সদস্যাঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকাঃ মারযিয়া খাতুন
২. সাংগঠনিক " ঃ তাছরিন তামান্না
৩. প্রচার " ঃ রাবেয়া খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার " ঃ দিলরুবা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ " ঃ নাজনিন আরা খাতুন।

(১৫১) আগলা দক্ষিণ পাড়া শাখা, চারঘাট, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ ইয়াসীন আলী
উপদেষ্টাঃ আব্দুল হাকীম
পরিচালকঃ আব্দুল আযীয
শাখা কর্মপরিষদ সদস্যঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ বেলালুদ্দীন
২. সাংগঠনিক " ঃ আব্দুল লতীফ
৩. প্রচার " ঃ সামাউন আলী
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার " ঃ মীযানুর রহমান
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ " ঃ রুহুল আমীন।

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

তিন বছরে বিমানের লোকসান একশ' নব্বই কোটি টাকা

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে প্রায় একশ' নব্বই কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। এর মধ্যে ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে ৯৭ কোটি টাকা, ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ৬০ কোটি টাকা এবং ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ৩৩ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০০ তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসাইন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই কথা জানান।

বিমানের হেড অফিস 'বলাকা'য় অনুষ্ঠিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রণালয়ের সচিব চৌধুরী মুহাম্মাদ মুহসিন ও সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সিনিয়র কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

দেশে প্রতিদিন ৭০০ শিশু মারা যায় অপুষ্টিতে

অপুষ্টিজনিত কারণে বাংলাদেশে প্রতিদিন ৭০০ শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। এদের বয়স ৬ বছরের নিচে। দেশের মোট শিশু মৃত্যুর মধ্যে প্রায় ৭০ ভাগ মৃত্যু ঘটে পুষ্টিহীনতায়। 'অপুষ্টি ও কম জন্ম ওজন' শীর্ষক এক সেমিনারে মূল প্রবন্ধে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। তথ্য অধিদপ্তরের 'সংবাদ মাধ্যমে পুষ্টিবিষয়ক প্রচারাভিযান' উপ-কার্যক্রম-এর আওতায় সিরতাপ মিলনায়তনে আয়োজিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ এম আমানুল্লাহ। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রধান তথ্য কর্মকর্তা হারুন-উর-রশীদ।

ফেনিতে বিষাক্ত স্পিরিট পানে ২৮ ব্যক্তির প্রাণহানি

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী বিষাক্ত রেকটিফাইড স্পিরিট পান করে ফেনীতে ২৮ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটেছে। আক্রান্ত হয়েছে ২ শতাধিক। জানা গেছে ঘটনার দিন গভীর রাতে মৃত্যু ও আক্রান্ত ব্যক্তিরা বিষাক্ত রেকটিফাইড স্পিরিট পান করে শুয়ে পড়ে। রাত ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তাদের চক্ষু লাল হ'তে থাকে এবং বমনের ভাব দেখা দেয়। সাথে সাথে তাদের হাসপাতালে নেওয়ার পর একের পর একজন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে থাকে। পুলিশ বিষাক্ত রেকটিফাইড স্পিরিট বিক্রয়ের অভিযোগে চৌধুরী হোমিও হ'ল ও ফেনি হোমিও হ'ল বন্ধ করে দিয়েছে। এছাড়া চৌধুরী হোমিও হলের মালিক ডাঃ মফীযুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে।

সঊদী আরবে বাংলাদেশী হজ্জ যাত্রীদের বিক্ষোভ

হজ্জ যাত্রীদের জন্য সরকারীভাবে বসবাসের অনুপযুক্ত বাড়ী ভাড়া করায় বাংলাদেশী হজ্জ যাত্রীরা গত ১৯ ফেব্রুয়ারী মক্কায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে। ১৮ ফেব্রুয়ারীতে বাংলাদেশের ৪০ জন হজ্জ যাত্রী মক্কায় পৌঁছেন। তাদেরকে 'হারাতুর রুশদ' নামক এলাকার ২৪ নং বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার পর ঐ বাড়ীর করুণ অবস্থা দেখে তারা প্রতিবাদ করেন। এছাড়া এই এলাকাটি কা'বা শরীফ থেকেও দূরে। বসবাসের অনুপযুক্ত বাড়ী ভাড়া করায় হজ্জ যাত্রীরা এক পর্যায়ে গভীর রাতে বিক্ষোভ মিছিল সহকারে হজ্জ মিশনের দিকে রওয়ানা হন। এ সময় স্বেচ্ছাসেবকরা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে বলে তাদের মিছিল না করার অনুরোধ জানায়।

উল্লেখ্য, এ বছর সরকারী ভাবে ৬ হাযার ৬শ' ৬৪ জন বাংলাদেশী হজ্জে যাবেন। তাদের জন্য ১২৪টি বাড়ী ভাড়া করা হয়েছে। এই বাড়ীগুলি দালালদের মাধ্যমে ভাড়া করায় নিম্নমানের ও দূরে হয়েছে। এছাড়া গত বছরেও বাংলাদেশী হজ্জ যাত্রীগণকে ব্যবহারের অনুপযুক্ত বাড়ীতেই উঠতে হয়েছিল। অথচ সরকার অনেক পূর্বেই বাড়ী ভাড়ার টাকা নিয়েছে।

এরশাদ শিকদার ও জামাই ফারূকের মৃত্যুদণ্ড

স্মরণ কালের কুখ্যাত খুনী, মাফিয়া ডন এরশাদ শিকদার ও তার অপকর্মের অন্যতম দোসর জামাই ফারূককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। খুলনার অতিরিক্ত দায়রা জজ ১-এর বিজ্ঞ বিচারক জনাব এম হাসান ইমাম গত ২০ ফেব্রুয়ারী বহুল আলোচিত জয়নাল হত্যা মামলার রায়ে এই আদেশ প্রদান করেন। এছাড়া ল,ম, লিয়াকত, টুণ্ডু হারুন ও জয়নাল খাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ ৫০ হাযার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। এই মামলার আসামী নাযেম সরদার, ইদরীস আলী ও সাহেব আলীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ না হওয়ায় তাদের বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই মামলার অপর সহযোগী নূরে আলম রাজ স্বাক্ষী হওয়ায় তাকেও বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা গেছে, ১৯৯৫ সালের ২২ এপ্রিল মোসলেম আলী খাঁন হত্যা মামলার বাদীকে হত্যা মামলার আসামী করার জন্য জয়নালকে ডেকে এনে এরশাদ শিকদার ও তার সহযোগীরা হত্যা করে। মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণাদী শেষে অভিযোগ প্রমাণীত হওয়ায় বিচারক উপরোক্ত রায় প্রদান করেন।

ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে কুকুরের দুধ পান!

মানব শিশুর কুকুরের দুধ পান করার এক ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটেছে যশোর শহরের বারান্দি পাড়া এলাকায়। ঐ

http://islaminonesite.wordpress.com

এলাকার শিশু মোল্লা (৮) গত সাত বছর ধরে কুকুরের দুধ পান করছে। মোল্লার বয়স যখন মাত্র দু'মাস, তখন তার বাবা তাদের ফেলে পালিয়ে যায়। তাই জীবিকার জন্য শিশু পুত্রকে বারান্দি পাড়া ২ নং কলোনির কিলো ক্যাম্পস্থ নানী বাড়ীতে রেখেই মোল্লার মাকে যেতে হ'ত ভুট্টা বিক্রি করতে কিংবা ভিক্ষে করতে। এক বছর বয়সে মোল্লা নানী বাড়ির আঙিনায় পোষা কুকুরের বাচ্চাকে দুধ পান করতে দেখে ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে সেও কুকুর ছানা গুলোর সঙ্গে মিশে কুকুরের দুধ পান করতে থাকে। ক্রমে ক্রমে সেটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। বর্তমানে মোল্লা আরো কয়েকটি প্রসূতি কুকুরের দুধ পান করে। এলাকার সব কুকুরের সাথেই তার সখ্যতা রয়েছে।

মসজিদের মুয়ায্যিনকে জবাই করে হত্যা

গত ২২ ফেব্রুয়ারী ঈশ্বরদী বাসস্ট্যাণ্ড মসজিদের মুয়ায্যিন বেলাল হোসাইন (২৬)-কে মসজিদের ভেতরে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার দিন ভোরে মুছল্লীরা ফজরের ছালাত আদায় করার জন্য মসজিদে যায়। কিন্তু আযান না হওয়ায় তারা মুয়ায্যিনকে খুঁজতে থাকে। বাহির থেকে দরজার সিটকি লাগানো দেখে তারা সিটকি খুলে মসজিদের ভেতরে গিয়ে দেখতে পায় কার্পেট দিয়ে বেলালের লাশ মোড়ানো। এ ব্যাপারে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মাছের পেটে সোনা!

একটি বোয়াল মাছের পেট থেকে পাওয়া গেছে ৪০ হাযার টাকা মূল্যের সোনা। এ অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৭ জানুয়ারী শরীয়তপুর যেলার পালাং থানায়। ঐ দিন জেলে আবদুল আযীয রুযি রোযগারের জন্য পার্শ্ববর্তী কীর্তি নাশা নদীতে মাছ ধরতে যায়। তার জালে ধরা পড়ে বড় একটি বোয়াল মাছ। বড় মাছ ক্রয়ের গ্রাহক নেই বলে সে সিদ্ধান্ত নেয় মাছটি কেটে বিক্রি করার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাছটি কাটার সাথে সাথে মাছের পেট থেকে বেরিয়ে আসে ৪০ হাযার টাকার সোনা। সোনা দেখে জেলে আবদুল আযীয বিস্ময় প্রকাশ করে। উৎসুক জনগণ এটা মহান আল্লাহ্‌র অলৌকিক দান বলে অভিহিত করেন।

এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে পরীক্ষার্থীনি ও স্কুল শিক্ষিকা সহ মৃত ৪

এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে গত ২রা মার্চ সাতক্ষীরার কলারোয়া সরকারী কলেজ কেন্দ্রে এক অনভিপ্রেত ঘটনায় পরীক্ষার্থীনি ও শিক্ষিকা সহ ৪ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে অর্ধশতাধিক। এ ছাড়া নিহত পরীক্ষার্থীনির পিতা মেয়ের লাশ দেখে মৃত্যু শয্যাশায়ী।

২রা মার্চ ছিল এসএসসি পরীক্ষার ১ম দিন। পরীক্ষার্থীদের সিট দেখার জন্য অবিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা ঐ দিন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কলেজ গেটে ভিড় জমাতে থাকে। সকাল সাড়ে ৯টায় কর্তৃপক্ষ গেট খুলে দিলে তাড়াহুড়া করে তারা সিড়ি দিয়ে ২য় তলায় উঠতে থাকে। কিন্তু উপরের গেট বন্ধ থাকায় সিড়িতে ভিড় জমে। সুযোগ সন্ধানী এক দল বখাটে যুবক এ সময় মেয়েদের উপর হামলা চালালে পরীক্ষার্থীনিরা সহ অভিভাবক অনেক মেয়ে চরম ভাবে লাঞ্ছিত হয়। বখাটেদের হাত থেকে সম্ভ্রম রক্ষার্থে মেয়েরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করলে পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীনি হঠাৎগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্রী শামসুন্নাহার লিপি, কলারোয়া আমানুল্লাহ কলেজের ছাত্র হাবীবুর রহমান (২৩), যুগীখানী হাইস্কুলের শিক্ষিকা ফযীলা বেগম (৩৬) ও ক্রিকেটার মামূনুর রশীদ ঘটনাস্থলে মারা যায়। এ ঘটনায় কলারোয়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনগণ থানা, ইঞ্জিনিয়ার অফিস, টিএনও-র অফিস ও বাসা ভাংচুর করে এবং থানা কম্পাউণ্ডের মধ্যে থাকা ৫টি গাড়ী ভাংচুর করে। জনগণ আহতদের দেখতে যাওয়া টিএনও-কে ৩ ঘন্টা হাসপাতালে অবরুদ্ধ করে রাখে।

শতরূপা জুয়েলারী হাউজ

সুশিক্ষা মানুষকে যেমন মনুষ্যত্বের দিকে ফিরিয়ে আনে তেমনি সর্বাধুনিক সুন্দর অলংকার রমণীদের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে।

সর্বাধুনিক অলংকারের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

মালিকঃ মোঃ রিয়াজ উদ্দিন
মালো পাড়া, রাজশাহী
ফোন নং- ৭৭৫৪৯৫

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

http://islaminonesite.wordpress.com

বিদেশ

আবারও পাক-ভারত যুদ্ধের আশংকা

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইকে গুজরাল হুঁশিয়ার করে বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বীতা দু'টি রাষ্ট্রকে চতুর্থ যুদ্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে একটি পাক-ভারত মৈত্রী ফোরাম বলেছে, এই দু'দেশের অবিলম্বে আলোচনায় বসা উচিত। নতুবা বর্তমান পরিস্থিতি প্রতিটি দেশের সামাজিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে এবং এর ফলে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হবে।

গুজরাল বলেন, ভারত ও পাকিস্তান উভয়েরই উচিত তাদের সুর নরম করা। কারণ এই অঞ্চলের শান্তি হুমকির সম্মুখীন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ১৯৯৭ সালের মে মাসে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের সঙ্গে তার ঐতিহাসিক বৈঠকের পর দ্বি-পক্ষীয় সম্পর্কের অবনতিতে তিনি উদ্বিগ্ন। তিনি জানান, তার এবং দক্ষিণ এশীয় ২০ জন পণ্ডিত, সাংবাদিক, কূটনীতিক ও রাজনীতিকের এক আবেদনে ভারত ও পাকিস্তানকে উত্তেজনা হ্রাস এবং গত বছরের লাহোর শান্তি প্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১ ফেব্রুয়ারী কলম্বোতে মৈত্রী ফোরামের দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি অন্বেষার ওপর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বক্তাগণ উপরোক্ত মন্তব্য করেন। সম্মেলনে পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান আফবাসিয়া খটক, পাকিস্তানের মৈত্রী ফোরাম সাধারণ সম্পাদক ইফতেখারুল হক এবং ভারতের সাবেক নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এ এল রামদাস যোগ দেন।

জিএমফুড নিয়ে বিশ্বে হৈচৈঃ আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর

সারা বিশ্বে সবুজ বিপ্লব যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল তখনই যাত্রা শুরু বায়োটেকনোলজি বা প্রাণ প্রযুক্তির। আর এ প্রাণ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনে আসে এক নতুন বিপ্লব। উৎপাদিত হ'তে থাকে অধিক ফলনশীল পণ্য, খাদ্যশস্য, বীজ ইত্যাদি। আর এ প্রাণ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রীকে বলা হয় 'জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড' বা সংক্ষেপে জিএমফুড।

জিএমফুড নিয়ে সারা বিশ্বে হৈচৈ পড়ে যায়। বিশেষ কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিবেশ বাদীরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। অভিযোগ ওঠে এই প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে পরিবেশ মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে; প্রজাতির বিলুপ্ত ঘটবে এবং চরম স্বাস্থ্যহানি ঘটবে। সুতরাং এটি নিষিদ্ধ করার দাবী ওঠে। যদিও এর বিরূদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই। আর এমনি এক প্রেক্ষাপটে ১৪০টি দেশের প্রতিনিধিগণ গত ২৯ জানুয়ারী রাতে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার পর জিএমফুড ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে পৌঁছেন কানাডায় অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। চুক্তিটিতে এ মর্মে অনুমোদন দেয়া হয়েছে যে, উৎপাদিত খাদ্য ও পণ্য সামগ্রীটি নিরাপদ-এ মর্মে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাতে না পারলে যে কোন দেশ জেনেটিক্যাল মডিফাইড পণ্য আমদানী নিষিদ্ধ করতে পারবে। এর আগে গত ফেব্রুয়ারীতে কানাডায় ১২৫টি রাষ্ট্রের অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গৃহীত একটি খসড়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাধার কারণে ঐ সম্মেলন ব্যর্থ হয়। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে সারা বিশ্বে প্রায় ৭০ মিলিয়ন একর জমিতে এসব উন্নত ফলনশীল পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে তাদের উৎপাদিত শস্যের ২৫ শতাংশ ও সয়াবিনের ৪০ শতাংশ এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন করে থাকে।

অলৌকিক ভাবে রক্ষা!

আড়াইশ' ফুট উঁচু খাড়া পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েও ১১ বছরের একটি বালক অলৌকিক ভাবে বেঁচে গেছে। ইমার্জেন্সি সার্ভিসের কর্মকর্তারা জানান, ইংল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম এলাকা স্কিনিং গ্রেভের এই দুর্ঘটনায় বালকটি মাথা ও পিঠে মারাত্মক আঘাত পায়। কর্মকর্তারা ছেলেটির নাম বলতে পারেননি। তারা জানান, বালকটি স্কিনিংগ্রেভের বৌলবী পর্বতের বাবা-মা ও তাদের কুকুরের সঙ্গে হাঁটছিল। এ সময় তারা এক মারাত্মক ঝড়ের কবলে পড়লে সে নিখোঁজ হয়। উপকূল রক্ষীরা অবশ্য পর্বত চূড়ায় তার পড়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখতে পান এবং বিমান বাহিনীর হেলিকাপ্টার ক্রুরা তাকে সমুদ্র সৈকত থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।

উইঞ্চম্যান মার্ক ভিকারি নামের একজন হেলিকাপ্টার ক্রু বলেন, ছেলেটি বেঁচে আছে দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। তিনি বলেন, ১৫ ফুট উপর থেকে পড়লেই বেঁচে থাকা মুশকিল অথচ ছেলেটি বিস্ময়কর রূপে ভাগ্যবান।

শিল্পোন্নত বিশ্বের জনসংখ্যা আরও কমবেঃ বাধ্য হবে গরীব দেশ থেকে শ্রমিক আমদানিতে

জাতিসংঘ এই মর্মে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে যে, আগামী

http://islaminonesite.wordpress.com

৫০ বছরে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের জনসংখ্যা যে হারে হ্রাস পাচ্ছে, যার ফলে শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলো তাদের শ্রমিক ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশী শ্রমিক আমদানিতে বাধ্য হ'তে পারে।

জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগের পরিচালক যোশেপ সামাই বার্তা সংস্থা **'আইপিএমকে'** জানান, জনসংখ্যা হ্রাস ও বৃদ্ধির প্রভাব সমাজের সকল ক্ষেত্রে যেমন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ফেলবে। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ হচ্ছে মহিলাদের সন্তান জন্মদানের অক্ষমতা ও মানুষের গড় আয়ু বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়া। পশ্চিমা ও শিল্প সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলো যারা ইতিপূর্বে তৃতীয় বিশ্ব থেকে শ্রমিক আমদানি সীমিত করার প্রচেষ্টা নিয়েছিল, তারা এখন অভিবাসন আইন শিথিল করতে বাধ্য হবে। ইউএনএফপিএ ১৯৯৯ সালে 'বিশ্ব জনসংখ্যার অবস্থা' শীর্ষক তার প্রতিবেদনে এই মর্মে গুরুত্ব আরোপ করেন যে, বিশ্বের দরিদ্রতম ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই উন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে তাদের সেসব দেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করতে হবে। এটা নিঃসন্দেহে জনবহুল ও গরীব দেশগুলোর জন্য সুসংবাদ।

সমুদ্রের গভীর তলদেশে অদ্ভুত প্রাণী

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য, মেক্সিকো উপসাগরের গভীর তলদেশে কোঁকের আকৃতির অদ্ভুত ধরণের এক অমেরুদন্ডী প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে। সমুদ্রের ১ হাযার ৭ শ' ফুট, গভীর তলদেশে বিচরণকারী অদ্ভুত এসব প্রাণী আড়াইশ বছরের বেশী কাল বেঁচে থাকে। বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ পর্যন্ত এটি সবচেয়ে দীর্ঘায়ু অমেরুদন্ডী প্রাণী। পেনসেলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকগণ বলেছেন, এই টিউব ওয়ার্মের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে 'ল্যামেলি ব্রাসিয়া'। এরা আহার করে না। সমুদ্র তলদেশের ফাটল নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ থেকে শক্তি শোষণ করে নিয়ে জীবন ধারণ করে। এদের দৈর্ঘ্য ১০ ফুট অথবা তারও বেশী হয়ে থাকে। এ ধরণের প্রজাতি এটিই প্রথম আবিষ্কার। ১৯৮০ এর দশকে বিজ্ঞানীগণ সর্বপ্রথম এই প্রাণী সম্পর্কে জানতে পারেন। এরা লাখে লাখে এক সঙ্গে মিলে দলবদ্ধ হয়ে মহাসাগরের তলদেশের বিশাল এলাকা জুড়ে বসবাস করে। জোঁকের আকৃতির অমেরুদন্ডী এই প্রাণীর দেহ সংকুচিত ও প্রসারিত হয়।

মসজিদে আযান দেওয়ার অনুমতি প্রদান

নরওয়ের সরকার সে দেশের মসজিদ গুলি থেকে মাইকে জুম'আর ছালাতের আযান প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন। খ্রীষ্টান প্রধান এই দেশে প্রথমবারের মত মাইকে আযান দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হ'ল। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানান, ধর্মীয় স্বাধীনতার অংশ হিসাবে এই অনুমতি দেওয়া হ'ল। এতদিন খ্রীষ্টানদের প্রার্থনার জন্য রবিবারে বেল বাজাতে দেওয়া হ'ত।

শ্রাবণী সিল্ক প্রিন্টিং ফ্যাকটরী

এখানে চায়না হ'তে আগত এক নম্বর সিল্ক সুতার তৈরী ডিসচার্জ, স্ক্রীন, বাটিক প্রিন্ট, ব্লক প্রিন্ট শাড়ী খুচরা ও পাইকারী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

এখানে ওয়াস ও সার্ভিসিং করা হয়।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (বাবু)
পরিচালক
শ্রাবণী সিল্ক প্রিন্টিং ফ্যাকটরী
বিসিক, সপুরা, রাজশাহী।

নতুন শতকের শুরুতে নতুন চমক

নিউ সাত্তার ব্রাদার্স

পবিত্র ঈদ এবং নতুন শতকের শুরুতে মহিলাদের নতুন ডিজাইনের পোশাকের অপূর্ব সমাহার

সোনাদীঘির মোড়
রাজশাহী

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলিম জাহান

ইসলামী পোষাক পরায়!

পোষাক পরিধানের প্রচলিত নিয়মকে উপেক্ষা করে ইসলামী পোষাক পরিধান করায় তুরস্কের শিক্ষামন্ত্রণালয় সে দেশের তিনশ'রও বেশী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষককে তাদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেছে। শিক্ষামন্ত্রী সে দেশের সংবাদ সংস্থা 'আনাতোলিয়া'কে জানান শিক্ষকগণ মন্ত্রণালয় নির্ধারিত পোষাক না পরে ইসলামী পোষাক পরে কাজ করছিলেন। তিনি আরো বলেন, সকল চাকুরীরতদের পোষাক সংক্রান্ত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। কোন অবস্থাতেই মৌলবাদী কার্যক্রমকে মেনে নেওয়া হবে না।

ওসামা বিন লাদেনকে গ্রেফতার করতে নতুন কৌশল

ওসামা বিন লাদেনের খোঁজ দিতে পাকিস্তানীদের উৎসাহিত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক অভিনব কৌশল ব্যবহার করছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারীতে পাকিস্তানের আফগান সীমান্তবর্তী শহর পেশওয়ারে ওসামা বিন লাদেনের ছবি সম্বলিত ম্যাচ বাক্স বিতরণ করা হয়। ম্যাচ বাক্সগুলোতে উর্দূ ভাষায় ওসামা বিন লাদেনের খোঁজ দেয়ার বিনিময়ে ৫ লাখ মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

পাকিস্তানে প্রধান বিচারপতি সহ ১৩ জন বিচারপতিকে বরখাস্ত

পাকিস্তানের সামরিক সরকার সে দেশের প্রধান বিচারপতি সহ ১৩ জন সিনিয়র বিচারককে চাকুরী হ'তে বরখাস্ত করেছে। সামরিক সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য নতুন করে শপথ নিতে অস্বীকার করায় তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্তকৃতদের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের ৫ জন বিচারকও রয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি সহ ১৩ জন বিচারপতিকে বরখাস্ত করায় পাকিস্তানে বিভিন্ন মহলের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তাদের মতে বিচারকদের বরখাস্তের ঘটনা বিচার বিভাগের প্রতি আঘাত ও সামরিক শাসন জারির মহড়া।

এদিকে বরখাস্তকৃত প্রধান বিচারপতি সাঈদুযযামান সংবাদপত্রে জানান, আমি নতুন করে শপথ নিতে অস্বীকার করেছি। কারণ এই আদেশটি সংবিধান পরিপন্থী। তিনি আরো বলেন, আমার এ পদক্ষেপের ফলে অন্ততঃ প্রথম একটি ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে যে, বিচার বিভাগকে গোলামে পরিণত করা সম্ভব নয়।

মাওলানা মাস'উদ আযহার গ্রেফতার

পাকিস্তানের সামরিক সরকার কাশ্মীরী জঙ্গীবাদী মাওলানা মাস'উদ আযহারকে গ্রেফতার করেছে। কাশ্মীরে ভারতের শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য একটি নতুন দল গঠন করার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বিমান ছিনতাইকারীদের দাবীতে ভারত সরকার যে তিন জনকে মুক্তি দিয়েছিল মাস'উদ আযহার ছিলেন তাদের অন্যতম। গ্রেফতারের পর তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হয়নি।

গুপ্ত বোমায় তালেবানদের বিমান বিধ্বস্ত

গত ২১ ফেব্রুয়ারী এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে কাবুল বিমান বন্দরে তালেবান সরকারের একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা এস,ইউ-২ জেট বিমানের নীচে গোপনে বোমাটি পেতে রাখে। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় বোমাটি আকস্মিক বিস্ফোরিত হ'লে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি।

মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে নিহত ৪

পাকিস্তানের বন্দরনগরী করাচীর একটি মসজিদে সম্প্রতি একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে অন্ততঃ ৪ ব্যক্তি নিহত এবং বেশ কিছু মুছল্লী আহত হয়েছেন। আফগান শরণার্থীরা করাচীর যে এলাকায় থাকেন, সেখানকার একটি মসজিদে এই বোমাটি বিস্ফোরিত হয়।

আদভানীকে আদালতে হাযির হওয়ার নির্দেশ

বাবরী মসজিদ ধ্বংস মামলার বিচার কাজ এগিয়ে চলছে। এই মামলার শুনানী গ্রহণকারী বিশেষ সিবিআই আদালতে মামলার শুনানীর জন্য মামলার আসামী ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আদভানী সহ সকল আসামীকে আগামী ২৮ মার্চ ব্যক্তিগত ভাবে আদালতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঢাকা মেটাল প্রোডাক্টস

এখানে থাই এ্যালুমিনিয়ামের দরজা, জানালা, ফলস সিলিং, এ্যলুমিনিয়াম ফেব্রিকেশন ও ষ্টিল আসবাবপত্র তৈরী ও সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা মেটাল প্রোডাক্টস
কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোড, রাজশাহী
ফোন ঃ ৭৭১৫৫৭
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-৭২১-৭৭৩০৬০

http://islaminonesite.wordpress.com

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

অদ্ভুত সাইকেল!

বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ওঠার জন্য মইয়ের প্রয়োজন নেই। বৈদ্যুতিক খুঁটি বেয়ে তড়তড়িয়ে উঠে যায় এমন সাইকেল আবিষ্কৃত হয়েছে। অভিনব এ সাইকেলটির প্রস্তুতকারক 'রাশিয়া পলিটেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট অব কানসাস'-এর প্রযুক্তিবিদরা।

বিশ্বের সবচেয়ে দামি হাত ঘড়ি বিক্রয়

বিখ্যাত ঘড়ি নির্মাতা 'প্যাটেক ফিলিপ' বিশ্বের সবচেয়ে দামি হাতঘড়ি নির্মাণ করেছে। সম্প্রতি এই দুর্লভ হাত ঘড়িটি জেনেভায় ১৯ লাখ ১৮ হাযার ৩৮৭ ডলারে বিক্রি হয়েছে। ১৮ ক্যারেট সোনা দিয়ে তৈরি এ ঘড়িটিতে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ প্রদর্শন করার মত একটি স্টপ ওয়াচ আছে, যা একটি বোতামের সাহায্যে সহজেই চালানো যায়। এতে ছোট একটি দিনপঞ্জিও আছে। জেনেভার নিলাম সংস্থা অ্যান্টিকোরাম অকশনারিজ জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের একজন সংগ্রাহক এ ঘড়িটি কিনেছেন। তবে এ সংগ্রাহকের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

বিশ্বের দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু

গত বছর জাপানে বিশ্বের দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু উদ্বোধন করা হয়েছে। এই সেতুটি নির্মাণ করতে সময় ব্যয় হয়েছে ১০ বছর এবং অর্থ ব্যয় হয়েছে ৯৭০ কোটি ডলার। জাপানের প্রধান দ্বীপ হনশু এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় শিকোকু দ্বীপের মধ্যে ত্যাকাশি বরাবর এই সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৮৮ সালে সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সেতুটি ৩৯১১ মিটার দীর্ঘ। সেতুটি নির্মাণে ১,৯৩২০০ টন ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছে। নিচ দিয়ে জাহাজ চলাচলের উপযোগী এই সেতুটির উপর দিয়ে চলাচলকারী গাড়ীকে টোল হিসাবে গুনতে হবে ২৪ ডলার।

বুদ্ধিমান ঔষধের বোতল!

ঔষধ খেয়েছে কি খায়নি এমন দ্বিধা দ্বন্দ্বে রুগীদের প্রায়ই ভুগতে হয়। আবার মনের ভুলে রুগীরা ২ বার ও ঔষধ খেয়ে নেয়। আর এ অবস্থা মোকাবিলায় আবিস্কার করা হয়েছে বিশেষ ধরণের শিশি। এ ধরনের শিশির ঢাকনার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি বুদ্ধিমান মাইক্রোপ্রসেসর। যতবার বোতলটির ঢাকনা খোলা হবে ততবারই সাথে সাথে মাইক্রোপ্রসেসরটি তারিখ ও সময় লিখবে। ফলে রুগী সহজেই বুঝতে পারবে ঔষধ খেয়েছে কি-না।

যান্ত্রিক নাক আবিস্কার!

মানুষের শরীরের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটি হচ্ছে নাক। এতদিন হচ্ছে গন্ধ নেয়া পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল প্রাণীরা ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে গন্ধ নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বিখ্যাত সাইরোনোসাইসেন্স কোম্পানী সে ধারণা পাল্টে দিয়ে বাজারজাত করেছে গন্ধ চিনতে পারে এমন যন্ত্র। যন্ত্রটি দেখতে ঠিক কম্পিউটার মাউসের মত। কৃত্রিম পলিসর সেন্সের সাহায্যে এই যন্ত্র বাতাসে ভাসমান গন্ধকে বিশ্লেষণ করে বলে দিতে পারবে এর উৎস কি। নষ্ট খাবার, রাসায়নিক দ্রব্য এমনকি মাটির নীচে পুঁতে রাখা মাইনের রাসায়নিক গন্ধও এই যান্ত্রিক নাককে ফাঁকি দিতে পারবে না।

মাছ কথা বলতে পারে!

মাছ কথা বলতে পারে- এ যেন অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য। টিয়া, ময়না ইত্যাদি মানুষের মত কথা বলতে পারে, মাছ কেন পারবে না? আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে একটি মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে, যে মাছটি কথা বলতে পারে। মাছটির নাম "পরপয়স"। শুকুক জাতীয় এই সামুদ্রিক মাছটি বাচ্চা প্রসব করে এবং এরা স্তন্যপায়ী। এরা বুদ্ধিমান এবং খুবই চালাক। এরা মানুষকে অনুসরণ করে এবং মানুষের মত কথাও বলতে পারে। এদের মাথায় একটা ছিদ্র রয়েছে। এটিই এদের নাক। শ্বাস প্রশ্বাসের সময় এরা মাথার অগ্রভাগ পানির উপরে তুলে দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য সম্পন্ন করে। এদের প্রায় ১০০টির মত দাঁত আছে। কোন কোন "পরপয়স" মাছের গায়ের রং কালো। আবার কোনটির গায়ের রং পিঙ্গল বর্ণের হয়ে থাকে।

শরীর পরিষ্কারের মেশিন আবিষ্কার

জাপানের বিখ্যাত প্রসাধন সামগ্রী নির্মাতা প্রতিষ্ঠান "অ্যাভান্ত" আবিষ্কার করেছে মানুষের শরীর পরিষ্কার করার মেশিন "সানডে লুবাই ৯৯৯"। এই মেশিনটির মধ্যে কেবল মাথা ছাড়া পুরো শরীরটা ঢুকিয়ে সুইচ টিপে দিলেই পানি অবলোহিত রশ্মি ও গরম বাতাসের সাহায্যে মেশিনটি অল্পক্ষণের মধ্যেই শরীর ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার করে দিবে। তবে একবার শরীর পরিষ্কার করতেই ৮ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪০০ বাংলাদেশী টাকা লাগবে।

সবাইকে স্বাগতম

আর ঢাকা নয় রাজশাহীতেই এখন পাওয়া যাবে ঢাকার মিষ্টি

আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎকৃষ্টমানের বিভিন্ন রকম মিষ্টি, দৈ অর্ডার মাফিক সরবরাহ করি।

বনফুলের মিষ্টি এ যুগের সেরা সৃষ্টি

নিউ বনফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপণী

আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী
ও
শাপলা প্লাজা, ষ্টেশন রোড, রেলগেট- রাজশাহী।

http://islaminonesite.wordpress.com

সংগঠন সংবাদ

তাবলীগী ইজতেমা ২০০০

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে গত ১৮ ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্র ও শনিবার দুই দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা দারুল ইমারত, নওদাপাড়া, রাজশাহী সংলগ্ন নবনির্মিত ট্রাক টার্মিনালে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন বাদ আছর তিলাওয়াতে কালামে পাকের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। দেশের অন্যূন ৪০টি যেলা থেকে আগত লক্ষাধিক কর্মী ও শ্রোতামণ্ডলীর উদ্দেশ্যে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

স্বাগত ভাষণঃ তাবলীগী ইজতেমা২০০০ -এর আহবায়ক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী হাম্দ ও ছানার পর তাঁর স্বাগত ভাষণে উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম, শ্রোতামণ্ডলী, স্বেচ্ছাসেবক ও ইজতেমায় বিভিন্নভাবে সাহায্যকারীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও স্বাগত জানান। তিনি বলেন, অনিবার্য কারণে ইজতেমার সময় একদিন পিছাতে হয়েছে। এর ফলে যারা এক দিন আগেই ইজতেমায় যোগ দেয়ার জন্য এসেছেন, তাদের অনেক কষ্ট হয়েছে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তিনি ইজতেমাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সকলের আন্তরিক সাহায্য কামনা ও শ্রোতাদেরকে মনোযোগ সহকারে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য শোনার আবেদন রেখে তার স্বাগত ভাষণ শেষ করেন।।

উদ্বোধনী ভাষণঃ হাম্দ ও ছানার পর উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, বছরে একবার আহলেহাদীছ জামা'আতের পুনর্মিলনের মাধ্যম হিসাবে তাবলীগী ইজতেমা একটি সুন্দর পদ্ধতি। উত্তরোত্তর আপনাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা আমাদের সাংগঠনিক শক্তিকে আরো মযবুত ও সুদৃঢ় করছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও অন্যান্য আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য বুঝানোই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, সমগ্র পৃথিবী আজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদিকে আল্লাহ প্রেরিত বিধান আর অন্যদিকে মানব রচিত বিধান। মানুষ আল্লাহ কর্তৃক শাসিত হবে, না মানুষ মানুষ কর্তৃক শাসিত ও শোষিত হবে, আজ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার পালা এসেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলার যমীনে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যত নিরাপত্তা আইনই করা হৌক না কেন, তা মানুষকে শান্তি বা নিরাপত্তা দিতে পারবে না। কারণ, মানুষ গায়েবের খবর রাখেনা।

তিনি বলেন, বন্ধুগণ! আজকে আমাদের পূর্ব পুরুষদের জিহাদী তপ্ত খুনকে নিভিয়ে দিয়ে ছাই বানিয়ে তাদের ঘরে শিরক-বিদ'আত জেঁকে বসেছে। যারা গোটা বাংলার মানুষকে হেদায়াত করবে, তাদেরকে আজ হেদায়াত করতে হচ্ছে। এভাবে যুগ যুগ ধরে সংগঠনের অভাবে চেতনাহীন আহলেহাদীছ জামা'আত একটা স্রোতহীন নদীতে পরিণত হয়েছিল। এ মর্মবিদারক দৃশ্য দেখে আমাদের মন ব্যাথায় কুকিয়ে ওঠে। তাই আমরা এগিয়ে আসি এ ঘুণেধরা আহলেহাদীছ জামা'আতকে চাঙ্গা করতে। নানা দায়িত্ব ও ব্যস্ততার মাঝেও যখন বছরে দু'টো দিন আপনাদেরকে আমাদের সম্মুখে পাই, তখন মনের মাঝে নতুন করে আবার জিহাদী জাযবা জেগে ওঠে। যদি এভাবে আপনাদেরকে আন্দোলনের সাথী হিসাবে পাই, তাহ'লে কিছু একটা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

তিনি বলেন, আজকে আমাদের সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ত্বাগূতের জয়ধ্বনি চলছে। আর বাংলার আহলেহাদীছরা তা দেখে চুপচাপ বসে আছে। আমাদেরকে সচেতন হ'তে হবে। আমাদের সচেতনতার সময় এসেছে। আমরা অচেতন মানুষের ভীড় চাইনা। আমরা চাই এমন একদল সচেতন মুত্তাক্বী পরহেযগার ও যোগ্য মানুষ, যারা এদেশের সমাজ জীবনে বিপ্লব নিয়ে আসবে। আগে ব্যক্তি, তারপর পরিবার, এভাবেই সমাজ তথা রাষ্ট্র পরিবর্তন হবে। তাই আজকের এই তাবলীগী ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণে আপনাদেরকে যাবতীয় ত্বাগূত বর্জন করে ও সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পনের আহ্বান জানাই।

পরিশেষে তিনি ইজতেমায় আগত শ্রোতামণ্ডলীকে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অনুরোধ, ট্রাক টার্মিনাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং সর্বোপরি ত্বাগূত থেকে মুখ ফিরিয়ে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহ্র পথে চলার আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ্র নামে তাবলীগী ইজতেমা ২০০০ -এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সারগর্ভ উদ্বোধনী ভাষণের পর দেশ-বিদেশের আমন্ত্রিত ওলামায়ে কেরাম একে একে বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য শুরু করেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

এক বৎসর বিরতির কারণে এ বৎসরের ইজতেমা ছিল অত্যন্ত গুরুত্ববহ। বিভিন্ন যেলা থেকে দেড়শতাধিক গাড়ী রিজার্ভ করে কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পূর্বের যেকোন ইজতেমার চেয়ে ছিল ব্যাপক। হরতালের কারণে ইজতেমার তারিখ একদিন পিছানো হ'লেও অনেক কর্মীকে আগেই চলে আসতে দেখা গেছে।

ইজতেমায় পুরুষ প্যাণ্ডেলের পাশাপাশি মহিলাদের জন্যও পৃথক প্যাণ্ডেল করা হয়। বিভিন্ন যেলা থেকে আগত মহিলাদের জন্য একটি এবং স্থানীয় মহিলাদের জন্য একটি মোট দু'টি মহিলা প্যাণ্ডেল ছিল। মহিলাদের পৃথক টয়লেট, পানি ও ওযূর ব্যবস্থা রাখা হয়। বিভিন্ন যেলা থেকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মহিলা শাখার বহু মা-বোন ইজতেমায় আগমন করেন। তাদের থাকার জন্য মাদরাসার পশ্চিম পার্শ্বের বিল্ডিংয়ের একটি ফ্লোর বরাদ্দ রাখা হয়। ইজতেমায় আগমণকারী শ্রোতাদের খাবারের সুবিধার জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে মূল প্যাণ্ডেলের পাশেই খাবারের হোটেলের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও প্যাণ্ডেলের অদূরে খাবারের হোটেল সহ বিভিন্ন দোকান বসেছিল। যা থেকে শ্রোতারা তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হন।

সুধী সমাবেশঃ ইজতেমার দ্বিতীয় দিন শনিবার সকাল ১০ ঘটিকায় দারুল ইমারত মারকাযী জামে' মসজিদে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বিভিন্ন যেলা থেকে আগত শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আইনজীবি সহ বিভিন্ন পেশাজীবি ও বুদ্ধিজীবিদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মিলিত হন। দু'ঘন্টার এ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। মুহতারাম আমীরে জামা'আত এ সময় পেশাজীবিদের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কর্মস্থলে দাওয়াতী কাজ চালানোর আহ্বান জানান।

মহিলা সমাবেশঃ একইদিন বিকাল ৪টা থেকে ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মহিলা বিভাগের পরিচালিকা মুহতারামা তাহেরুন নেসার পরিচালনায় মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা সবাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। দরসে কুরআন পেশ করেন কুমিল্লা যেলা আন্দোলন-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। এ সময় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০০-এ অংশগ্রহণকারিণী মহিলাদের ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ফলাফল প্রকাশ করেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর উপ-সচিব এস, এম আব্দুল লতীফ এবং পুরস্কার বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় সভানেত্রীর পক্ষে ঢাকা যেলা সভানেত্রী বেগম শামসুন্নাহার।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাঃ ইজতেমার দ্বিতীয় দিন সকাল ৯ ঘটিকায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনায় দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০০ -এ আঞ্চলিক ভাবে বিজয়ীদের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। হাদীছ, ক্বিরাআত, আযান ও জাগরণী এ চারটি বিভাগে আঞ্চলিক ভাবে বিজয়ীগণ কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

একই দিন বাদ এশা ইজতেমা ময়দানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিজয়ীরা হ'লেনঃ

১. হাদীছ প্রতিযোগিতাঃ

'ক' গ্রুপ (পুরুষ) (৪০টি হাদীছ মুখস্ত)ঃ ১ম- মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

'ক' গ্রুপ (মহিলা)ঃ ১ম- মুসাম্মাৎ ত্বাইয়েবা খাতুন (বগুড়া)।

'খ' গ্রুপ (পুরুষ) (২৫টি হাদীছ মুখস্ত)ঃ ১ম- মুহাম্মাদ হাশেম আলী (নওদাপাড়া মাদরাসা), ২য়- মুহাম্মাদ আবদুল্লা-হিল কাফী (নওদাপাড়া মাদরাসা), ৩য়- মুহাম্মাদ মোকাররম হুসাইন (নওদাপাড়া মাদরাসা)।

'খ' গ্রুপ (মহিলা)ঃ ১ম- মুসাম্মাৎ শরীয়া খাতুন (রাজশাহী), ২য়- জেসমিন সুলতানা (জয়পুরহাট), ৩য়- সুফিয়া খাতুন (বগুড়া)।

'খ' গ্রুপ (যুবসংঘ)ঃ ১ম- হাফেয গরীব হোসায়েন (রংপুর), ২য়- হাফেয মনীরুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), ৩য়- হাফেয জাহিদুল ইসলাম (রংপুর)।

২. ক্বিরাআত প্রতিযোগিতাঃ

'খ' গ্রুপ (মহিলা সংস্থা)ঃ ১ম- মুসাম্মাৎ সুফিয়া খাতুন (বগুড়া), ২য়- মুসাম্মাৎ শরীফা খাতুন (রাজশাহী) ও ৩য়- মুসাম্মাৎ সুফিয়া খাতুন (নাটোর)।

৩. আযান প্রতিযোগিতাঃ

'খ' গ্রুপ (যুবসংঘ)ঃ ১ম- মুহাম্মাদ আবদুল বারী (নওদাপাড়া, রাজশাহী), ২য়- হাফেয জাহিদুল ইসলাম (রংপুর) এবং ৩য় মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম (জয়পুরহাট)।

৪. জাগরণী প্রতিযোগিতাঃ

'খ' গ্রুপ (যুবসংঘ)ঃ ১ম- মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম

http://islaminonesite.wordpress.com

(জয়পুরহাট), ২য়- মুহাম্মাদ সেলিম রানা (রাজশাহী), ৩য়- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ (সাতক্ষীরা)।

উল্লেখ্য, বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার হিসাবে বিভিন্ন ইসলামী বই প্রদান করা হয়।

দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় বাংলাদেশের মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (ঢাকা), মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাপাই নবাবগঞ্জ), মাওলানা আব্দুর রহীম (বাগেরহাট), মাওলানা মোশাররফ হোসাইন আখন্দ (ঢাকা), মাওলানা মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ (পাবনা), মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), আকরামুযযামান (ঠাকুরগাঁ), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা) প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বিদেশী মেহমানদের মধ্যে আহমাদ আলী আর-রূমী (সঊদী আরব), শায়খ আহমাদ আশ-শায়খ (সঊদী আরব), শায়খ রহমাতুল্লাহ নাযির খান (সঊদী আরব), আবু আব্দুর রহমান আহমাদ ওছমান হাজরায (লিবিয়া), আবু ফুয়ালা (লিবিয়া), শায়খ মনছুর আবদুর রহমান আল-কাযী (সঊদী আরব), শায়খ হুসাইন আব্দুল্লাহ আল-ইয়ামী (সঊদী আরব), মুবারক ইবরাহীম আল-খালেদী, আত-ত্বাইয়েব বু মে'রাফ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রস্তাবনাঃ

ইজতেমার দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত জনতা কর্তৃক সমর্থিত নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনার জন্য দেশের সরকার, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের নিকট পেশ করা হয়-

১. জনগণ বা সংসদ নয় বরং আল্লাহ্কে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে গ্রহণ করা।

২. বৈষয়িক ও কারিগরী শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষার সকল স্তরে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

৩. ইসলামী অর্থ ও বিচার ব্যবস্থা কঠোর ভাবে বাস্তবায়ন করা।

৪.আজকের ইজতেমা চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, কসোভো, কাশ্মীর সহ বিশ্বে বিভিন্ন দেশে পরিচালিত মুসলিম নির্যাতনে কঠোর নিন্দা প্রকাশ করে এবং নির্যাতন বন্ধের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি জোর দাবী জানায়।

৫. ডঃ কুদরত-ই-খুদার ইসলামী মূল্যবোধ বিধ্বংসী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন না করার জন্য জোর দাবী জানায়।

৬. নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস দমন পূর্বক জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য জোর দাবী জানায়।

৭. সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, লটারী, নগ্নতা ও বেহায়াপনা বন্ধ করার জন্য জোর দাবী জানায়।

৮. রেডিও, টেলিভিশন সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে অশ্লীল অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য জোর দাবী জানায়।

৯. সম্প্রতি প্রবীন আলেম খুলনার মাওলানা আব্দুর রউফ ছাহেবের বাড়ী, হোমিও হল এবং তাঁর লাইব্রেরী সহ দ্বীনি মাহফিলে ও মসজিদে নগ্ন হামলার জন্য তাবলীগী ইজতেমা তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং বই-এর প্রকাশক ইমতিয়াজ আমীনের মুক্তি দাবী করতঃ অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দাবী করে।।

আমীরে জামা'আতের বাগেরহাট সফর

গত ২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০০০ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার বাগেরহাট যেলার মোমেনডাংগায় (বামনডাংগা) দু'দিন ব্যাপী এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, এদেশের রাজনীতি ইসলাম বিরোধী, এদেশের অর্থনীতি ইসলাম বিরোধী, এদেশের সমাজনীতি ইসলাম বিরোধী। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চায় এদেশকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এর আলোকে ঢেলে সাজাতে।

উল্লেখ্য, প্রথমে তিনি পার্শ্ববর্তী চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে' মসজিদে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। অতঃপর তাওহীদ ট্রাষ্ট-এর সৌজন্যে নবনির্মিত মোমেনডাংগা মাদরাসা মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান এবং বাদ আছর কর্মী ও সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

পরের দিন ২৬শে ফেব্রুয়ারী সকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত খুলনার খালিশপুরে ইমাম পরিষদের সন্ত্রাসীদের হাতে ক্ষতিগ্রস্থ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মাওলানা আব্দুর রউফ ছাহেবের বাসা ও ক্ষতিগ্রস্থ লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ গোলাম মুক্তাদির, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ আবদুর রহমান, মাষ্টার ইয়াকুব হোসায়েন, সাধারণ পরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ বদরুল আনাম, 'আন্দোলন'-এর খুলনা যেলা সেক্রেটারী মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ, এস, এম, আযীযুল্লাহ প্রমুখ।

এদেশের রাজনীতি পরিবর্তন করাই আমাদের রাজনীতি

-ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

গত ৪ঠা মার্চ শনিবার রাজশাহী যেলার তাহেরপুরের বাছাইপাড়া কুঞ্জবাড়ীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন

http://islaminonesite.wordpress.com

বাংলাদেশ' তাহেরপুর এলাকার উদ্যোগে এক বিশাল ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আমি কোন দলের নই, আমি কোন মতের নই, আমি কোন মতবাদের নই। আমি আহলেহাদীছ আন্দোলনের একজন নগন্য খাদেম মাত্র। আমরা চাই আমাদের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে। তিনি বলেন, এদেশের রাজনৈতিক পদ্ধতি ইসলাম বিরোধী। সুতরাং এদেশের প্রচলিত রাজনীতিকে পরিবর্তন করে ইসলামী রাজনীতি প্রবর্তন করাই আমাদের রাজনীতি।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার উপাধ্যক্ষ মাওলানা সাঈদুর রহমান ও মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ, এস, এম আযীযুল্লাহ, রাজশাহী যেলার মুবাল্লেগ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান সহ স্থানীয় অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম। সম্মেলন পরিচালনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন।

মাওলানা আব্দুল মতীন কাসেমী আর নেই

বৃটিশ ভারতে জিহাদ আন্দোলনের অন্যতম প্রবীণ সৈনিক, বিশিষ্ট আলেম ও বাগ্মী মাওলানা আব্দুল মতীন কাসেমী গত ৩রা মার্চ শুক্রবার রাত ৮ টায় রাজশাহী যেলার মতিহার থানাধীন কিসমত কুখণ্ডী গ্রামে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ৩ কন্যা, অসংখ্য ছাত্র, বহু শুভাকাংখী ও গুণগ্রাহী রেখে যান। কর্মজীবনে তিনি মুর্শিদাবাদের ছালেহডাঙ্গা মাদরাসা, কলকাতার মিসরীগঞ্জ দাওরা মাদরাসা, বাংলাদেশের মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা (গাইবান্ধা), নান্দেড়াই আলিয়া মাদরাসা (দিনাজপুর), মাদরাসাতুল হাদীছ (ঢাকা), কামারখন্দ আলিয়া মাদরাসা (সিরাজগঞ্জ), আলাদীপুর মাদরাসা কদমডাঙ্গা ও কলমুডাঙ্গা মাদরাসা (নওগাঁ), জামিরা মাদরাসা, পঞ্চবটী সালাফিয়া মাদরাসা (রাজশাহী) সহ বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। তিনি ঢাকার বংশাল আহলেহাদীছ জামে' মসজিদে এক বছর ইমামতিও করেন।

তিনি নদওয়াতুল ওলামা লাক্ষ্ণৌ এবং জামে'আ ক্বাসেমুল উলূম দেউবন্দে পড়াশুনা করেন। সেকারণ নামের শেষে 'কাসেমী' লিখতেন। তাঁর জন্মস্থান ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ যেলার লালগোলা থানাধীন রামনগর গ্রামে। জন্মঃ বাংলা ১৩৩৬ সালের ১লা চৈত্র মোতাবেক ১৯২৯ সালের ১৪ই মার্চ।

উল্লেখ্য যে, আহলেহাদীছ এর প্রকাশ্য আমল করার কারণে দেওবন্দ থেকে একই দিনে যে ১৬০ জন ছাত্রকে রাতের অন্ধকারে বের করে দেওয়া হয়, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম।

তাঁর মৃত্যু সংবাদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ দারুণভাবে মর্মাহত হন। পরদিন বাদ যোহর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী তাঁর জানাযায় শরীক হন। পূর্ব অছিয়ত এবং মাওলানার স্ত্রী-পুত্র ও তিনজন যোগ্য আলেম জামাইয়ের আবেদনক্রমে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ছালাতে জানাযায় ইমামতি করেন। তাঁর নিজ বাসভবনের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। দাফন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, মাওলানা আব্দুল মতীন কাসেমী একজন মুজাহিদ ছিলেন। তিনি শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন ছিলেন। কাজেই তাঁর কবর শিরক ও বিদ'আতমুক্ত রাখতে হবে। সিনিয়র নায়েবে আমীর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং তাদেরকে ধৈর্যের সাথে দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাকার আহ্বান জানান।

জানাযায় অন্যান্যদের মধ্যে শরীক হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, সহযোগী অধ্যাপক জনাব এ, কে, এম, শামসুল আলম, ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল হক, জনাব আবুবকর ছিদ্দীক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলা উপদেষ্টা জনাব আবুল কালাম আযাদ, নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা বদীউয্যামান, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও **আত-তাহরীকের** সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ। জানাযায় প্রায় দু'শতাধিক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।

হজ্জ সফরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

*'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সঊদী সরকারের আমন্ত্রণে রাজকীয় মেহমান হিসাবে পবিত্র হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে গত ৯ই মার্চ রাজশাহী এবং ১০ই মার্চ বিকেল ৪ টার ফ্লাইটে সঊদী আরবের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। আগামী ২৩শে মার্চের ফিরতী ফ্লাইটে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন ইনশআল্লাহ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

তাবলীগী ইজতেমা ২০০০-য়ে প্রদত্ত বক্তৃতা সমূহের সার সংক্ষেপ

(১) ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
(আমীরে জামা'আত)

হাম্দ ও ছানার পর তিনি সূরা জুম'আ-র ২ নং আয়াত দ্বারা তাঁর বক্তব্যের শুভ সূচনা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজ আপনাদের সম্মুখে আমি কি চাই? কেন চাই? কিভাবে চাই? সে সম্পর্কে পরিস্কার বক্তব্য জানাতে চাই। আমার চাওয়া-পাওয়ার সাথে যদি আপনাদের চাওয়া-পাওয়ার মিল হয়ে যায় এবং এই চাওয়ার সাথে যদি আল্লাহ পাকের রহমত শামেলে হাল হয়ে যায়, তাহ'লেই এ দেশে হয়ত নতুন ভাবে কিছু একটা সৃষ্টি হ'তে যাচ্ছে বলে ধরে নিতে পারি। এর পর তিনি সূরা হূদের ৮৮ নং আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, এ কথাটি আমার নয়। হযরত শু'আইব (আঃ) যখন তাঁর জাতিকে দা'ওয়াত দিয়ে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনিই তাঁর জাতির সামনে এ বক্তব্য পেশ করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ – 'আল্লাহ ছাড়া আমার কোন ক্ষমতা নেই, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাই' (হূদ ৮৮)।

এ ছোট্ট আয়াতে যেমন মুমিনের আল্লাহ্র প্রতি আস্থাশীলতার প্রমাণ লুকিয়ে আছে, ঠিক তেমনি বিপ্লবের একটা সুর ধ্বনিত হচ্ছে। বিস্ফোরণের জন্য একটা নিরব বোমা যেন এর মধ্যে লুকিয়ে আছে।

একজন মানুষ যখন সাথী হারা হয়ে যায়, কেউ যখন তার সাথে থাকে না, সবাই যখন তাকে ছেড়ে যায়, তখন কিন্তু সে এই মৌলিক কথাটিই বলে। আর আল্লাহ যদি তার হয়ে যায়, পৃথিবীর আর কারো হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। এরপর তিনি ভারত উপমহাদেশে পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, যাদের রক্তে ভারত স্বাধীন হয়েছে, সেই সিপাহসালার আল্লামা ইসমাঈল (রহঃ) ও সাইয়িদ আহমাদ (রহঃ)-এর কবর পর্যন্ত আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। মাওলানা এনায়েত আলী ১৮৫৮ সালের ২৩শে মার্চ চানাই পাহাড়ের চড়াইয়ে প্রচণ্ড জ্বরে ও অনাহারক্লিষ্ট অবস্থায় এক প্রকার নিঃসঙ্গ ভাবে ৬৭ বৎসর বয়সে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেদিন জিহাদের প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা ময়দানে নেমেছিলেন। ঝুঁকির মোকাবিলায় টিকতে না পেরে তিনি মাত্র চারজন বাদে সব মুজাহিদকে বিদায় দিয়েছিলেন। তাঁরা আজকে নেই। কিন্তু বেঁচে আছে তাদের রক্ত রাঙানো সোনালী পথ। বিপ্লবের যে পথে একে একে পতন হয়েছে এদেশের কায়েমী স্বার্থবাদী নবাব-নাইট রাজনীতিক ও ধর্ম ব্যবসায়ী শিরক ও বিদ'আতের শিখণ্ডীদের আস্তানা গুলোর। ভেঙ্গে খানখান হয়েছে বৃটিশের তখ্ত-তাউস। স্বাধীন হয়েছে দেশ। কিন্তু আজও স্বাধীন হয়নি মানুষ। ইসলামের ইনছাফ ভিত্তিক শাসন হ'তে মানুষ আজও বঞ্চিত রয়েছে।

তিনি বলেন, জাতীয় সংসদে দু'চারটি আসন লাভ আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। আমাদের পরিস্কার চাওয়া পাওয়া স্রেফ একখানে। আর সেটি হ'ল জান্নাতুল ফেরদাউসের এক কোণে একটুখানি জায়গা পাওয়া। আমরা স্রেফ চেয়েছিলাম যে বাংলার মানুষ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে তাদের সার্বিক জীবন গড়ে তুলুক। এই স্বপ্ন নিয়েই আমরা ময়দানে নেমেছিলাম, এখনও আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব ইনশাআল্লাহ। আজকে আমাদের সমাজের চিত্র 'আইয়ামে জাহেলিয়াতকে'ও হার মানিয়েছে। আমরা প্রযুক্তির দিক দিয়ে কিছুটা উন্নত হ'লেও অসভ্যতা ও পশুত্বের দিক দিয়ে তাদেরকে অনেক ডিঙ্গিয়ে গেছি। আমরা জাহেলিয়াতের নিম্নস্তরে পৌঁছে গেছি। তারা ছিল ডিগ্রীহীন জাহেল, আর আমরা হয়েছি ডিগ্রীধারী জাহেল। তিনি বলেন, বাতিলের সাথে আমাদের কোন আপোষ নেই। যদি কেউ আপোষ করতে আসেন, তবে আপোষ হবে। কিন্তু প্রাসাদে নয়। সেটা হবে ময়দানে। যদি বাংলার যমীনকে আবার ইসলামের মৌলিক আলো দিয়ে আলোকিত করার কারো সাধ থাকে, তবে ঝুঁকি নিয়ে ময়দানে আসুন। কারণ আহলেহাদীছ আন্দোলন 'এসি' রুম থেকে আসেনি, এ আন্দোলন এসেছিল জিহাদের ময়দান থেকে।

তিনি বলেন, বিগত যুগের মুজাহিদরা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে যে পথে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই পথেই নিয়ে যাওয়া ব্যতীত এই আন্দোলনকে কখনোই আন্দোলনে রূপ দেয়া যাবে না। আহলেহাদীছ আন্দোলন সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন। পুরো সমাজকে আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ছাঁচে ঢেলে সাজাতে চাই। এজন্য আহলেহাদীছ আন্দোলন পদবন্টন ও সীট ভাগাভাগির আপোষ করে 'হক' প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস করে না। বাংলাদেশে যত বাতিল মতাদর্শ বিরাজ করছে, এসবের সাথে আপোষ করে নয়, বরং মুকাবিলা করেই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আপোষমুখী আন্দোলনের পথিকৃৎ নয়। আমরা অবশ্যই মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য চাই আদর্শের ভিত্তিতে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে। এই ভিত্তিতে যারা আসবেন, তাদের সবার সাথে আমাদের ঐক্য হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, আমরা সমাজ সংশোধন করতে চাই কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র মাধ্যমে। প্রচলিত কোন মাযহাব, মতবাদ বা ইজমের

http://islaminonesite.wordpress.com

মাধ্যমে নয়।

তিনি বলেন, অনেকে বলে থাকেন 'আহলেহাদীছ' হচ্ছেন মুহাদ্দিছগণ। কিন্তু জেনে রাখুন! 'আহলেহাদীছ' শুধু মুহাদ্দিছগণ নন। ইমাম বুখারী যেমন 'আহলেহাদীছ', তেমনি হাদীছের অনুসারী একজন সাধারণ মানুষও নিজেকে 'আহলেহাদীছ' বলবে। যেমন হানাফী শুধু ইমাম আবু ইউসূফ নন, বরং আবু হানীফা (রঃ)-এর একজন মূর্খ অনুসারীও নিজেকে 'হানাফী' বলে থাকেন। অতএব, কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না রেখে, গর্বিতভাবে নিজেকে 'আহলেহাদীছ' বলার মত হিম্মত অর্জন করুন। এই যুগে 'আহলেহাদীছ' বলাটাও একটা জিহাদ। সুতরাং এদেশে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান কায়েমের বিপ্লবী শপথ নিয়ে এখান থেকে আপনাদের বাড়ী যেতে হবে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। ইনশাআল্লাহ বাংলার যমীন আবার নতুন করে পরিশীলিত হবে।

পরিশেষে তিনি সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানায়ে বলেন, আপনারা বাড়ীতে গিয়ে বসে থাকবেন না। সাংগঠনিক নিয়ম যেভাবে আছে, সেভাবে দাওয়াতে নেমে পড়ুন। অচেতন মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা দিন আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর জন্য আপনাদের জান ও মাল ব্যয় করতে হবে। বিনিময়ে স্রেফ আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করতে হবে।

(২) শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী
(সিনিয়র নায়েবে আমীর)

হাম্‌দ ও ছানার পর 'তাওহীদে উলূহিইয়াত' সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রথমতঃ তাওহীদ তিনভাগে বিভক্ত। যথাঃ (১) তাওহীদে রুবূবিইয়াত (২) তাওহীদে উলূহিইয়াত বা তাওহীদে ইবাদাত ও (৩) তাওহীদে আসমা ওয়াছিফাত। মহান আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও সারা বিশ্বের একচ্ছত্র মালিক হিসাবে বিশ্বাস করাকে তাওহীদে রুবূবিইয়াত বলা হয়। আর যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র নিমিত্তে নিবেদিত এবং এতে কারো শরীক বা অংশীদারিত্ব নেই, এ বিশ্বাস করাকে তাওহীদে ইবাদাত বা উলূহিইয়াত বলা হয়। আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী কুরআন ও হাদীছে যেভাবে বর্ণিত আছে, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই তা বিশ্বাস করার নাম তাওহীদে আসমা ওয়াছিফাত।

এরপর তিনি তাঁর মূল বিষয় 'তাওহীদে উলূহিইয়াত' সম্পর্কে বলতে গিয়ে সূরা আয-যারিয়াত -এর ৫৬ নং আয়াত উদ্ধৃত করেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি জ্বিন এবং ইনসানকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি'। এ আয়াতের মর্মার্থ এই নয় যে, আমরা খাওয়া-দাওয়া, চাকুরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখাপড়া ইত্যাদি করতে পারবনা। শুধু ইবাদতই করতে হবে। বরং এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করার মৌলিক উদ্দেশ্য তার ইবাদত করা, এ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রয়োজনের তাগিদে আমাদেরকে লেখাপড়া ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাকার কাজ করতে হবে। এগুলো হচ্ছে বৈষয়িক ব্যাপার। তবে আমাদের মৌলিক ও মূল লক্ষ্য থাকবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা।

আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ 'হে মানব জাতি! তোমরা সেই প্রভুর ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হ'তে পার' (বাক্বারাহ ২১)।

ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌রই করতে হবে। ইবাদতে তার সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ 'আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করুন' (যুমার ২)।

আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّنِىْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ 'আমিই আল্লাহ! আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত করুন এবং আমার স্মরণার্থে ছালাত কায়েম করুন' (ত্বা-হা ১৪)।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ط وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ 'আর আল্লাহ্‌র কাছেই আছে আসমান ও যমীনের গোপন তথ্য; আর সকল কাজের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে; অতএব, তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী কর এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখ। আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার পালনকর্তা কিন্তু বে-খবর নন' (হূদ ১২৩)।

এ সম্পর্কে আরো অনেক আয়াত আছে, যা আল্লাহ্‌র উলূহিইয়াতের জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

পরিশেষে তিনি বলেন, তাওহীদে ইবাদাত বা উলূহিইয়াত হচ্ছে মূল বা মৌলিক বিষয়। অতএব, এখানে যদি গড়মিল হয়ে যায়, তাহ'লে সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে। ছালাত আদায় করেও জাহান্নামী হ'তে হবে যদি তাতে লৌকিকতা উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং নিখাদচিত্ততার সাথে, আল্লাহ্‌র সাথে

http://islaminonesite.wordpress.com

কাউকে শরীক না করে তাঁর ইবাদত করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ مَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ ذَالِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ 'তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তাঁরা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, ছালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম' (বাইয়েনাহ ৫)।

(৩) শায়খ আবু আব্দির রহমান আহমাদ ওছমান আল-হাজরাস

(মুদীর, জমঈইয়াতু এহ্ইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, বাংলাদেশ অফিস, ঢাকা)

হাম্দ ও ছানার পর তিনি প্রথমে তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করার জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর, নায়েবে আমীর ও ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর বলেন, আজকের পৃথিবীতে মুসলমানদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা তাদের অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এর কারণ সম্পর্কে যদি আমরা চিন্তা করি তাহ'লে এটিই ফুটে উঠবে যে, মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় অনুশাসন মানায় পিছিয়ে পড়েছে। এ থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে তিনি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর একটি বাণী উল্লেখ করেন। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, لن يصلُح آخرُ هذه الامـة إلا بما صلُح أولها অর্থাৎ 'উম্মতের পরবর্তী যুগের মানুষদের অবস্থার পরিবর্তন হবে না, যতক্ষণ না তারা এই উম্মতের প্রথম যুগের লোকদের উত্তরণের উপায় অবলম্বন করবে'। তিনি বলেন, আজকের এহেন নাজুক পরিস্থিতি থেকে আমাদের উত্তরণের উপায় হচ্ছে তিনটি। যথাঃ (১) আমাদেরকে তাওহীদী আক্বীদায় বিশ্বাসী হ'তে হবে। (২) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং তার আদর্শের দিকেই ফিরে যেতে হবে। (৩) নবী (ছাঃ)-এর ছাহাবী তথা সালাফে ছালেহীনদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমাদেরকে কুরআন-হাদীছ থেকে সমাধান উদ্ধার করতে হবে।

অতঃপর তিনি **১ম উপায়ের** ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তাওহীদ মানে একত্ববাদ। এ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাওহীদ তিন প্রকার। যথাঃ (১) তাওহীদে রুবূবিইয়াত। আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, জীবনদাতা ইত্যাদি বলে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদে রুবূবিইয়াত। (২) তাওহীদে উলূহিইয়াত। অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা। (৩) তাওহীদে আসমা ওয়াছিফাত। আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেভাবে বর্ণিত আছে ঠিক সেভাবে বিশ্বাস করা।

দ্বিতীয় উপায়ঃ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণ করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক' (হাশর ৭)।

রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ছাহাবাগণ তাঁর কাছ থেকে শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল জেনে নিতেন। তার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া আদর্শ যদি আমরা অনুসরণ করি, তবেই এ নাজুক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাব এবং আমাদের জীবনে পুনরায় উদিত হবে শান্তির পায়রা।

পরিশেষে তিনি **তৃতীয় উপায়ের** ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, আমাদেরকে সালফে ছালেহীন তথা ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈনদের ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কুরআন-হাদীছ বুঝতে এবং আমল করতে হবে।

(৪) মানছূর বিন আব্দুর রহমান আল-ক্বারী

(নায়েবে মুদীর, হারামাইন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, রিয়ায, সঊদী আরব)

হাম্দ ও ছানার পর তিনি বলেন, ইজতেমা আনন্দ-উৎসব, বিনোদন বা গান-বাজনার জায়গা নয়। এখানে আমরা কুরআন-হাদীছ, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন চরিত ও ছাহাবীদের জীবন চরিত আলোচনা করব ও শোনব। ছাহাবীগণ দা'ওয়াতের কর্মসূচী নিয়ে যেভাবে বের হয়েছিলেন, আমাদেরকেও সেভাবে বের হ'তে হবে। পূর্ববর্তী মনীষীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কুরআন-হাদীছ বুঝে দা'ওয়াতের খিদমত আঞ্জাম দিতে হবে। বিদ'আতীদের মত আমরা কুরআন-হাদীছ থেকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী মাসআলা-মাসায়েল বের করবনা।

তিনি বলেন, ইসলামী দা'ওয়াতকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে কিছু শর্ত রয়েছে। যথা- (১) **জ্ঞানার্জন করাঃ** আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর দা'ওয়াত যদি আমরা জনসমাজে প্রচার করতে চাই, তাহ'লে এর পূর্বশর্ত হচ্ছে জ্ঞানার্জন করা। (২) জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আখেরাতের সুখ-শান্তি কামনা। দুনিয়াবী কোন স্বার্থের জন্য হবে না। (৩) সকল কিছুতে শরীয়তের অনুকরণ-অনুসরণ করা। (৪) পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগিতা। (৫) সৎ

http://islaminonesite.wordpress.com

কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ। (৬) দা'ওয়াত দেওয়ার সময় ধৈর্য ধারণ করা।

পরিশেষে তিনি বলেন, আজকের এই ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীতে ঈমানদারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতার বড় প্রয়োজন। এ ভ্রাতৃত্ব **কয়েকটি মাধ্যমে হ'তে পারে**। যথাঃ (১) আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য একে অপরের ডাকে সাড়া দেয়া। (২) একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। (৩) নিজের জন্য যা পসন্দ করবে, অন্য মুমিনের জন্যও তাই পসন্দ করা। উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করেন।

(৫) শায়খ আহমাদ আলী আর-রূমী
(সঊদী দূতাবাস, ঢাকা)

হাম্দ ও ছানার পর তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও নায়েবে আমীরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং যারা এই ইজতেমাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের এবং উপস্থিত জনতার শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, এ ধরনের ইজতেমার বড় উপকারিতা হচ্ছে আমাদের অন্তরগুলোকে কাছাকাছি এনে দেয়া। আমরা যারা একই আদর্শে বিশ্বাসী এ ধরনের ইজতেমা তাদের চিন্তা-চেতনাকে কাছাকাছি করে দেয় এবং দা'ওয়াতী প্রসেসকে আরো জোরদার করে।

তিনি বলেন, আমাদের উপর আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মত হচ্ছে ইসলাম। অতএব এ নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে ইসলামকে মানার মাধ্যমে। আর ইসলামকে মানার অর্থ ইসলামের আদিষ্ট বিষয়গুলোকে পালন করা ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা। এই মানা ও বর্জনের নামই ইসলামের সঠিক অনুসরণ। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলেন, আজকে মুসলমানরা শিরক ও বিদ'আতের মায়াজালে আটকা পড়েছে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও আজকে বাংলাদেশে বিভিন্ন শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, যারা বিদ'আত করে, তারা এটিকে খারাপ জ্ঞান করে করেনা। বরং ভাল জ্ঞান করেই করে। এমনকি তারা বলে থাকে, এটা বিদ'আতে হাসানাহ। অথচ রাসূল (ছাঃ) স্পষ্টভাবেই বলেছেন, كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النار অর্থাৎ 'প্রত্যেক বিদ'আতই বিভ্রান্তি আর প্রত্যেক বিভ্রান্তিই জাহান্নামী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১; নাসাঈ, মিশকাত, আলবানী ১/৫১, টীকা নং ১)*। এখানে "كل" শব্দ দ্বারা প্রত্যেক বিদ'আত বুঝানো হয়েছে। অতএব বিদ'আতকে হাসানা বা সুন্দর বিদ'আত বলে বর্ণনা করার কোনই অবকাশ নেই।

তিনি বলেন, বিদ'আতকে দু'ভাগে ভাগ করাও বিদ'আত। দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত বা নতুন আবিষ্কারের মানেই হচ্ছে একথা মনে করা যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উপর অর্পিত রেসালাতের দায়িত্ব পালনে অসম্পূর্ণতা করেছেন। অথচ এ ধরনের বিশ্বাস কোন মুসলমানের হ'তে পারে না।

অতঃপর তিনি আল্লাহ্র পথে দা'ওয়াত দাতাদের সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্র পথে দা'ওয়াত দিতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে, হিকমতের সাথে। দাঈকে হ'তে হবে নম্র, ভদ্র। সর্বপ্রকার রূঢ়তা বর্জন করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ। 'তুমি হিকমত ও উত্তম নছীহতের সাথে আল্লাহ্র পথে দা'ওয়াত দাও' (নাহল ১২৫)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ 'এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ যে, তুমি লোকদের প্রতি খুবই বিনম্র। নতুবা তুমি যদি পাষাণাত্মা ও রূঢ় ব্যবহারকারী হ'তে তবে এসব লোক তোমার চতুস্পার্শ থেকে সরে যেত' (আলে-ইমরান ১৫৯)। আজকেও যারা তাওহীদের দিকে দা'ওয়াত দিবে, তাদের মধ্যেও উক্ত গুণ থাকতে হবে।

পরিশেষে তিনি আল্লাহ্র নিকট হক ও বাতিল চেনার এবং হক গ্রহণ ও বাতিল বর্জনের তাওফীক কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

(৬) শায়খ আব্দুল্লাহ ওমর আল-বাররী
(সঊদী দূতাবাস, ঢাকা)

তিনি নিজে উপস্থিত হ'তে পারেননি বিধায় তাঁর সহকারীকে দিয়ে লিখিত বক্তব্য প্রেরণ করেন। যার ভাষান্তর নিম্নরূপঃ

হাম্দ ও ছানার পর তিনি সংক্ষিপ্তভাবে আল্লাহ্র পথের দাঈ-র মর্যাদা ও গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করেন। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ 'ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার হ'তে পারে, যে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, নেক আমল করে, আর ঘোষণা করে যে, আমি একজন মুসলমান' (হা-মীম সাজদা ৩৩)।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ দা'ওয়াত দাতার মর্যাদার কথা ব্যক্ত করেছেন। এক্ষণে এই দা'ওয়াত দেওয়াটা যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেহেতু এক্ষেত্রে দাঈ-রও কিছু

http://islaminonesite.wordpress.com

অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। যেমন-

১. **সম্যক জ্ঞানঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا إِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ 'বলুন! ইহাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহ্র পথে ডাকি' (ইউসুফ ১০৮)।

২. **ধৈর্যঃ** দা'ওয়াতী কাজে ধৈর্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ গুণ। দা'ওয়াত দেওয়ার সময় সমাজে দাঈ-র সমালোচনা হবে। অনেক সময় অনেক বিপদাপদ আসবে। কিন্তু তখন অধৈর্য না হয়ে ও ভেঙ্গে না পড়ে হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমরা নবী (ছাঃ)-এর ঘটনাবহুল জীবন পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, তাঁকে আল্লাহ্র পথে দা'ওয়াত দিতে গিয়ে কেমন নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি সেগুলো কিছু মনে না করে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। এর পরও তিনি বলেছেন- اللهم اهد قومى فانهم لايعلمون

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান কর! কেননা তারা অজ্ঞ'।

৩. **হিকমতঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমার রবের দিকে ডাক হিকমত ও উত্তম নছীহতের সাথে' (নাহল ১২৫)।

৪. **নম্র আচরণঃ** এটি ধৈর্যের একটা স্তর বা প্রকার। আল্লাহ তা'আলা যখন মূসা ও হারুণকে মহাপ্রতাপশালী সম্রাট ফেরাঊনের কাছে দা'ওয়াত দিতে পাঠালেন তখন বলেছিলেন- اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى - فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى 'তোমরা উভয়ে ফেরাঊনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়ত সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে' (ত্বা-হা ৪৩-৪৪)।

পরিশেষে তিনি আল্লাহ্র নিকট দা'ওয়াতের মাধ্যমে তার দ্বীনকে সমুন্নত রাখার তাওফীক কামনা করতঃ ইজতেমার আয়োজক ও শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

(৭) শায়খ আবূ ফুযালা (লিবিয়া)

হাম্দ ও ছানার পর তিনি ইজতেমার আয়োজকদের ও উপস্থিত শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, এধরনের সমাবেশ অত্যন্ত যরূরী। কারণ এখানে সঠিক আক্বীদার খোরাক পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে রাসূল প্রেরণ আল্লাহ্র একটি বড় ইহসান বা দয়া। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ -

'আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও তারা পূর্বে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল' (আলে-ইমরান ১৬৪)।

রাসূল (ছাঃ) এ ধরাধামে এসে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করে দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে অজ্ঞতা থেকে বের করে আলোর রাজপথ দেখিয়ে গেছেন। তাঁর পথে চললেই আমরা জান্নাত পাব। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ গ্রহণ করা আমাদের উপর ফরয।

পরিশেষে তিনি এ ধরনের ইজতেমার আয়োজন করা ও উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানান। যাতে তাতে আল্লাহ্র তাওহীদ শিক্ষা ও তদনুযায়ী আমল করা যায়।

(৮) রাহমাতুল্লাহ নাযীর খান
(মুদীর, হাইআতুল ইগাছাহ)

হাম্দ ও ছানার পর তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, যখন নবী করীম (ছাঃ) গারে হেরায় নির্জনে একাকী ইবাদাত করতেন, তখন কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করেনি। কিন্তু যখন তিনি সমাজে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে লাগলেন, তখন তাঁর উপর শুরু হ'ল নির্যাতন-নিপীড়ন। এক্ষণে আমরাও যদি হক-এর দা'ওয়াত দেই, তাহ'লে অনেকে আমাদেরও বিরুদ্ধাচরণ করবে। আর তখন আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। দা'ওয়াত দিতে হবে হিকমতের সাথে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সঠিকভাবে দা'ওয়াত দেয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন!!

(৯) মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (ঢাকা)

১ম দিনঃ হাম্দ ও ছানার পর তিনি 'বাংলাদেশে যুগে যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলন' শীর্ষক বক্তৃতায় বলেন, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বালাকোটের প্রান্তরে অনেক মর্দে মুজাহিদসহ সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী এবং শাহ ইসমাঈল (রহঃ) ইংরেজ সরকারের মদদপুষ্ট শিখ বাহিনীর সঙ্গে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। বালাকোটের যুদ্ধের পর আহলেহাদীছরা উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল। তারা

http://islaminonesite.wordpress.com

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে আহলেহাদীছদেরকে সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করার মানসে এগিয়ে আসেন পাটনার ছাদেকপুরের ভ্রাতৃদ্বয় মাওলানা বেলায়াত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলী। এ দু'ভাই বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রাজশাহী শহরের উপকণ্ঠে সপুরা মাওলানা বেলায়েত আলীর আন্দোলনের প্রাণ কেন্দ্র ছিল।

মাওলানা বেলায়েত আলী যখন সুদৃঢ়ভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনি বৃটিশ সরকার ১৮৫০ সালে ১৪৪ ধারা জারি করে তাঁকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করেন। এই সময়ে আরেকজন আহলেহাদীছদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তিনি হ'লেন ঢাকার বংশাল মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ বদরুদ্দীন হাজী ওরফে ভুট্টো হাজী। তাঁর প্রতিও বৃটিশ সরকার অত্যন্ত কড়া নযর রেখেছিল। তাঁর সঙ্গে যিনি সর্বতোভাবে আন্দোলনের কাজে সহযোগিতা করতেন তিনি হ'লেন মাওলানা মীযানুর রহমান সিলেটী।

তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন আমাদের বাংলাদেশে দু'টো ধারায় প্রচার হয়েছে। (১) দরস ও তাদরীস তথা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মাধ্যমে। (২) জিহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে। বাংলাদেশের অনেক মর্দে মুজাহিদ এ দু'ধারায় আহলেহাদীছ আন্দোলনকে জোরদার করতে জোর প্রচেষ্টা চালান।

পরিশেষে তিনি বলেন, এতদ্ব্যতীত অনেক মনীষী আছেন, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দা'ওয়াতের মাধ্যমে এতদঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলন ব্যপ্তি লাভ করে। এ সমস্ত মনীষীগণ আন্দোলন করতে গিয়ে বিভিন্ন জেল-যুলুম ও নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। তবুও তাঁরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের রাজ কায়েমের জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা করে গেছেন।

২য় দিনঃ হাম্দ ও ছানার পর পূর্ব নির্ধারিত বিষয় 'শিরক ও বিদ'আত' সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, মুসলিম মিল্লাতের উপর দিয়ে আজ শিরক ও বিদ'আত এবং বিভিন্ন প্রকারের কুসংস্কারের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমরা সব খড়কুটার মত ভেসে যাচ্ছি। আমরা মুসলমান। আমাদের মাথা যেখানে সেখানে নত হবে এটা হ'তে পারে না। মুসলমানদের মাথা নত হয় একমাত্র আল্লাহ্র দরবারে।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মুসলিম জাতিকে খালেছ তাওহীদে বিশ্বাস ও সুন্নাতের পাবন্দী হওয়ার আহ্বান জানায়। তিনি সূরা কাহফ-এর শেষ আয়াত উল্লেখ করে বলেন, পরকালে আল্লাহ্র দীদার লাভ করতে হ'লে দুনিয়াতে দু'টি কাজ করতে হবে- (১) শরীয়ত অনুমোদিত নেক আমল এবং (২) শিরক বিমুক্ত খালেছ তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা।

তিনি বলেন, নবী রাসূলগণ এই ধরাধামে এসেছিলেন শিরক-বিদ'আত দূরীভূত করে মানব জীবনের সকল স্তরে আল্লাহ্র তাওহীদকে প্রতিষ্ঠার জন্য। আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীদেরকেও আজ শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় দা'ওয়াত ও জিহাদের কর্মসূচী অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি সবাইকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের জন্য শরীয়ত অনুমোদিত নেক আমল এবং খালেছ তাওহীদের বিশ্বাস স্থাপনের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

(১০) মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা)

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী হাম্দ ও ছানার পর 'ইসলামে তাযকিয়ায়ে নাফস বা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, শুদ্ধি তিন প্রকার। যথা- (১) আত্মশুদ্ধি (২) দেহের পরিশুদ্ধি (৩) সম্পদের পরিশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا - فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا - قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا -

'শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়' (আশ-শামস, ৭-১০)।

পরিশেষে তিনি বলেন, আল্লাহ্র যিক্রের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করতে হবে। আর সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র হচ্ছে ছালাত।

আল্লাহ বলেন, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ - فَصَلّٰى 'নিশ্চয় সাফল্য লাভ করে সে, যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর ছালাত আদায় করে' (আল-আ'লা ১৪-১৫)।

(১১) মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা)

১ম দিনঃ হাম্দ ও ছানার পর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন 'তাওহীদে রুবূবিইয়াত' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, তাওহীদ সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। যথাঃ (১) তাওহীদে রুবূবিইয়াত (২) তাওহীদে উলূহিইয়াত (৩) তাওহীদে আসমা ওয়াছিফাত। তিনি বলেন, সূরা

http://islaminonesite.wordpress.com

ফাতেহার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ – অর্থাৎ 'যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর জন্য'। 'রব' একটি ব্যাপক শব্দ। 'রব' অর্থ সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী, পরিচালনাকারী ইত্যাদি। আর বৃহত্তর অর্থে উপর থেকে যতকিছু আসে সবই আল্লাহ্র রুবূবিইয়াত।

তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ্কে 'রব' হিসাবে বিশ্বাস করি। কিন্তু তথাকথিত নাস্তিক বিজ্ঞানীরা তা মোটেই স্বীকার করে না। তারা বলে, একটা উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে সূর্যের ধাক্কা লেগে একটা অংশ খসে পড়ে গেল। যা প্রথম গরম ছিল। পরে তা ঠাণ্ডা হয়ে বসবাস উপযোগী এ সুন্দর পৃথিবীতে রূপ নিয়েছে। আবার অনেকে বলেন, মানুষ তৈরী হয়েছে সমুদ্রের কীট থেকে। এই সমুদ্রের কীট গুলো আস্তে আস্তে বানরের আকৃতি ধারণ করল। এক সময় বানরের লেজ খসে পড়ে মানুষে রূপ নিল। অর্থাৎ তারা স্রষ্টাকে স্বীকারই করে না। অথচ আল্লাহ পাক বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ – 'আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি' (ক্বাফ ৩৮)।

অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ – ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ – 'আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি' (মু'মিনূন ১২-১৩)।

আল্লাহ আরো বলেন, ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ – 'এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি। এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুনতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়' (মু'মিনূন ১৪)।

তিনি বলেন, তাওহীদ মানে একত্ববাদ। আল্লাহ্কে একক বলে স্বীকার করাই তাওহীদ। এ পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি যাবতীয় কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর প্রতিপালনও করেন আল্লাহ। এ বিশ্বাসের নামই তাওহীদে রুবূবিইয়াত।

পরিশেষে তিনি বলেন, আমাদেরকে আল্লাহ-ই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই রিযিক দেন। অতএব ইবাদত করতে হবে একমাত্র তাঁরই। তাঁকেই 'রব' হিসাবে বিশ্বাস করতে হবে।

২য় দিনঃ ইজতেমার ২য় দিন বাদ এশা তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন' শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আন্দোলন ছিল পূর্ণাঙ্গ আন্দোলন। আর রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে কেন্দ্র করেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' গড়ে উঠেছে। সুতরাং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ইসলামের দা'ওয়াত নিয়ে এমন এক সময় এসেছিলেন, যখন আরবে আবুজেহেল, আবুলাহাব, আবু সুফিয়ান, উৎবা, শায়বার শাসন চলছিল। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এই জাহেলী শাসন ব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত 'অহি' ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছরা যুগে যুগে 'অহি' ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে ছিল। তিনি এক পর্যায়ে উপমহাদেশে ইংরেজ ও শিখ শাসনামলে আহলেহাদীছের সংগ্রামী ইতিহাসের কথা তুলে ধরে বলেন, সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী এবং শাহ ইসমাঈল (রহঃ) শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র জিহাদ আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। জিহাদ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শিরক ও বিদ'আত দূরীভূত করা। 'অহি' ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এক পর্যায়ে জিহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ইসলামের বিচার, আইন-কানূন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বালাকোটের যুদ্ধের মাধ্যমে নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে। এরপর মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী ও তাদের পরবর্তী নেতৃত্বদানকারীদের মাধ্যমে জিহাদ আন্দোলন পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পর্যন্ত টিকে ছিল। তিনি বলেন, এর পরবর্তী সময়ে আহলেহাদীছদের উপর নেমে আসে চরম নির্যাতন। তাদেরকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ী ঘর ধ্বংস করা হয়। জমি-জমা সব নিলাম করে দেওয়া হয়। ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। ইত্যাদি কারণে আহলেহাদীছদের মাঝে দুর্বলতা দেখা দেয়। ঠিক দুর্বল মুহূর্তে **একটা ভুল** হয়ে গিয়েছিল যে, কিছু সংখ্যক আলেম জিহাদ আন্দোলনের আর কোন প্রয়োজন নেই মর্মে ফৎওয়া দিতে থাকে এবং অনেকে সন্ন্যাসির পথ বেছে নেয়। ফলে জিহাদ আন্দোলন স্থবির হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় কারণ ছিল আযাদী আন্দোলন শুরু হয়ে যাওয়া। ইংরেজরা চিন্তা করল ভারতীয় মুসলমানরা যেভাবে ক্ষিপ্ত

http://islaminonesite.wordpress.com

হয়ে উঠেছে। এর ফলে মুজাহিদদের হাতে যদি এই রাষ্ট্রটি স্বাধীন হয়ে যায় তাহ'লে মুজাহিদরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবে। কাজেই আযাদী আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ইংরেজরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন, সংগঠন ছাড়া কোন জামা'আত টিকে থাকে না। অথচ আজকে আহলেহাদীছরা সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী নয়। এদেশে আড়াই কোটি আহলেহাদীছ অবস্থান করা সত্ত্বেও আমাদের কোন মল্যয়ণ নেই। এদেশে এখন আবুজেহেল, আবুলাহাব, উৎবা, শায়বার শাসন চলছে। এই শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা কি এতই সহজ? তিনি বলেন, এর জন্য আমীর লাগবে, বায়'আত লাগবে, জামা'আত লাগবে, জিহাদ লাগবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এই পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিছু সংখ্যক ধার্মিক লোক আজ ইমারত ও বায়'আতের বিরোধিতা শুরু করেছে। বলা যায় এই সব লোকেরা আজকে আহলেহাদীছ জামা'আতকে শেষ করে দিয়েছে।

তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবীর আন্দোলন ছিল পূর্ণাঙ্গ। ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলন ছিল পূর্ণাঙ্গ। মুসলিম লীগের চালাকির কারণে আহলেহাদীছরা একবার ধোঁকা খেয়েছিল, আবার এখনও ধোঁকা খেয়ে চলেছে। আপোষে কাজ হবে না, প্রেসার ক্রিয়েট করে কাজ হবে না। যাদের আক্বীদা ঠিক, যাদের আমল ঠিক, তাদেরকে এদেশের নেতৃত্ব দিতে হবে। সে জন্যই পূর্ণাঙ্গ আন্দোলন ময়দানে এসে গেছে। সেই আন্দোলন হচ্ছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। তাই আসুন! ময়দানে জিহাদ করুন, বায়'আত নিন। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে শাহাদাতের উদগ্র বাসনা নিয়ে এই জাহেলী সমাজ পরিবর্তনে আমরা কাজ করে যাই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!!

[বাকী অংশ পরবর্তী সংখ্যায়]

জোনাকী হোটেল এণ্ড রেস্টুরেন্ট

আমরা সকাল, দুপুর ও রাত্রের উৎকৃষ্টমানের খাবার পরিবেশন করে থাকি। ভাত, বড় মাছ, ছোট মাছ, খাশির মাংশ, মুরগির মাংশ, বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি, বিভিন্ন প্রকারের ভর্তা, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, খাবার জন্য পরিবেশন করি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য প্যাকেট খাবারও সরবরাহ করে থাকি।

পরিচালনায়ঃ আব্দুর রহমান
পদ্মা হোটেলের নিচে, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

সেবা নার্সিং হোম

সরকার অনুমোদিত বেসরকারী হাসপাতাল

কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোড (কদমতলা), রাজশাহী।
ফোনঃ ক্লিনিক- ৭৭৬২৪৪, বাসাঃ ৭৭৩১১০/৩৭, চেম্বারঃ ৭৭৩১১০/২৫

আয়েশা ক্লিনিক

এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা অস্ত্রপচার ও ডেলিভারী করা হয়। এক্স-রে, ই,সি,জি আলট্রাসনগ্রাফী ও প্যাথলজীর সু-ব্যবস্থা আছে।

পরিচালকঃ **নূর মহল বেগম**
ঠিকানাঃ গ্রেটার রোড, কদমতলা, রাজশাহী।
ফোন ঃ ৭৭৩০৫৩ (অনুঃ)

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/১৫১)ঃ 'তওবা' শব্দের অর্থ কি? কিভাবে তওবা করতে হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মতীউর রহমান
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ 'তওবা' শব্দের অর্থ রুজূ বা প্রত্যাবর্তন করা। শরীয়তের পরিভাষায় তওবা হচ্ছে নিজ কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্র নিকট অনুতপ্ত হয়ে অন্যায় ও অসৎ কাজ হ'তে প্রত্যাবর্তন করা এবং ভবিষ্যতের জন্য ন্যায় ও সৎ কাজের সংকল্প করা। অতঃপর সৎ কাজ দ্বারা বিগত অসৎ কাজের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র সমীপে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (নূর ৩১)।

পাপ কাজের পর দ্রুত তওবা করা উচিৎ। ঠিক মরণ মুহূর্তের তওবা কবুল হবে না। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তওবা কবুল করেন সেসকল লোকের, যারা অজ্ঞাতসারে অপরাধ করে এবং দ্রুত তওবা করে নেয়। এরাই সে সকল লোক, যাদের তওবা আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাশীল। আর ঐ সকল লোকের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়, যারা অবিরত পাপাচারে লিপ্ত থাকে। অবশেষে যখন তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, আমি এখন নিশ্চিতরূপে তওবা করলাম'। আর ঐ সকল লোকের তওবা ও গ্রহণযোগ্য নয়, যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে' (নিসা ১৭, ১৮)।

তওবার দো'আ নিম্নরূপঃ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

'আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, যিনি ব্যতীত কোন (প্রকৃত) উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি। রাসূল (ছাঃ) বলেন যে, ঐ দো'আ পাঠ কারীর গোনাহ মাফ করা হবে। যদিও সে যুদ্ধের ময়দানের পলাতক ব্যক্তি হয়' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৫৩; ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩১; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৩৪৩)*।

তবে তওবার পর সাইয়েদুল ইস্তেগফার (বা শ্রেষ্ঠ ইস্তেগফার) পড়া ভাল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে দিবসে ইহা পাঠ করবে, অতঃপর সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে বেহেশতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং রাত্রে পাঠ করে সকাল হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করলে সে বেহেশতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২/১৫২)ঃ আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব একদিন খুৎবায় বললেন, রামাযান মাসে একটি উমরাহ পালন করলে একটি হজ্জ-এর নেকী পাওয়া যায়। একথা শুনে আমার আব্বা স্থির করলেন যে, এবার হজ্জে না গিয়ে আগামী বছর রামাযান মাসে আমরা বাপ-বেটা দু'জনে উমরা করব। এতে এক খরচে দু'টি হজ্জ হয়ে যাবে। আমার পিতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কি তাই করব? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-খলীলুর রহমান
দাউদপুর রোড
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উমরাহ্ করলে হজ্জ আদায় হবে না। কেননা সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের উপর হজ্জ ফরয। আল্লাহ বলেন, 'মানুষের উপর আল্লাহ্র হক হচ্ছে বায়তুল্লাহ্-র হজ্জ করা, যাদের পথ খরচের সামর্থ্য আছে' *(আলে ইমরান ৯৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে মানব মণ্ডলী! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন, কাজেই তোমরা হজ্জ আদায় কর' *(মুসলিম হা/১৩৩৭)*। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যার উপর হজ্জ ফরয করেছেন তাকে অবশ্যই হজ্জ পালন করতে হবে। আর 'রামাযান মাসে উমরাহ পালনে হজ্জ-এর নেকী পাওয়া যাবে' -এর দ্বারা রামাযান মাসে উমরাহ পালনের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (৩/১৫৩)ঃ কমিটির সাথে মনোমালিন্য হওয়ার কারণে মাদরাসার নামে দানকৃত জমি ফেরত নেওয়া যাবে কি? দলীল সহ জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আতীকুর রহমান
লালগোলা বাজার
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ দানকৃত জমি কোনভাবেই ফেরত নেয়া যাবে না। দানকৃত বস্তু ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে ইসলামে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দানকৃত বস্তু ফেরত নেওয়ার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে বমি করে পুনরায় সে বমি ভক্ষণ করে' *(বুখারী*

http://islaminonesite.wordpress.com

২/১৪৩; মুসলিম ৫/৬৪; আবুদাউদ হা/৩৫৩৮; নাসাঈ ২/১৩৪; ইবনু মাজাহ হা/২৩৮৫; ত্বাহাভী ২/২৩৯)।

প্রশ্ন (৪/১৫৪)ঃ ছালাতের কাতারে দু'জনের মাঝে ফাঁক করে দাঁড়ালে শয়তান প্রবেশ করে, একথা কি ঠিক? অনেকে বলে থাকেন, ছালাতের সময় শয়তান দূরে সরে যায়।

-আব্দুর রহমান
চরকুড়া, জামতৈল
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাতে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়ানো সম্পর্কে বহু হাদীছ রয়েছে। দু'জনের মাঝে ফাঁক রেখে দাঁড়ালে শয়তান প্রবেশ করে, একথা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সমূহে পরস্পরে মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং লাইন পরস্পর নিকটে রাখবে। আর তোমাদের গর্দান সমূহ সোজা রাখবে। সেই আল্লাহ্র কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি কাল ভেড়ার বাচ্চার ন্যায় কাতার সমূহের ফাঁকে প্রবেশ করে' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১০৯৩)*। অন্য হাদীছে আছে 'ফাঁক বন্ধ কর কেননা শয়তান কানা ভেড়ার বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করে *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১১০২)*।

সুতরাং ছালাতে পায়ে পা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ানো সুন্নাত। দু'জনের মাঝে ফাঁক রেখে দাঁড়ানো সুন্নাতের বরখেলাফ। আযান ও ইক্বামতের সময় শয়তান দূরে সরে যায়। তবে পুনরায় ফিরে এসে মুছল্লীর ছালাতে সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৫)*।

প্রশ্ন (৫/১৫৫)ঃ আমরা জানি কিবলার দিকে মুখ করে অথবা কিবলাকে পিছন দিকে রেখে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ। কিন্তু অনেক টয়লেট আছে যেগুলোতে কিবলার দিকে মুখ করে অথবা কিবলাকে পিছন দিকে রেখে বসতে হয়। এধরনের টয়লেট ব্যবহার করা যাবে কি?

-আযাদ আলী
রুদ্রেশ্বর, কাকিনা
কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ খোলা জায়গায় কিবলার দিকে মুখ করে বা কিবলাকে পিছন দিকে রেখে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ। তবে চারদিকে ঘেরা থাকলে কোন অসুবিধা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কিবলার দিকে উট বসিয়ে কিবলামুখী হয়ে বসে পেশাব করলে তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আবু আব্দুর রহমান! কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে কি নিষেধ নেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এ নিষেধাজ্ঞা ফাঁকা জায়গার জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু যদি কিবলা ও হাজত পূরণকারীর মধ্যে কোন বস্তু দ্বারা আড়াল করা হয়, তবে কোন অসুবিধা নেই *(আবুদাউদ ১/৩; হাকেম ১/১৪৫; বায়হাক্বী ১/৯২; সনদ হাসান; ইরওয়াউল গালীল ১/১০০)*।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফাঁকা জায়গা ব্যতিরেকে কিবলামুখী হয়ে বা কিবলাকে পিছন দিকে রেখে পেশাব-পায়খানা করা জায়েয। তবে কিবলার দিকে মুখ বা পিছন করে টয়লেট তৈরী না করাই উত্তম।

প্রশ্ন (৬/১৫৬)ঃ আক্বীক্বার সুন্নাতী পদ্ধতি কি? আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তি তার সাত সন্তানের আক্বীক্বা করার জন্য একটি গরু ক্রয় করেছে। এরূপ আক্বীক্বা শরীয়তে বৈধ কি? যার অক্বীক্বা করা হয় তার চুল সমপরিমাণ সোনা বা চাঁদি কি ছাদাক্বা করতে হয়? এবং আক্বীক্বার গোশত কি মা-বাবা খেতে পারবেন? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
রাজপুর, সোনাবাড়ীয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সুন্নাতী পদ্ধতি হচ্ছে সন্তান জন্মের ৭ম দিনে আক্বীক্বা করা। ছেলে হ'লে দু'টি ছাগল, আর মেয়ে হ'লে একটি ছাগল ৭ম দিনে যবেহ করতঃ সন্তানের নাম রেখে মাথা মুণ্ডন করা। আক্বীক্বাকৃত পশুর গোশত পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনসহ গরীব মিসকীন সকলে খেতে পারে।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ছেলের পক্ষ হ'তে দু'টি ও মেয়ের পক্ষ হ'তে একটি হৃষ্টপুষ্ট ছাগল ৭ম দিনে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আক্বীক্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন *(আহমাদ, তিরমিযী সনদ ছহীহ; একই মর্মে বর্ণিত হয়েছে- মিশকাত 'আক্বীক্বা' অধ্যায় হা/৪১৫২, ৫৩, ৫৬; ইরওয়া হা/১১৬৫, ৬৬, ৬৯)*।

১৪ বা ২১ তম দিনে আক্বীক্বা করা সংক্রান্ত হাদীছগুলি যঈফ *(বায়হাক্বী, ত্বাবারাণী, ইরওয়া হা/১১৭০)*। সুতরাং ৭ম দিনের পরে আক্বীক্বা করলে সেটি আক্বীক্বা হিসাবে গণ্য হবে না।

উট বা গরু দ্বারা আক্বীক্বা করার হাদীছ 'মওযূ' বা জাল *(ত্বাবারাণী, ইরওয়া হা/১১৬৮)*। অতঃপর এক গরুতে

http://islaminonesite.wordpress.com

সাত সন্তানের আক্বীকা করার কোন বিধান ইসলামে নেই। অনেকে কুরবানীর সাথে আক্বীক্বা করে থাকেন। যা সম্পূর্ণ শরীয়তের বরখেলাফ। কারণ, কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টো ভিন্ন বিষয়।

প্রশ্ন (৭/১৫৭)ঃ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান কাতে শু'তেন বলে জানি। এটা কি সকলের জন্য প্রযোজ্য? নাকি শুধু তাহাজ্জুদ গুযারদের জন্য?

-আব্দুল খালেক
ধোপাঘাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদ গুযার ব্যক্তি হৌন বা সাধারণ মুছল্লী হৌন ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ার পর ডান কাতে শোয়া মুস্তাহাব। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত আদায় করবে, অতঃপর সে যেন ডানকাতে শয়ন করে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২০৬)*। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে 'ফজরের জামা'আতের একামত পর্যন্ত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৮৮)*। তবে রাসূল (ছাঃ) এটা কখনো কখনো বাদ দিয়েছেন। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'যদি আমি জেগে থাকতাম, তাহ'লে তিনি আমার সাথে কথা বলতেন। নইলে (ডানকাতে) শু'তেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৮৯)*।

প্রশ্ন (৮/১৫৮)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় আমাদের ইমাম ছাহেব এত লম্বা ক্বিরাআত ও রুকূ'-সিজদা করেন যে, আমার পক্ষে জামা'আতে ছালাত আদায় দুষ্কর হয়ে পড়ে। নিরুপায় হয়ে আমি একাকী ছালাত আদায় করি। আমার প্রশ্ন- মুছল্লীদেরকে নিয়ে ইমাম ছাহেবের এত দীর্ঘ ছালাত আদায় কি শরীয়ত সম্মত?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
রাজবাড়ী, মুরাদনগর
কুমিল্লা।

উত্তরঃ একাকী ছালাতের ক্ষেত্রে যত ইচ্ছা লম্বা ক্বিরাআত ও রুকূ'-সিজদা করা যায়। কিন্তু জামা'আতের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে ছালাত আদায় করাই শরীয়ত সম্মত। তবে ধীরস্থিরভাবে ছালাত আদায় করতে হবে, যেন ছালাতের আরকানসমূহ পুরো আদায় হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ লোকদেরকে নিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করে, তখন সে যেন উহা সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও বৃদ্ধ ব্যক্তি থাকেন। অবশ্য যখন কেউ একাকী ছালাত আদায় করবে, তখন সে ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩১)*।

প্রশ্ন (৯/১৫৯)ঃ যোহর ছালাতের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত পড়া সম্ভব না হ'লে পরে পড়া যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আবদুল হান্নান
ভালুকগাছী, কোণাপাড়া
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন কারণ বশতঃ যোহরের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত পড়া সম্ভব না হ'লে পরে পড়া যাবে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত পড়তে না পারলে পরে পড়ে নিতেন' *(তিরমিযী হা/৪২৬ সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (১০/১৬০)ঃ একটি মসজিদে বাংলায় লেখা দেখলাম, 'যে ব্যক্তি দুই শীতল সময়ে ছালাত আদায় করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ ফজর ও আছর।' এই ব্যাখ্যা কি সঠিক? কোন্ কিতাবে হাদীছটি আছে রেফারেন্স সহ জানতে চাই। যদি ব্যাখ্যা ভুল হয়, তবে সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আহসান হাবীব
দক্ষিণ হালিশহর
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছ ও তার ব্যাখ্যা সঠিক। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

عن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، متفق عليه –

আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুই শীতল সময় ছালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৫ 'ছালাতের ফাযায়েল' অনুচ্ছেদ।* এর ব্যাখ্যায় শায়খ আলবানী বলেন, এর দ্বারা ফজর ও আছর বুঝানো হয়েছে *(ঐ, হাশিয়া)*।

অন্য একটি হাদীছে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু যোহায়ের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি 'যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে ছালাত আদায় করবে সে কখনই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না' *(মুসলিম হা/৬৩৪)*। ইমাম নববী বলেন, এর

http://islaminonesite.wordpress.com

দ্বারা ফজর ও আছরের ছালাতকে বুঝানো হয়েছে। উক্ত দুই ছালাতের বিশেষ গুরুত্ব এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, উক্ত দুই সময় ফেরেশতাদের পরিবর্তন হয়ে থাকে। ফজর ও আছরের ছালাতে ফেরেশতারা একত্রিত হয়। একদল ফেরেশতা বান্দাদের আমল নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে উপস্থিত হয়। তখন আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কি অবস্থায় রেখে আসলে? তারা উত্তরে বলে, ছালাত অবস্থায় রেখে এসেছি এবং যখন গিয়েছি তখনও ছালাত অবস্থায় পেয়েছি' *(বুখারী ২/২৮; মুসলিম হা/৬৩২; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৬)*।

প্রকাশ থাকে যে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের হেফাযতও অবশ্যই করতে হবে। শুধু ঐ দুই ওয়াক্তের গুরুত্ব দিয়ে অন্য তিন ওয়াক্ত ছালাতের গুরুত্ব না দিলে বা ছেড়ে দিলে জান্নাতের আশা করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ছালাত সমূহের (পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের) বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আছর) ছালাতের হেফাযত কর' (বাক্বারাহ ২৩৮)।

প্রশ্ন (১১/১৬১)ঃ স্বামীরা কি স্ত্রীদেরকে যখন-তখন অন্যায়ভাবে মারতে ও গালিগালাজ করতে পারে? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কাযীপাড়া
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে সম্প্রীতির। পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বিরাজ করবে। তবেই সংসারে শান্তি থাকবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের সাথে বসবাস কর' (নিসা ১৯)। আল্লাহ আরো বলেন, 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার' (রূম ২১)। স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে মারধর করা ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা চরম অন্যায়। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের উপর স্ত্রীদের হক কি? তিনি বললেন, যখন তুমি খাবে তখন তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে। যখন কাপড় ক্রয় করবে, তখন তার জন্যও ক্রয় করবে। আর তার মুখে মারবেনা ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করবেনা। বাড়ী ব্যতিরেকে স্ত্রীকে কোথাও একাকী ছাড়বে না' *(আবুদাউদ হা/২১৪২; আহমাদ ৪/৪৪৬ পৃঃ সনদ ছহীহ)*। তবে স্ত্রী যদি শরীয়ত গর্হিত কোন কাজ করে, সেক্ষেত্রে তাকে মুখ ব্যতীত অন্যত্র হালকা প্রহার করার অনুমতি রয়েছে।

প্রশ্ন (১২/১৬২)ঃ আহলেহাদীছ মসজিদ গুলোতে খুৎবার সময় বাংলায় যে বক্তৃতা দেওয়া হয়, সেটা নাকি নছীহত, খুৎবা নয়। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আবদুল খালেক
হাসপাতাল রোড
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ খাত্বাবা-ইয়াখতুবু-খুৎবাতান (خَطَبَ يَخْطُبُ خُطْبَةً) 'খুৎবা' ক্রিয়া মূল, যার অর্থ বক্তৃতা, ভাষণ। খুৎবাতুল জুম'আ (خطبة الجمعة) এর অর্থ জুম'আর ভাষণ। খুৎবার উদ্দেশ্য যেহেতু নছীহতের মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে আল্লাহমুখী করা ও ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনা সেহেতু নছীহত সহ শ্রোতাদের মাতৃভাষাতেই খুৎবা হওয়া উচিত। অন্যথায় খুৎবার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। খুৎবার শুরুতে আরবীতে হাম্‌দ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর উপর দরূদ ও কুরআন তেলাওয়াত করা এবং খুৎবা শেষে আরবীতে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য বর্ণনা করা, কুরআনের আয়াত পাঠ করা ও দরূদ পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষা যেহেতু আরবী ছিল সেহেতু তাঁর খুৎবাও ছিল আরবীতে। আমাদের ভাষা যেহেতু বাংলা, সেহেতু আমাদের খুৎবাও হবে বাংলায়। এমনকি বিশ্বের অন্যান্য দেশের যাদের যে ভাষা, তারা সে ভাষাতেই খুৎবা দিবেন। অন্যথায় মুছল্লীদের বোধগম্য নয় এমন ভাষায় খুৎবা দানে কোন উপকারের আশা করা যায় না। অনেক ভাইকে খুৎবার আযানের পূর্বে বাংলায় বক্তৃতা করতে দেখা যায়। এটি সুন্নাতের বরখেলাফ। সুতরাং আহলেহাদীছ মসজিদে যে পদ্ধতিতে নছীহত সহকারে যে খুৎবা দেওয়া হয় সেটিই ছহীহ সুন্নাহ সম্মত।

প্রশ্ন (১৩/১৬৩)ঃ 'মৃত ব্যক্তি পুরুষ হ'লে কবরের গভীরতা নাভী পর্যন্ত হবে আর নারী হ'লে সীনা পর্যন্ত হবে' এ কথা সত্য কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইমাম, বড়কামতা জামে' মসজিদ
চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এরূপ কথা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধারণভাবে কবরকে প্রশস্ত ও গভীর করার নির্দেশ দিয়েছেন। হিশাম ইবনে আমের থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) ওহোদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, তোমরা কবর খনন কর, উহাকে প্রশস্ত কর, গভীর কর এবং খুব সুন্দর কর *(আহমাদ, মিশকাত*

http://islaminonesite.wordpress.com

হা/১৭০৩ হাদীছ ছহীহ)।

আলোচ্য হাদীছের আলোকে কেউ কেউ বলেন যে, কবর এমন পরিমাণ গভীর হওয়া প্রয়োজন যাতে লাশ ঢাকা যাবে এবং হিংস্র পশু হ'তে নিরাপদে থাকবে *(মির'আৎ ৪র্থ খণ্ড ৪৩৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৪/১৬৪)ঃ জানাযার ছালাতের কিছু অংশ ছুটে গেলে ইমামের সালাম শেষে বাকী অংশ আদায় করতে হবে কি?

-ইদ্রীস আলী
শঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তরঃ কোন মুছল্লীর জানাযার কিছু অংশ ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর ঐ অংশ পূরণ করতে হবে না। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, জানাযার কোন তাকবীর ছুটে গেলে তা পূরণ করতে হবে না। ঐ মুছল্লীকে ইমামের সাথেই সালাম ফিরাতে হবে' *(ইবনে আবি শায়বা, ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৪৪৪ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায়)*। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জানাযার ছালাত আদায় করি, অথচ আমার নিকটে কিছু তাকবীর অস্পষ্ট থেকে যায়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যা শুন তা পড় আর যা ছুটে যায় তার কোন ক্বাযা নেই' *(ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৪৪৪ পৃঃ; মুগনী ৩য় খণ্ড ৪২৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৫/১৬৫)ঃ মাইয়েতকে দাফন করার পর কবরের পার্শ্বে আযান দেওয়া শরীয়ত সম্মত কি?

-আবদুল মতীন
গ্রামঃ বড়কামতা
চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মাইয়েতকে দাফন করার পর কবরের পার্শ্বে আযান দেওয়া শরীয়ত সম্মত নয়। তবে দাফন শেষে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সুন্নাত। হযরত ওছমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর নবী করীম (ছাঃ) যখন অবসর গ্রহণ করতেন তখন তিনি সেখানে দাঁড়াতেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈমানের উপর দৃঢ় রাখার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ কর। কারণ এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩)*। অতএব প্রত্যেকের ব্যক্তিগতভাবে মাইয়েতের ক্ষমা ও দৃঢ়তার জন্য দো'আ করা উচিত।

তবে সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে সশব্দে দো'আ করার প্রচলিত পদ্ধতিটি শরীয়ত সমর্থিত নয়। অনেকে বর্তমানে জানাযার পরপরই দলবদ্ধভাবে পুনরায় দো'আ করছেন, যা স্পষ্টভাবেই বিদ'আত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!

প্রশ্ন (১৬/১৬৬)ঃ গৃহপালিত পশু যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ইত্যাদি মারা গেলে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে, না মাঠে ফেলে দিতে হবে? এর চামড়া কি করতে হবে?

-আবুল হাসান
গ্রামঃ নুনগোলা, পোঃ রহনপুর
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ গৃহপালিত পশু মারা গেলে তার চামড়া আলাদা করে পশুটি মাঠে ফেলে দেওয়া যায়। মায়মূনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) একটি মৃত ছাগল টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, এর চামড়াটা নিতে পারতে। তারা বলল, এটাতো মৃত ছাগল। তিনি বললেন, পানি ও কারায (অর্থাৎ এক প্রকার গাছের ছাল) একে পবিত্র করে দিবে' *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/১৮ সনদ ছহীহ)*। জাবের (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি পড়ে থাকা মৃত ছাগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বললেন, তোমাদের কেউ এক দিরহামের বিনিময়ে এই ছাগলটি নিতে চাও কি? তারা বলল, আমরা সামান্য কিছুর বিনিময়েও নিতে চাইনা। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম দুনিয়া আল্লাহ্র নিকট এর চেয়েও কম মূল্যের *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৭)*। অত্র হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত পশুর চামড়া খালিয়ে নেওয়া যায় এবং তাকে মাঠে ফেলে দেওয়া যায়। তবে পরিবেশ দূষণের কারণে চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলা যাবে।

প্রশ্ন (১৭/১৬৭)ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর তার চোখে সুরমা, হাত-পায়ের আঙ্গুলে কর্পূর ও শরীরে গোলাপজল ছিটিয়ে দেওয়া এবং জানাযায় উপস্থিত মুছল্লীদের উপর ও কবরের ভিতরে গোলাপজল ছিটানো যাবে কি?

-গোলাম সারওয়ার
ঘোনা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মাইয়েতের চোখে সুরমা, হাতে-পায়ে কর্পূর লাগানো এবং জানাযায় উপস্থিত মুছল্লীদের গায়ে ও কবরের ভিতরে গোলাপজল ছিঁটানোর কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে মাইয়েতকে কর্পূর মিশানো পানি দ্বারা গোসল দেওয়া এবং শরীরে সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা মাইয়েতকে সুগন্ধি লাগাবে তখন তিনবার লাগাও *(আহমাদ, নায়ল ৪র্থ খণ্ড ৪০ পৃঃ 'মাইয়েতের শরীরে সুগন্ধি লাগানো' অধ্যায়)*। উম্মে আতীয়া (রাঃ)

http://islaminonesite.wordpress.com

বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা গোসলের শেষবার পানিতে কর্পূর মিশাও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৩৪)*। তবে এহরাম অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে সুগন্ধি লাগানো যাবে না। 'একদা আরাফার মাঠে জনৈক ছাহাবী মুহরিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুগন্ধি লাগাতে নিষেধ করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৩৭)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কর্পূর বা গোলাপ পানি মিশিয়ে গোসল দেওয়া এবং মাইয়েতের শরীরে সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত। এছাড়া অন্যান্য আমলগুলি বাড়তি মাত্র।

প্রশ্ন (১৮/১৬৮)ঃ আমরা জানি পুরুষদের পিছনে মহিলাদের কাতার করে ছালাত আদায় করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে পুরুষদের পার্শ্বে পর্দা করে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা করা হয়। এটা কি শরীয়ত অনুমোদিত।

-আব্দুছ ছবূর
আইচপাড়া, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মহিলারা পুরুষের পার্শ্বে পর্দা করে ছালাত আদায় করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ কক্ষে ছালাত আদায় করতেন এবং মানুষ কক্ষের বাইরে থেকে তাঁর অনুসরণ করত' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১১৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুছল্লী লাইনের সমতা ঠিক না রেখে পর্দার বাইরে ভিন্ন স্থানেও ইমামের অনুসরণ করতে পারে।

প্রশ্ন (১৯/১৬৯)ঃ মুসাফিরকে জুম'আর ছালাত আদায় করতে হবে কি? নাকি যোহরের ক্বছর করাই যথেষ্ট হবে?

-হক্ব মুন্সী
বড়বাড়িয়া, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মুসাফিরের জন্য জুম'আর ছালাত আদায় করা যরূরী নয়। বরং তার জন্য যোহরের ক্বছর করাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সঙ্গীসহ হজ্জ-এর সফর করেন, তাদের কেউ জুম'আর ছালাত আদায় করেননি (ইরওয়া হা/৫৯৪)। জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছেও অনুরূপ প্রমাণ রয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫)*। *এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন নায়ল ৩য় খণ্ড ২২৬ পৃঃ 'কোন্ ব্যক্তির উপর জুম'আ ফযর আর কোন্ ব্যক্তি উপর ফরয নয়' অধ্যায়; মির'আত 'জুম'আ ওয়াজিব' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২০/১৭০)ঃ পবিত্র কুরআনের একটি সূরায় বিসমিল্লাহ নেই এবং একটি সূরায় দুইবার বিসমিল্লাহ রয়েছে। এর রহস্য কি? জানতে চাই।

-নূরুল ইসলাম
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা তওবাতে বিসমিল্লাহ নেই। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন- আবু ইসহাক বলেন, আমি বারা ইবনে আযেব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সূরা নিসার ১৭৬ নং আয়াতটি সবশেষে অবতীর্ণ হয়েছে। আর সবশেষ সূরা বারাআত অর্থাৎ সূরা তওবা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাতে বিসমিল্লাহ লেখা হয়নি। কারণ ছাহাবীগণ ওছমান (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে রচিত মাছহাফে লিখেননি *(বুখারী ২য় খণ্ড ৬৭১ পৃঃ; তিরমিযী ২য় খণ্ড ১৩১ পৃঃ)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ বিষয়ে ওছমান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, মদীনায় প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে সূরা আনফাল। আর কুরআনের শেষ সূরা হচ্ছে তওবা। দুই সূরার আলোচনায় সাদৃশ্য রয়েছে। আমার ভয় হয় হয়ত সূরা তওবা সূরা আনফালের অন্তর্ভুক্ত। অথচ রাসূল (ছাঃ) এ বিষয়ে কিছু বলে যাননি। যার কারণে দুই সূরা মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দু'টোর মাঝে বিসমিল্লাহ লিখা হয়নি *(তিরমিযী, ২য় খণ্ড ১৩৯ পৃঃ)*। আর সূরা নামালে দু'টি বিসমিল্লাহ রয়েছে। একটি সূরার প্রথমে আর একটি সুলায়মান (আঃ)-এর পত্রের প্রথমে। এর অন্য কোন রহস্য থাকলে তা নিশ্চিতভাবে আল্লাহ জানেন।

প্রশ্ন (২১/১৭১)ঃ মাসিক হ'লে স্বামী-স্ত্রী কতদিন পর একত্রে থাকতে পারে এবং কতদিন পর তাদের পুনরায় মিলন হ'তে পারে।

-মুসাম্মাৎ রোজিনা বেগম
গ্রামঃ গোটিয়া দক্ষিণ পাড়া
ধোকড়াকুল, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী সর্বদা একত্রে থাকবে। এটাই সুন্নাত। মাসিক অবস্থায় বিছানা পৃথক করার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর পবিত্র হওয়া মাত্রই তাদের মিলন হ'তে পারে। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, ইহুদীদের মধ্যে যখন কোন স্ত্রীলোকের মাসিক হ'ত, তখন তারা তাদের সাথে একত্রে খেত না এবং একসঙ্গে ঘরে থাকতনা। এ বিষয়ে ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'আলা সূরা বাক্বারাহ্‌র ২২২ নং আয়াত নাযিল করেন। যাতে মাসিক অবস্থায় শুধুমাত্র সহবাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সময় রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, তোমরা তাদের সাথে মিলন ব্যতীত সবকিছু করতে পার' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার মাসিক অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮)*।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (২২/১৭২)ঃ আমরা যে 'আ'ঊযুবিল্লাহ' পড়ি, এটা কি কুরআনের নির্দেশ, না হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নূরুল ইসলাম
ব্রজবক্স বাজার
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কুরআন তিলাওয়াত করার সময় 'আ'ঊযুবিল্লাহ' পাঠ করা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, 'যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত কর তখন বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাও' (নাহল ৯৮)।

প্রশ্ন (২৩/১৭৩)ঃ মৃত ব্যক্তির দাফন শেষে কবরের চার কোণে ৪ ব্যক্তি কর্তৃক চার কুল পড়ে রসুন গেড়ে দেওয়া, সূরা কুরায়েশ পড়ে কবরকে বন্ধ করা (যেন শৃগাল-কুকুর কোন ক্ষতি করতে না পারে), কবর খননের সময় প্রথম কোপের মাটি ভিন্ন করে রাখা অতঃপর দাফন শেষে কবরের উপর ঐ মাটি দেওয়া, কবরের চার কোণে খেজুরের কাঁচা ডাল গেড়ে দেওয়া ইত্যাদি প্রচলিত কার্যসমূহের শরীয়তে বৈধতা আছে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আবদুল মতীন
বড়কামতা
চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কার্যগুলি কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং এগুলি বিদ'আত, যা প্রত্যাখ্যাত। মা আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার মধ্যে নেই। সেটা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রকাশ থাকে যে, দাফন শেষে অনেকে কবরে খেজুরের কাঁচা ডাল গেড়ে দেন এবং মনে করেন যে, ডাল শুকানো পর্যন্ত কবরের শাস্তি হালকা হবে। দলীলে তারা একটি হাদীছও পেশ করে থাকেন। যেমন নবী করীম (ছাঃ) দু'টি কবরের শাস্তি জানতে পেরে একখানা খেজুরের ডাল দুই টুকরা করে দু'টি কবরে গেড়ে দেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এরূপ করলেন কেন? তিনি বললেন, হয়ত ডাল দু'টি শুকানো পর্যন্ত তাদের শাস্তি হালকা হয়ে থাকবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৮)*। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ তাদের শাস্তি হালকা হয়েছিল রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ সুপারিশের জন্য। কাঁচা ডালের জন্য নয়। যা মুসলিম শরীফে জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই খেজুরের কাঁচা ডাল বা অন্য কোন কাঁচা ডাল গেড়ে কবরের শাস্তি হালকা হবে বলে ধারণা করা একেবারেই ভ্রান্ত। কেননা যদি বিষয়টি তাই-ই হ'ত তাহ'লে তিনি ডালটি চিরে ফেলতেন না। কেননা তাতে তো ডালটি দ্রুত শুকিয়ে যাবার কথা। আসল কারণ ছিল ঐ ডাল কবর দু'টিকে ঐ ডাল দ্বারা চিহ্নিত করা যে, তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করেছেন (আলবানী, *মিশকাত ১ম খণ্ড ১১০ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৪/১৭৪)ঃ শহীদ কাকে বলে এবং কোন কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শহীদের মর্যাদা লাভ করা যায়।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তরঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর পথে জীবন দানকারীকে শহীদ বলা হয় এবং প্রত্যেক সৎ মুসলমান, যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তাকেও শহীদ বলা হয়। বিভিন্ন হাদীছের প্রতি দৃষ্টিপাতে জানা যায় যে, বিভিন্ন ভাবে সৎ মুসলমান শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। হযরত জাবের ইবনে আতীক্ব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হওয়া ছাড়াও সাত ধরনের শহীদ রয়েছে। (১) মহামারীতে মৃত ব্যক্তি শহীদ (২) পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী শহীদ (৩) শ্বাসকষ্ট রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ (৪) পেটের রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ (৫) আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ (৬) কোন কিছুতে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ (৭) প্রসব কষ্টে মৃত্যুবরণকারীণী শহীদ *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৫৬১)*। অন্য এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'শহীদ পাঁচ ব্যক্তি (১) যে মহামারীতে মারা গেছে (২) যে পেটের অসুখে মারা গেছে (৩) যে পানিতে ডুবে মারা গেছে (৪) যে চাপা পড়ে মারা গেছে এবং (৫) যে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধে মারা গেছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৪৬)*। অন্য এক বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্তর থেকে আল্লাহ্র নিকট শাহাদত কামনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছাবেন বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও' (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৮)।

অপরদিকে নেফাস অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীণীকেও শহীদ বলা হয়েছে। নিজ সম্পদের জন্য মৃত্যুবরণ কারীকেও শহীদ বলা হয়েছে। অন্যায় ভাবে যাকে হত্যা করা হয়েছে তাকেও শহীদ বলা হয়েছে। বন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীকেও শহীদ বলা হয়েছে। উট-ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে অথবা বিষাক্ত পশুর দংশনে মৃত্যুবরণকারীকেও শহীদ বলা হয়েছে *(ফাৎহুলবারী ৬/৫০-৫২, অনুচ্ছেদ ৩০)*। তবে প্রকৃত শহীদ কে সেকথা

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। সেকারণ কাউকে 'শহীদ' বলতে ওমর (রাঃ) নিষেধ করেছেন *(আহমাদ, হাদীছ হাসান; ফাৎহুলবারী ৬/১০৬ 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৭৭)*।

প্রশ্ন (২৫/১৭৫)ঃ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্‌র-এর সময়ের কোন পার্থক্য আছে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ
রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎর -এর সময়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঈদুল ফিৎর দেরী করে ও ঈদুল আযহা তাড়াতাড়ি পড়ার হুকুম রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা আমর ইবনে হযম (রাঃ)-কে এক পত্রে লিখেন, তুমি ঈদুল আযহা তাড়াতাড়ি এবং ঈদুল ফিত্‌র দেরী করে পড়বে এবং লোকদের নছীহত করবে' *(মিশকাত হা/ ১ম খণ্ড ১২৭ পৃঃ)*।

অন্য হাদীছে জুনদুর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নিয়ে ঈদুল ফিত্‌র -এর ছালাত আদায় করলেন, তখন সূর্য দুই কাঠি উপরে ছিল। অপরদিকে সূর্য এক কাঠি উপরে থাকাকালীন সময়ে তিনি ঈদুল আযহা আদায় করেন' *(নায়ল ৩/২৯৩ পৃঃ; ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৬৯ পৃঃ; আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহূ, ২/২২১ পৃঃ)*।

সুতরাং সূর্যোদয়ের পর যত দ্রুত সম্ভব ঈদুল আযহা এবং কিছুটা বিলম্বে ঈদুল ফিত্‌র -এর ছালাত আদায় করাই সুন্নাত সম্মত। তবে মাত্রাতিরিক্ত বিলম্ব শরীয়তের বরখেলাফ। উল্লেখ্য, এক কাঠি ও দুই কাঠির সমপরিমাণ সময় আনুমানিক দেড় ও আড়াই ঘন্টা। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পর প্রায় দেড় ঘন্টার মধ্যে ঈদুল আযহা ও আড়াই ঘন্টার মধ্যে ঈদুল ফিত্‌র পড়া উচিত।

প্রশ্ন (২৬/১৭৬)ঃ সাপ বা বিচ্ছুতে দংশন করলে বিষ নামানোর জন্য ঝাড়ফুঁক করা যাবে কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দূস
সাং- সারাই
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ শিরক মুক্ত ঝাড়ফুঁক করা জায়েয। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, সাপ ও বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) দিয়েছেন' *(বুখারী ফৎহ সহ ১০/১৭৫ পৃঃ; তিরমিযী 'বিচ্ছু ও সাপ দংশনে ঝাঁড়ফুঁক' অধ্যায়; মুসলিম হা/২১৯৩; যাদুল মা'দ ৪র্থ খণ্ড ১৮৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৭/১৭৭)ঃ ডায়াবেটিসের প্রতিষেধক হিসাবে জনৈক কবিরাজ ক্যাঙ্গারুর গোস্ত খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আমার প্রশ্নঃ ক্যাঙ্গারুর গোস্ত প্রতিষেধক হিসাবে খাওয়া যাবে কি?

-আবদুস সুবহান
লালগোলা বাজার
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

উত্তরঃ হারাম বা অপবিত্র বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা যাবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিকৃষ্ট ও হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন' *(আবুদাঊদ হা/৩৮৭০; তিরমিযী হা/২০৪৬ সনদ শক্তিশালী)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রোগ ও ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ রয়েছে। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা কর। তবে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা কর না' *(বুখারী ফৎহ সহ ১০/৬৮ পৃঃ)*।

হাদীছ দ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা যাবে না। আর ক্যাঙ্গারু যেহেতু হারাম পশু তাই এর গোস্ত প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। তবে উক্ত গোস্ত ছাড়া জীবন রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়লে খাওয়া যেতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'কোন বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন ছাড়া বাধ্যগত অবস্থায় খেলে গোনাহ নেই' (বাক্বারাহ ১৭৩)। সাথে সাথে এই আক্বীদা দৃঢ় রাখতে হবে যে, ঔষধ নয়, আল্লাহ্‌র রহমতেই রোগ সারে। কেননা অনেক ঔষধ ও রোগের কারণ হ'তে পারে *(ফাৎহুলবারী ১০/১৪২)*।

প্রশ্ন (২৮/১৭৮)ঃ জনৈক ইমাম ছাহেব খুৎবায় বললেন, ১০ই যিলহজ্জ মিনাতে কংকর নিক্ষেপ করে মাথা মুণ্ডন অতঃপর কুরবানী করতে হবে। আগপিছ করলে হজ্জ হবেনা। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ নাসিম
কোর্ট বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করা ও কুরবানী করা প্রসংগে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "لا حرج" 'এতে কোন অসুবিধা নেই'। অন্য বর্ণনায় এসেছে "افعلوا و لا حرج" 'এটি কর, এতে কোন অসুবিধা নেই" *(বুখারী ৩য় খণ্ড ৪৫৩ পৃঃ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (২৯/১৭৯)ঃ শিকারী কুকুর কোন হালাল প্রাণী শিকার করে আনলে সেটি খাওয়া বৈধ হবে কি?

-আবদুল মালেক
গ্রামঃ লক্ষ্মীপুর
ভাণ্ডারিয়া, পিরোজপুর।

উত্তরঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে শিকারী কুকুরকে ছেড়ে দেয়া হ'লে ঐ কুকুর যে হালাল প্রাণী শিকার করে আনবে তা খাওয়া বৈধ হবে, যদি না তার সাথে অন্য কোন কুকুর যোগ দেয়। আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এইসব কুকুর দ্বারা আমরা শিকার করে থাকি। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে 'বিসমিল্লাহ' বলে ছেড়ে দাও এবং সে শিকার জীবন্ত নিয়ে আসে, তাহ'লে সেটি যবহ কর এবং খাও। আর যদি নিহত অবস্থায় নিয়ে আসে এবং সে তার থেকে কিছু না খায়, তাহ'লে তুমি খাও। আর যদি সে কিছু খেয়ে থাকে, তাহ'লে তুমি খেয়ো না। কেননা সে ওটা নিজের জন্য শিকার করেছে। আর যদি অন্য কুকুর শিকারে যোগ দেয় তাহ'লে সেটি খেয়ো না' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০৬৪ 'শিকার ও যবহ' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (৩০/১৮০)ঃ যে মুরগী মানুষের মলমূত্র খায়, সে মুরগীর গোস্ত খাওয়া জায়েয হবে কি?

-আবদুল মুহাইমিন
সাং- পলাশবাড়ী
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় মুরগীটিকে তিন দিন বেঁধে রাখতে হবে। অতঃপর এর গোস্ত খাওয়া জায়েয হবে। অন্যথায় ঐ মুরগীর গোস্ত খেতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গৃহপালিত গাধার গোস্ত ও গৃহপালিত হালাল পশু যদি মলমূত্র খায়, সে পশুর গোস্ত খেতে নিষেধ করেছেন' (আহমাদ ২য় খণ্ড ২১৯ পৃঃ সনদ হাসান)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ইবনে ওমর (রাঃ) যখন মুরগীর গোস্ত (যে মুরগী মলমূত্র খায়) খেতে ইচ্ছে করতেন, তখন তিন দিন বেঁধে রাখতেন' (ফাৎহুল বারী, ৯ম খণ্ড ৫৫৮ পৃঃ)।

قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا 'তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও' (তাহরীম ১৬)।

বিস্‌মিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম
রাজশাহী শুধু শিক্ষা নগরী বা রেশম নগরীই নয়, স্যুট তৈরীর জন্যও প্রসিদ্ধ।
এম এন টেইলার্স
৬৮, ৭৩ ও ৭৪ নং নিউমার্কেট, দোতলা, রাজশাহী। ✆ ঃ ৭৭৫৭৭৫
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সহযোগী প্রতিষ্ঠান
অনুপম টেইলার্স
❒ চট্টগ্রাম, হাইওয়ে প্লাজাঃ ✆০৩১-৬১২৪৬৮
❒ ঢাকা, র‍্যানিকিন স্ট্রীটঃ ✆০২-২৩০৫৭৬
❒ পাবনা, রবি আইনুল মার্কেটঃ ✆ ৫৯৫৬
অনুপম সিল্ক গার্মেন্টস
❒ ঢাকা ওয়ারীঃ ✆ ০১৭৫৬০৭৪০
❒ পাবনা, হাসপাতাল সড়কঃ ✆ ০৭৩১-৫৯৫৬
লর্ডস
❒ আমেরিকা, নিউইয়র্কঃ ✆ ৯৩২৩৬৯৬

❒ প্রয়োজনে একদিনেও পোষাক সরবরাহ
❒ অটোমেটিক মেশিনে ফিউজিং
❒ স্যুটের জন্য মনোরম কভার
❒ কাপড়ের উন্মুক্ত মূল্য

সাদর আমন্ত্রণে
মুহম্মদ রফিকুল ইসলাম

'শিক্ষা যেমন মানুষকে স্বাবলম্বী করে, তেমনি সুন্দর পোষাক ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে'।

http://islaminonesite.wordpress.com